বৃটিশ গোয়েন্দা হ্যামফার-এর ডায়রির অনুবাদসহ

ইসলামে বিভ্রান্তি ও বৃটিশ গোয়েন্দার স্বীকারোক্তি

শাহরিয়ার শহীদ

ইসলামে বিভ্রান্তি
ও
বৃটিশ গোয়েন্দার স্বীকারোক্তি

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

ইসলামে বিভ্রান্তি
ও
বৃটিশ গোয়েন্দার স্বীকারোক্তি

শাহরিয়ার শহীদ

www.nagorikpathagar.org

BCC ইসলামে বিভ্রান্তি ও বৃটিশ গোয়েন্দার স্বীকারোক্তি
বুক ক্লাব শাহরিয়ার শহীদ

স্বত্ব © ২০০২ শাহরিয়ার শহিদ

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০০২
দ্বিতীয় প্রকাশ : বইমেলা ২০১০
তৃতীয় প্রকাশ : বইমেলা ২০১৬

কোড : ২০১০

প্রচ্ছদ: ধ্রুব এষ

প্রকাশক:
সাইফুর রহমান চৌধুরী
বুক ক্লাব
৩৮/৪ বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট, দোতলা,
ঢাকা-১১০০।
E-mail: book.club@live.com

কম্পোজ:
সোহেল কম্পিউটার
৫০১/১ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

মুদ্রক:
চৌকস প্রিন্টার্স
১৩১ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড, ফকিরেরপুল,
ঢাকা-১০০০।

পরিবেশক:
সন্দেশ
১৬ আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ,
ঢাকা-১০০০।

মূল্য: ১৫০.০০ টাকা

ISBN-984-70210-0023-4

কপিরাইট অধিকারীর পূর্ব অনুমতি ছাড়া এই প্রকাশনার কোনো অংশ বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক, ফটোকপি, রেকর্ড বা অন্য কোনো উপায়ে রিপ্রোডিউস বা সংরক্ষণ বা সম্প্রচার করা যাবে না।

www.nagorikpathagar.org

উৎসর্গ

মুক্তচিন্তার মানুষের জন্য

www.nagorikpathagar.org

এগিয়ে আস, সঙ্গে নিয়ে আস সেই হৃদয়,
যা দেখতে আর গ্রহন করতে জানে।

www.nagorikpathagar.org

পূর্বকথা

শান্তির ধর্ম ইসলামের অভ্যুদয়ের পর থেকে একে ধ্বংসের জন্য বিভিন্ন চক্রান্ত করা হয়েছে। হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় এই চক্রান্তকে তিনি মোকাবিলা করেছেন তার উদারতা ও মানবতাবোধের মাধ্যমে। কিন্তু তার ওফাতের পর খিলাফত নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সৃষ্টি হয়। আরবের আদি সংঘাত গোত্রতন্ত্র আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। পরিণামে খিলাফত-এর উষালগ্নেই একে বড় ধরনের হোঁচট খেতে হয়। উসমান (রাঃ)-এর সময় খিলাফতে এক বিশৃঙ্খল অবস্থার সূচনা হয়। এরই সূত্র ধরে উমাইয়া ও হাশিমিদের মধ্যে পুরনো দ্বন্দ্ব নতুন গতি লাভ করে। উসমান (রাঃ)-মর্মান্তিক হত্যাকান্ডের পর হযরত আলী (রাঃ) খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু গোত্র সংঘাতের বিষ বৃক্ষটি ততদিনে ডালপালা মেলে বেশ সবল সতেজ হয়ে উঠে এবং খিলাফত নিয়ে মুয়াবিয়ার ষড়যন্ত্র শেষ পর্যন্ত হযরত আলী (রাঃ)-এর প্রাণ কেড়ে নেয়। খিলাফতে মুয়াবিয়ার অধিষ্ঠান উমাইয়া রাজতন্ত্রের সূচনা করে। তার পুত্র ইয়াজিদের খলিফা হওয়ার পর ইসলামের ইতিহাসে ঘটে যায় একাধিক মর্মান্তিক ঘটনা। কারবালার হৃদয় বিদারক ঘটনা ও মদিনা লুটপাটের অভিযানের ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে সবচাইতে কলঙ্কিত ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

রাসুলুল্লাহর অন্তর্ধানের এক শতাব্দীর মধ্যে উমাইয়ারা শান্তির ধর্ম ইসলামের মহিমান্বিত দিকগুলো ধুলিসাৎ করে দেয়। পরবর্ত্তীকালে ইসলামকে ধ্বংসের জন্য নানা ধরনের ষড়যন্ত্র করা হয়। এর মধ্যে ওয়াহাবি আন্দোলনের নামে ইসলামকে কলুষিত করার অপচেষ্টা করা হয়।

ইসলাম পূর্ব যুগ থেকে রাসুলের অন্তর্ধানের অব্যবহিত পর ইসলাম থেকে গণতন্ত্র এবং মানবতাবোধ কিভাবে দূর করা হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে বইটির প্রথম অধ্যায়ে। মুসলমানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত, ষড়যন্ত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিষয়বস্তুর পুরোটাই ইতিহাস

www.nagorikpathagar.org

নির্ভর। বই-এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে ওয়াহাবি মতবাদ সম্পর্কে বৃটিশ নাগরিক ও গোয়েন্দা হ্যামফার-এর ডায়রির অনুবাদ।

বইটি সম্পাদনা ও ডায়রি ভাষান্তর-এ সার্বিক সহযোগিতা করেছেন সাংবাদিক ও লেখক জাহাঙ্গীর আলম। তাঁর সহযোগিতা না পেলে বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হতো না।

শাহরিয়ার শহীদ

www.nagorikpathagar.org

সূচিক্রম

প্রথম অধ্যায়

১১ ইসলামে বিভ্রান্তি

দ্বিতীয় অধ্যায়

৩৯ হ্যামফার-এর ডায়রি

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

প্রথম অধ্যায়
ইসলামে বিভ্রান্তি

খৃস্টিয় দ্বিতীয় শতকের প্রথমদিকে হযরত ইসমাইলের বংশে ফিহিরের জন্ম হয়। নবী বংশের আদিপিতা হযরত ইব্রাহিমের বংশে আদনানের পুত্র মাঙ্গদের সন্তান ছিল ফিহির। ফিহির ব্যবসা-বাণিজ্যে ছিল অত্যন্ত সফল। তাই তখনকার আরব-রা তাকে কুরাইশ বলে ডাকতো। যার অর্থ হল ব্যবসায়ী। সময়ের আবর্তে ফিহিরের এই ডাক নামটিই তার বংশের নাম হয়ে যায়।

পঞ্চম শতাব্দীতে এই কুরাইশ বংশে জন্ম নেয় কুশাই। কুশাই তার অসাধারণ নেতৃত্বের গুনে কুরাইশ বংশের সকল অংশকে এক করে একটি শক্তিশালী গোত্রে রূপান্তরিত করেন। কুরাইশরা তারপরই হেজাজ এবং কাবা শরীফের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বভার নেয়।

কুশাই কাবাগৃহের রক্ষণাবেক্ষণ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কাবার অদূরে দারুল নদওয়া নামে একটি সম্মিলন ভবন স্থাপন করেন। কুশাই এবং তার বংশের লোকেরা কাবাগৃহের রক্ষণাবেক্ষণে অত্যন্ত নিষ্ঠার পরিচয় দেন এবং তখনকার আরব সমাজে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন।

কুশাইয়ের মৃত্যুর পর তার পুত্র আবদুদদার কাবাগৃহের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বভার নেন। কিন্তু আবদুদদার-এর মৃত্যুর পর এই রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বভার নিয়ে বিপত্তি দেখা দেয়। আবদুদদার-এর মৃত্যুর পর তার ভাই আবদুল মান্নাফ এবং আবদুদদার-এর নাতিদের মধ্যে কাবাগৃহের দায়িত্বভার গ্রহণ নিয়ে সংঘাত বাধে। সংঘাতে বহুলোকের প্রাণহানি হয়। পরবর্তীতে কুরাইশ বংশের সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নেয় যে, আবদুল মান্নাফের সন্তান আবদুস শামস কাবাগৃহের রক্ষণাবেক্ষণ করবেন এবং অবদুদদার-এর নাতিরা সামরিক বাহিনীর তত্ত্বাবধানে থাকবেন।

আবদুস শামস তার উপর ন্যাস্ত কাবাগৃহের দায়িত্বভার কিছুকাল পর তার সর্ব কনিষ্ঠ ভাই হাশিমকে দিয়ে দেন। কিন্তু আবদুস শামসের পুত্র উমাইয়া তার পিতার এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারলো না। বরং সে তার চাচা হাশিমের কর্তৃত্বকে অমান্য করার কথা ঘোষণা করলো। কিন্তু হাশিম আরবদের মাঝে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। উমাইয়ার এই আচরণ আরবের বিচারকদের কাছে এক অন্যায় কাজ বলে বিবেচিত

www.nagorikpathagar.org

হয়। ফলে তারা উমাইয়াকে এই অন্যায়ের শাস্তি হিসাবে ১০ বছরের জন্য দেশ থেকে বিতারিত করেন। এই সংঘাতের ফলে কুশাইয়ের ঐক্যবদ্ধকৃত কুরাইশ বংশের মাঝে একটি চিড় দেখা দিল। এই ঐতিহ্যবাহী বংশের লোকেরা দুটি গোত্রে বিভক্ত হয়ে গেল। একটি হাশিমি গোত্র, যে গোত্রে পরবর্তীকালে মহানবী (সাঃ)-এর জন্ম হয়। আর অপরটি উমাইয়া গোত্র, যে গোত্রে ইয়াজিদ-এর জন্ম হয়। হাশিমি গোত্র এবং উমাইয়া গোত্রে সংঘাতের বীজ রোপিত হয়েছিল হাশিম এবং উমাইয়ার কাবাগৃহের রক্ষণাবেক্ষণের কর্তৃত্ব থেকে। সংঘাতের এই বীজ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পর বিষ বৃক্ষে পরিণত হয়। এরই ফলস্বরূপ মহানবীর অন্তর্ধানের পর কারবালার যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং হযরত ইমাম হোসেন (রাঃ) ও হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) মর্মান্তিকভাবে শহীদ হন।

হাশিমের মৃত্যুর পর কাবা গৃহের দায়িত্বভার এসে পড়ে তার পুত্র আব্দুল মুত্তালিব-এর উপর। আবদুল মুত্তালিব ছিলেন মহানবী (সাঃ)-এর দাদা। আবদুল মুত্তালিব তার ব্যবহার এবং নেতৃত্বের গুনে সকলের প্রিয় হয়ে উঠলেন। কিন্তু উমাইয়ার পুত্র হারব তার নেতৃত্বকে মেনে নিতে পারলেন না। আবদুল মুত্তালিবের নেতৃত্বকে তিনি সরাসরি প্রত্যাখান করলেন। কিন্তু আরবের বিচারকদের রায়ে তাকেও বরণ করে নিতে হলো তার পিতার ভাগ্য। পর পর দুটি প্রজন্মের এ ধরণের সংঘাতের মাঝে প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল সত্যিকার ইসলামের হারিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত।

মুহাম্মদ (সাঃ) তার আধ্যাত্মিক গুন, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও সামাজিক অবস্থান দিয়ে ইসলামকে তার সঠিক অবস্থায় ধরে রেখেছিলেন। তাই তার জীবিতকালে ইসলামের একটি সার্বজনীন রূপ সবার দৃষ্টিগোচর হয়। মহানবী ইসলামে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ছিলেন সদা সচেষ্ট। মানবতার যে সকল দৃষ্টান্ত সেই সময় স্থাপিত হয়েছে তা এখনও অনুকরণীয়। মহানবী এবং তার মুসলমান সঙ্গীরা মানবিক গুনাবলীর যে পরিচয় দিয়েছিলেন তাই হলো মূল ইসলামের আদর্শ। মহানবীর গণতান্ত্রিক মনোভাব তার শৈশবকালেই দেখা যায়। যখন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বয়স ২৩ বছর সেই সময় এক বন্যায় কাবার বিশেষ ক্ষতি সাধিত হয়। তখন কুরাইশরা কাবা পুনঃনির্মাণের কাজ শুরু করে। এই কাজের দায়িত্ব চার ভাগে ভাগ হলো চারটি প্রধান গোত্রের মধ্যে। এই পুনঃনির্মাণের কাজের অগ্রগতির পর তা মানুষ সমান উচুঁ হয় এবং তারপরই সমস্যা দেখা দেয়। "হাজারুল আসওয়াদ" বা পবিত্র কালো পাথর নিয়ে। কাবাগৃহে কালো পাথর রাখাটা খুবই সম্মানজনক ব্যাপার। তাই চার সম্প্রদায়ই আপন আপন শক্তি নিয়ে উঠে পড়ে লাগলো কালো পাথর স্থাপনের জন্য। এমনকি দুই প্রধান সম্প্রদায় বনু আবদুর ও বনু আদি মুখোমুখি সংঘাতে লিপ্ত হলো। বনু আবদুর সকলের সামনে রক্ত দিয়ে হাত রঞ্জিত করে শপথ করলো-তারা পাথর বসাবে, যা আরবের ইতিহাসে "রক্ত শপথ নামে পরিচিত।" তখন দলের মধ্যে অতিবয়োবৃদ্ধ জ্ঞানী আবু উমাইয়া বিন আলমুগিরা আল মাখজুমি পরিস্থিতি

www.nagorikpathagar.org

অতি ভয়াবহ দেখে সকলকে ডেকে বললেন তারা যেন তাকেই তাদের বিচারের দায়িত্ব অর্পন করেন যিনি আগামীকাল বাবুস সাফাতে প্রথম প্রবেশ করবেন। সকলেই সম্মত হলেন। পরদিন যখন তারা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে বাবুস সাফাতে প্রথম প্রবেশকারী হিসেবে দেখতে পেলেন তখন সকলেই আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন আল আমিন, চির বিশ্বাসী বলে। সকলেই বলে উঠলেন তারা তার কথাই মেনে নেবেন। তারা সব কথা তাকে বললেন। তিনি কাল বিলম্ব না করে সিদ্ধান্ত নিলেন। আদেশ দিলেন একখন্ড চাদর আনার জন্য। চাদর আনা হলো। তিনি নিজ হাতে পবিত্র কালো পাথরকে চাদরের মাঝখানে রাখলেন এবং চার গোত্রের প্রধানকে চাদরের চার কোনা ধরার জন্য বললেন। তার কথামতো সকলেই চাদর উত্তোলন করলো। যথাস্থানে পাথর নিয়ে যাওয়া হলো। তখন তিনি নিজ হাতে পাথরটিকে নিয়ে সকলের মনোনীত স্থানে স্থাপন করলেন। এইভাবে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের হাত থেকে তার মধ্যস্থতায় আরবগণ রক্ষা পেল।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সেই কালো পাথর স্থাপনের সময় আরবদের যে একটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন করার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন তা তার ধর্ম প্রচারের সময়ও বলবৎ থাকে। তাই দেখা যায়, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির দীর্ঘ ১২ বছর পর যখন তিনি মদিনায় প্রবেশ করলেন তখন একটি সনদ তৈরি করলেন। এটাই ইতিহাসে 'মদিনার সনদ' নামে খ্যাত।

এই সনদে ৪৭টি শর্ত ছিল। যার প্রধান প্রধান শর্তগুলো উল্লেখ করলে বোঝা যাবে ইসলাম গণতন্ত্রকে তার উষা লগ্ন থেকে কত গুরুত্ব দিয়ে এসেছে।

১. সনদে স্বাক্ষরকারী মুসলমান, ইহুদি, খৃস্টান এবং পৌত্তলিক সম্প্রদায়সমূহ সমান অধিকার ভোগ করবে এবং একটি সাধারণ জাতি গঠন করবে।
২. মুসলমান এবং অমুসলমান বিভিন্ন সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে। কেউ কারও ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।
৩. কোন সম্প্রদায়ই কুরাইশদের অথবা বাইরের অন্য কোন শত্রুর সাথে কোন প্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারবে না।
৪. স্বাক্ষরকারী কোন সম্প্রদায়কে বহিঃশত্রু আক্রমণ করলে সকল সম্প্রদায়ের সমবেত শক্তির সাহায্যে সেই বহিঃশত্রুকে মোকাবেলা করতে হবে।
৫. স্বাক্ষরকারী কোন সম্প্রদায়কে বহিশত্রু আক্রমণ করলে সকল সম্প্রদায় একযোগে শত্রুকে বাধাদান করবে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় স্ব স্ব যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করবে।
৬. ব্যক্তিগত অপরাধের জন্য অপরাধীই ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হবে। তার অপরাধের জন্য তার সমগ্র সম্প্রদায়কে দায়ী করা চলবে না।
৭. মদিনা শহরকে পবিত্র বলে ঘোষণা করা হলো এবং সেখানে রক্তক্ষয়, হত্যা, অন্যায়, অনাচার নিষিদ্ধ করা হলো।

www.nagorikpathagar.org

৮. অপরাধীকে উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করতে হবে এবং সব পাপী বা অপরাধীকে ঘৃণার চোখে দেখতে হবে।

৯. ইহুদিদের মিত্ররাও সমান নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা ভোগ করবে।

১০. দুর্বল ও অসহায়কে রক্ষা করতে হবে।

১১. মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পূর্বানুমতি ছাড়া কেউ কারও বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে না।

১২. স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়ের কারও মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিলে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) নিজে আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী তা মীমাংসা করবেন।

১৩. এই সনদের শর্তাবলী কেউ ভঙ্গ করলে তার উপর আল্লাহর অভিসম্পাত কামনা করা হয়েছে।

১৪. হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) প্রজাতন্ত্রের সভাপতি হবেন এবং পদাধিকার বলে তাকে মদিনায় সর্বোচ্চ বিচারালয়ের অধিকর্তা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলো।

মদিনা সনদের ঐতিহাসিক গুরুত্বের সাথে সাথে রয়েছে ইসলামের পরমতসহিষ্ণুতা ও সহনশীলতার নিদর্শন। মদিনা সনদ এমন এক সময়ে প্রণীত হয়েছিল যখন অজ্ঞানতার যুগ বা আইয়ামে জাহেলিয়া- যুগের সবেমাত্র পরিসমাপ্তি ঘটেছে। তবে তখনও আইনের শাসন ছিল বলে মনে হয় না। তৎকালীন বিশ্ব শাসকদের মুখোচ্চারিত বাণীই ছিল তখন আইন। বিশ্বে সরকার পদ্ধতি ব্যক্তিগত শাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিশ্বের ইতিহাসে সম্ভবত মদিনার সনদই সর্বপ্রথম লিখিত সনদ। রাষ্ট্র শাসনের ব্যাপারে ইসলামই সর্বপ্রথম সকল সম্প্রদায় এবং জনসাধারণের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে উক্ত সনদ প্রদান করে।

উক্ত সনদের দ্বারা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ধর্মের ব্যাপারে যে উদারনীতির পরিচয় দিয়েছেন তা তৎকালীন বিশ্বে এক যুগান্তকারী ঘটনা। কেননা সেকালের বিশ্ব ইতিহাসে পরধর্মের প্রতি অবজ্ঞা এবং অত্যাচারের কাহিনী ছাড়া আর কিছুই ছিল না। মদিনার বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী অধিবাসীগণকে তিনি ইসলামের ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ করে একটি সুসংহত জাতিতে পরিণত করেন। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) উক্ত সনদে মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে সকল মদিনাবাসীকে সমান অধিকার ও দায়িত্ব প্রদান করেন। আরবে এই সনদের দ্বারা সর্বপ্রথম ইসলামী গণতন্ত্রের বীজ বপন করা হয়। বিশিষ্ট্য ঐতিহাসিক পি,কে হিট্টি বলেছেন "মদিনা প্রজাতন্ত্রেই পরবর্তীকালে ইসলামী সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল স্থাপন করে।"

জীবনের প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে প্রচন্ড সংগ্রাম করতে হয়েছিল। তাকে তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে হয়েছিল বহুবার। তবুও তিনি তার স্বভাবজাত দৃঢ় মনোবল হারাননি। ন্যায় ও সত্যের সংগ্রামে তিনি

www.nagorikpathagar.org

কখনো দ্বিধাগ্রস্ত হননি। তার সংগ্রাম কোন সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করা নয়। তার সংগ্রাম ছিল সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার।

ইসলামের যে সার্বজনীন রূপ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দিয়েছিলেন তা যেন আজ বিলুপ্ত হতে চলেছে। ইসলাম হলো ভালোবাসা ও শান্তির ধর্ম। ধর্ম হিসেবে এই মতবাদ সবার শেষে এসেছে তাই এটা শেষ ধর্ম হিসাবে পরিচিত। তবে এই ধর্ম যে একেবারে নতুন কোন মতবাদকে তুলে ধরছে তা নয়। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এই ধর্মের মাধ্যমে সকল বিশ্বাসীগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, বিভক্ত নয়। আর তার মূলমন্ত্র ছিল শান্তি ও ভালোবাসা। শুধুমাত্র মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য নয়, আল্লাহ্ নবীকে পাঠিয়েছিলেন সকল প্রাণীর জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ। ইসলামের এই সার্বজনীন রূপ আমরা দেখতে পাই কোরআনের অনেক পংক্তিতে।

> যেমনঃ নিঃসন্দেহে যারা মুসলমান হয়েছে এবং যারা ইহুদি, নাসারা ও সর্বক্ষণ যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি এবং সংকাজ করছে, তাদের জন্য রয়েছে তার সাওয়াব তাদের পালনকর্তার কাছে। আর তাদের কোন ভয়ভীতি নেই। তারা দুঃখিত হবে না।

আসলে প্রকৃত ইসলামকে বুঝতে হলে ভালোবাসা আর শান্তি স্থাপনের মাধ্যমে বুঝতে হবে। সন্ত্রাস, হানাহানি আর সংঘাত দিয়ে নয়। মুসলমানরা আজ সন্ত্রাসবাদী হিসাবে চিহ্নিত হয়ে গেছে। তার কারণ কি? এটাতো সত্যি যে, মুসলমানরা আজ বহুদলে বিভক্ত। এই বহু ধারা বিভক্ত হয়ে মুসলমানরা অন্তর্কলহে লিপ্ত। গত এক শতাব্দীতে দেখা গেছে মুসলমানরা একে অপরের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে নিজেদের বহু প্রাণ ধ্বংস করেছে। ইসলামের ভাতৃত্ববোধের সংজ্ঞা আজ বিলুপ্ত প্রায়।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ধর্মীয় মতবাদ দেওয়ার অনেক আগেই তার সুকোমল চরিত্র আর ভালোবাসার অমোঘ টানে বহু লোকের মনকে জয় করেছিলেন। এমনকি তিনি যখন মহা পরাক্রমশালী শাসকরূপে আবির্ভূত তখনও তার ভালোবাসার মনটিকে তিনি হারননি। তাই সবাই দেখতে পান তিনি মক্কা বিজয় করেছিলেন মানুষের হৃদয় জয়ের মাধ্যমে। তার ভালোবাসা এবং শান্তির বাণী মানুষকে চরমভাবে বিমোহিত করেছিল। ফলে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর চারিত্রিক গুনাবলীর আকর্ষণে সেই সময় মক্কার সকলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। যেখানে এসে তারা পেয়েছিলেন সুশীতল শান্তি ও প্রেমের আশ্রয়। সত্যিকার অর্থে মুহাম্মদ (সাঃ) কখনই যুদ্ধংদেহী মনোভাব নিয়ে ধর্ম প্রচার করেননি। তাই দেখা যায়, মদিনায় তার অবস্থান নেওয়ার পর বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীদের মাঝে যতবার যুদ্ধ বেঁধেছে ততবারই তা বিশ্বাসীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া এক যুদ্ধ ছিল। বদর, খন্দক এবং ওহুদের যুদ্ধ প্রায় প্রতিটিই মক্কাবাসী অবিশ্বাসীদের দ্বারাই সংঘটিত হয়েছিল। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যতদিন পার্থিব জীবন যাপন করেছিলেন ততদিন তিনি জোরালো

www.nagorikpathagar.org

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ অনুসরণ করে গেছেন। যার ফলে আরবদের মধ্যে গোত্রে কোন সংঘাতের উদ্ভব হয়নি। ফলশ্রুতিতে দেখা যায় মুসলমান বা বিশ্বাসীগণকে একটি শক্তিশালী জাতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে।

মুহাম্মদ (সাঃ) সত্যিকার অর্থে গণতন্ত্রের চর্চা করেছেন ঐশী বাণীর পটভূমির উপর। তিনি ধর্ম এবং রাজনীতির এক অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেছিলেন। যার ফলে তিনি ধর্মচেতনায় উদ্দীপ্ত হওয়ার পর থেকেই বিশ্বাসীগণের একটি জাতি গঠনে সার্থক হয়েছিলেন।

আল্লাহ প্রেরিত এই মহাপুরুষের সকল কাজের পিছনে যে শক্তি কাজ করতো তা ছিল সৃষ্ট জীবের মাঝে সৃষ্টিকর্তার প্রেম জাগিয়ে তোলা এবং সকলকে এক করা। সৃষ্টিকর্তার প্রতি প্রেমের এই অনুভূতি জাগানোর জন্য তিনি বহুবার মহানুভবতা আর প্রেমের যে নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন তা মানব জাতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে।

মহানবীর মহানুভবতার হাজার হাজার উদাহরণ আছে। বদরের যুদ্ধে বন্দিদের প্রতি মহানবীর যে নজিরবিহীন ব্যবহার তা উল্লেখযোগ্য। বদর যুদ্ধের বন্দিরা মুসলমানদের মদিনায় প্রবেশ করার একদিন পর প্রবেশ করলো। মহানবী যুদ্ধক্ষেত্র হতে বিজয়ীর বেশে ফেরার পথে আপন সঙ্গীদের নিয়ে হেঁটে ফিরলেন আর বন্দিদের উটের এবং ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে আনলেন। ফেরার পথে নিজেরা শুকনো খেজুর খেয়ে দিন কাটালেন। কিন্তু বন্দিদের খেতে দিলেন মিহি আটার রুটি। বিশ্ব ইতিহাসে বন্দিদের প্রতি এ ব্যবহার আজও নজিরবিহীন।

বন্দিদের মধ্যে একজন কবি বন্দি ছিলেন। তিনি হযরতকে বললেন- "হে মুহাম্মদ (সাঃ) আমার পাঁচটা কন্যা। আমার অভাবে তারা না খেয়ে মরে যাবে। আপনি আমাকে তাদের প্রতি দান স্বরূপ ছেড়ে দিন।" হযরত তাকে সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিলেন।

বদরের যুদ্ধে যে সব গরীব বন্দিরা মুক্তিপণ দিতে সক্ষম ছিলেন না অথচ লেখাপড়া জানতেন তাদের উপর দশজন করে মুসলমানকে আক্ষরিক জ্ঞান দেওয়ার ভার পরলো। তারপর তারা মুক্তি পেল।

মহানবীর এই মহানুভবতার সাথে অনেকেই সেই সময় একমত হতে পারেনি। কিন্তু আল্লাহর বন্ধু যে ধর্ম প্রচার করতে এসেছিলেন তার মূল শক্তি নিহিত ছিল শান্তি আর ভালোবাসার মাঝে।

হযরত জানতেন মানুষের ধর্ম অসার হয় তখন যখন তা সুন্নাতপরাস্থি বা আচারসর্বস্ব হয়ে যায়। আচারসর্বস্ব ধর্ম আত্মাহীন মৃত দেহের মতো হয়ে যায়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক এখনকার ইসলাম অধিকাংশ ক্ষেত্রে আচারসর্বস্ব হয়ে পড়েছে। যার জন্য সারা বিশ্বে এমন কোন মুসলমান নেতা নেই যার কাছে গেলে মানুষের মনে হবে শান্তির ছায়াতলে আশ্রয় পেয়েছে। রাসুলের ওফাতের পর তার দেওয়া ভালোবাসা আর শান্তির মাধ্যমে বিজয় অর্জনের পন্থা যেন খুব তাড়াতাড়ি হারিয়ে

www.nagorikpathagar.org

গেল। মনে হয় যেন শান্তি আর ঐক্যতানের ইসলামিক সেই পন্থা যেন জীবিত রাসুলের সম্পূর্ণ আলোতে উদ্ভাসিত হয়েছিল এবং তার অন্তর্ধানের প্রায় সাথে সাথেই তা হারিয়ে গিয়েছিল।

হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর সময়কালটি মোটামুটি ইসলামের প্রদর্শিত শান্তির পথে চললেও তার পরবর্তী খলিফারা সংঘাত, সংকট এবং পুরানো গোত্রের মাঝে অন্তর্কলহে ডুবে যেতে লাগলেন।

মহানবীর বংশের সেই উমাইয়া আর হাশিমি গোত্রের সংঘাত আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। মহানবীর বংশের লোকেরা যখন গোত্রে বিভক্ত হয়ে সংঘাতে লিপ্ত তখন মূল ইসলামের রুপ নষ্ট হবে এটাইতো স্বাভাবিক। ইসলামের মূল শান্তি এবং প্রেমের বাণী গৌণ হয়ে গেল, গোত্রের মাঝে ক্ষমতার লড়াই, প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারের মাঝে। তাই দেখা গেল শান্তি আর ভালোবাসার স্থানে ইসলামে জায়গা হয়ে উঠলো সংঘাত এবং সংহারের। পরিণামে হযরত আবু বকর ছাড়া বাকি রাসুলের অন্যতম প্রধান তিন সহচর খুন হয়ে গেলেন তাদের খিলাফতের এক পর্যায়ে। তাদের অন্তর্ধানের পর ইসলাম রাসুলের দেওয়া সার্বজনীন রুপ হারিয়ে বসলো। ইসলামে গণতন্ত্রের নামে প্রতিষ্ঠিত হল বহুধা বিভক্ত এক আচারসর্বস্ব ধর্মীয় মতবাদের। রাসুলের দেওয়া ধর্মের যে একটি অখন্ড চিত্র ছিল তার মাঝে ফাটল ধরলো। ক্ষীণ এবং দূর্বল হয়ে গেল ধর্মের বাণীগুলো।

রাসুল ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, তার অন্তর্ধানের ৩০ বছর পর্যন্ত তাঁর দেওয়া ধর্ম মূল অবস্থায় থাকবে। মহানবী পরলোকে যান ৬৩২ খৃস্টাব্দে। খেলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলের পরিসমাপ্তি হয় ৬৬১ খৃস্টাব্দে যখন হযরত আলী (রাঃ) খারেজি সম্প্রদায়ের আবদুর রহমানের বিষাক্ত তরবারির আঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। এতে করে মহানবী প্রবর্তিত ইসলামের অক্ষত, অবিকৃত ও নিখুঁত যুগ চিরনির্বাণ লাভ করলো। আরম্ভ হলো ইসলামের ক্ষতবিক্ষত যুগ। উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়ার হাতে মহানবীর প্রবর্তিত সত্যিকারের ইসলাম সমাধিস্থ হলো। হারিয়ে গেল মহানবীর প্রদর্শিত গণতান্ত্রিক এবং ঐশী বিধানের সমন্বয়ের ধারা। শাসকদের বিলাসিতায় ভেসে যাওয়ার প্রবণতা, হারিয়ে গেল মানবতাবাদ । ইসলাম ধর্মের প্রায় সকল সৎ গুণগুলো সমাধিস্থ হতে থাকলো একে একে।

ঐতিহাসিক হিট্টি তার আরব জাতির ইতিহাস গ্রন্থে বলেছেন, "ইসলামের যুগান্ত সৃষ্টি হয়েছিল মুহাম্মদের (সাঃ) প্রেরণা পেয়ে এবং আল-মদিনার মতো পবিত্রস্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত এই বিশাল ইসলামি সাম্রাজ্য শেষ পর্যন্ত সিংহাসন দখলের দাবিদারদের অন্তর্দ্বন্দ্বে দীর্ণ হয়ে পড়লো।"

মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘাতের সূচনা হয় হযরত উসমানের সময় থেকে। উসমান ছিলেন পবিত্র মনমানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি। তবে তিনি তার উমাইয়া গোত্রের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেননি। এই ব্যাপারে বাঁধা দেওয়ার মতো দৃঢ়তা তার ছিল না। হযরত যখন মক্কা বিজয় করেন সে সময় ১০

www.nagorikpathagar.org

জনের নাম আইন বহির্ভূত বলে ঘোষণা করেন। তার মধ্যে উসমানের ভাই আল-ওয়ালিদ ইব্‌ন-উকবাহ মুহাম্মদ (সঃ)-এর মুখে থু থু ছিটিয়েছিল এবং পরবর্তীরা তাকে দোষারোপ করেছেন। অথচ উসমান তাকেই উমাইয়া গোত্রের স্বজনদের চাপে আল-কুফার প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেন। স্বজনপ্রীতির অভিযোগ ক্রমেই বাড়তে থাকে। হযরত আলী (রাঃ)-কে খিলাফত প্রদানের পক্ষে ছিল কুফার অধিবাসীরা, তারা বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহীরা শহরের একটি বাড়িতে খলিফা উসমান (রাঃ)-কে আটকে রাখে এবং পরে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর পুত্র মুহাম্মদ বিন আবু বকর তাঁকে হত্যা করেন। তখন তিনি কোরআন পাঠরত অবস্থায় ছিলেন। তার হত্যার পিছনে হযরত আলী (রাঃ)-কে অভিযুক্ত করা হয়। কিন্তু হযরত আলী (রাঃ)-এ ব্যাপারে যা বলেছেন তা নাহাজুল বালাগা বইটিতে পাওয়া যায়।

"হযরত উসমান (রাঃ)-এর হত্যাকান্ড সম্পর্কে প্রকৃত সত্য প্রকাশ করে আমিরুল মোমেনিন (আঃ) বলেন ঃ "আমি যদি তাকে হত্যার নির্দেশ দিতাম তা হলে আমিই তার হত্যাকারী হতাম। আর হত্যাকারীদের যদি তাকে হত্যার হাত থেকে বিরত রাখতে পারতাম তা হলে আমি হতাম তার সাহায্যকারী। আমি তোমাদের সামনে এই বিষয়টি তুলে ধরছি। তিনি সম্পদ আত্মসাৎ করে খারাপ কাজ করেছেন। তুমি এর প্রতিবাদ করেছ এবং যা করেছো অতিরিক্ত করেছো। আল্লাহ্ আত্মসাৎকারী এবং প্রতিবাদকারীর মধ্যে সঠিক বিচার করে থাকেন।"

"রাসুলের একজন ঘনিষ্ঠ ও উচ্চ মর্যাদাশীল খলিফার নিপীড়ন, অতিরিক্ত অসৎ কাজ আরব উপজাতিদের মধ্যে ঘৃণা ও ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল। প্রত্যেকেই তার ঔদ্ধত্ব ও ভুল পদক্ষেপের কারণে তার উপর ক্ষুব্ধ ছিল। আবু জার লাঞ্ছনা অসম্মানের কারণে বনি গিফার ও তার সহযোগী উপজাতিয়রা তামর বিন ইয়াসির বনি মাখযম-এর পাঁজর ভেঙ্গে ফেলায় তার সহযোগীরা বনি জোহরা এবং মুহাম্মদ বিন আবু বকরের হত্যার পরিকল্পনার জন্য বনি তাইয়েমদের মনে ক্রোধের আগুন ছিল। অন্য নগরের মুসলমানরা তার (উসমান) সম্পদ কুক্ষিগতকারী অফিসারদের বিলাসিতা ও স্বেচ্ছাচারিতার জন্য ক্ষুব্ধ ছিল। কেন্দ্র থেকে শাস্তি পাওয়ার ভয় অথবা তদন্তের কোন ভয় তাদের ছিলনা। নিপীড়নের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া এবং তাদের ব্যাথা-বেদনার কথা শোনার কেউ ছিল না। এতে করে বিদ্বেষের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলছিল। কিন্তু তাদের শান্ত করার কেউ ছিল না। রাসুলের সাহাবীরাও তার আচরণে দুর্বল হয়ে পড়েন, কারণ তারা দেখছিলেন যে, শান্তি বিনষ্ট হয় প্রশাসন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং ইসলামিক বিধান সমূহের পরিবর্তন সাধিত হয়। গরীব ও ভুখা-নাঙ্গারা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছিল। অপরদিকে বনি উমাইয়ারা সম্পদের পাহাড় গড়ছিল। খিলাফত উদর পূর্তি ও সম্পদের পাহাড় গড়ার হাতিয়ার হয়ে পড়েছিল। দৃশ্যত তারা তাকে হত্যার লক্ষ্যে ধীরে চলো নীতি গ্রহণ করেনি। কুফা, বসরা ও মিসর থেকে মদিনায় সংগৃহীত চিঠি পত্র ও বার্তায় মদিনার লোকজনের আচরণ লক্ষ্য করে উসমান মুয়াবিয়াকে নিম্নোক্ত চিঠিটি লেখেন ঃ

www.nagorikpathagar.org

"অতএব এখন নিশ্চিতভাবেই মদিনার মানুষ ধর্মের বিরুদ্ধে ঘুরে গেছে। তারা আনুগত্যের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে এবং তারা আনুগত্যের শপথ ভঙ্গ করেছে। সুতরাং আপনি আমার জন্য সিরিয়ার কর্মচঞ্চল যোদ্ধা এবং কিছু সবল ঘোড়া প্রেরণ করুন।"

এই চিঠি পাওয়ার পর মুয়াবিয়া কর্তৃক গৃহীত কর্মপন্থায় রাসুলের সাহাবীদের অবস্থা প্রতিফলিত হয়েছিল। ঐতিহাসিক তাবারি এরপর লিখছেন :-

"চিঠিটি মুয়াবিয়ার নিকট পৌঁছার পর সাহাবীদের অশক্ততা সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও তিনি সরাসরি তাদের বিরোধিতাকে ক্ষতিকর বলে বিবেচনা করেন।" এ কারণে বলা যায় উসমানের (রাঃ) হত্যাকান্ড ছিল সময়ের আগ্রহ ও অস্থায়ী উপলব্ধি থেকে যা সশস্ত্র রূপ নেয়। তার বিরোধিতাকারীদের সকল উৎসসমূহের ভিত্তি ছিল মদিনায়। কিন্তু এসব ব্যাপারে উসমান (রাঃ)-এর কোন মাথাব্যাথা ছিল না। বিরোধীদের লক্ষ্য ছিল শুধুমাত্র অবস্থার পরিবর্তন, হত্যা অথবা রক্তপাত ঘটানোর কোন উদ্দেশ্য তাদের ছিল না। তাদের অভিযোগ শোনা হলে এই রক্তপাতের প্রশ্নই উঠতো না। উসমানের পালিত ভাই (একই মায়ের স্তন পানকারী) আবদুল্লাহ বিন সাদ বিন আবু সারাহর বাড়াবাড়ি ও নিপীড়নের কারণে মিসরের লোকজন মদিনা অভিমুখে অগ্রসর হয়ে নগরের উপকণ্ঠে জি খাসাব উপত্যকায় শিবির ফেলে। তারা জনৈক পত্রবাহকের মাধ্যমে উসমান (রাঃ)-এর নিকট নির্যাতন বন্ধের এবং ভবিষ্যতে এর পুনরাবৃত্তি না করার দাবি জানিয়ে একটি চিঠি পাঠায়। কিন্তু উসমান (রাঃ) এই চিঠির উত্তর না দিয়ে তাদের দাবির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। এর ফলে লোকজন শহরে প্রবেশ করে এবং উসমানের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। অপরদিকে কুফা ও বসরা থেকে অনেক লোক তাদের অভিযোগ নিয়ে পূর্ববর্তী লোকজনের সঙ্গে মিলিত হয়। তারা মদিনার লোকজনের সহায়তায় সামনে অগ্রসর হয় এবং উসমানকে তার বাসভবনে অবরুদ্ধ করে। অবশ্য তার মসজিদে যাওয়া আসায় কোন বাধা দেওয়া হয়নি। কিন্তু শুক্রবার জুমার নামাযের খুৎবায় তিনি এসব লোকের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় তিরস্কার, এমনকি তাদের অভিযুক্ত করেন। এতে লোকজন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এবং তার প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করতে থাকে। ফলে তিনি টাল সামলাতে না পেরে মিম্বর থেকে পড়ে যান এবং কিছুদিন পর তার মসজিদে যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হয়।

পরিস্থিতির অবনতি দেখে উসমান আমিরুল মোমেনিনকে (আলী রাঃ) মিনতি করে তিনি যে ভাবে ভালো মনে করেন তাকে উদ্ধারের এমন একটি পথ বের করার জন্য অনুরোধ করলেন। আমিরুল মোমেনিন বললেন, "তাদের দাবিসমূহ যুক্তিসঙ্গত হওয়া সত্ত্বেও আমি কোন শর্তে তাদের অবস্থান ছেড়ে চলে যেতে বলতে পারি? উসমান বললেন, "আমি এ ব্যাপারে আপনাকে ক্ষমতা প্রদান করছি। আপনি তাদের সঙ্গে যে শর্তেই কথা বলতে চান আমি তাই মেনে নেব।" সুতরাং আমিরুল মোমেনিন মিসরীয়দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কথা বললেন। তারা দাবি করলেন সকল

www.nagorikpathagar.org

নির্যাতনমূলক কাজ বন্ধ এবং ইবনে আবি সারাহকে অপসারণ করে মুহাম্মদ বিন আবু বকরকে গভর্ণর করতে হবে। আমিরুল মোমেনিন ফিরে এসে উসমানের কাছে তাদের দাবিনামার কথা জানালেন এবং উসমান নির্দ্বিধায় এসব মেনে নিয়ে বললেন যে, এসব দাবি পূরণে বেশ সময়ের প্রয়োজন। আমিরুল মোমেনিন উল্লেখ করলেন, মদিনার সাথে সম্পর্কিত বিষয়টি নিয়ে দেরি করার কোন হেতু নেই। যা হোক অন্য স্থানের জন্য খলিফার বার্তা পৌছতে যে সময় লাগবে তা দেওয়া যেতে পারে। উসমান মদিনার জন্যও তিন দিনের সময় প্রয়োজন বলে পীড়াপীড়ি শুরু করলেন। মিসরীয়দের সঙ্গে আলোচনা শেষে আমিরুল মোমেনিন রাজি হলেন এবং সকল দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। পরে তারা তার সিদ্ধান্ত মেনে নিল। কিছু সংখ্যক লোক মুহাম্মদ বিন আবু বকরসহ মিসরে ফিরে গেল। অপরদিকে কিছু লোক জি খাসাব উপত্যকায় ফিরে গিয়ে অবস্থান করতে লাগল। আর এভাবেই বিষয়টির নিষ্পত্তি ঘটলো। এ ঘটনার দ্বিতীয় দিন মারওয়ান উসমানকে জানালেন, এটা খুবই ভালো কথা যে, এই লোকেরা চলে গেছে। কিন্তু ভবিষ্যতে অন্য নগরী থেকে লোক আসা বন্ধ করার জন্য আপনি একটি বিবৃতি দিতে পারেন। যাতে উল্লেখ থাকবে যে, মদিনায় কিছু দায়িত্বহীন কথা বার্তা শুনে কিছু লোক সমবেত হয়েছিল। তারা যখন শুনবে যে, তারা যা যা শুনেছে তা সঠিক নয় তখন তারা সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরে যাবে। উসমান এ ধরণের একটি নির্জলা মিথ্যা কথা বলতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু মারওয়ানের বারবার একই কথার পুনরাবৃত্তির ফলে তিনি এতে সম্মত হন এবং পবিত্র মসজিদে নববীতে বলেন ঃ

"এই মিসরীয়রা তাদের খলিফা সম্পর্কে কিছু খবর পেয়ে এসেছিল। যখন তারা শুনলো সবকিছুই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন তখন তারা তাদের শহরে ফিরে গেছে। একথা বলার সাথে সাথে মসজিদে সোরগোল ওঠে এবং লোকজন উসমানকে উদ্দেশ্য করে বলতে থাকে পুনরাবৃত্তি বন্ধ করুন এবং আল্লাহকে ভয় করুন ঃ আপনি কেন মিথ্যা কথা বলছেন?" উসমান এ মন্তব্য শুনে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েন এবং তার কথার পুনরাবৃত্তি করেন। তাৎক্ষণিকভাবে তিনি কাবার দিকে ঘুরে দাড়িয়ে আল্লাহর দরবারে বিলাপ করতে করতে গৃহাভিমুখে গমন করলেন।

সম্ভবত এ ঘটনার পরই আমিরুল মোমেনিন উসমানকে পরামর্শ দিলেন যে, "আপনার উচিত প্রকাশ্যে আপনার অতীতের ভুলভ্রান্তি সম্পর্কে বক্তব্য রাখা। এর ফলে এই বিক্ষোভ দমন সম্ভব হবে, অন্যথায় আগামীকাল আবার অন্য জায়গার লোক আসবে এবং আপনি আবার আমার গলা জড়িয়ে ধরে তাদের হাত থেকে পরিত্রাণের কথা বলবেন।" এর পরপরই তিনি মসজিদে নববীতে একটি ভাষণ দেন এবং তার ভুলসমূহের কথা স্বীকার করেন এবং ভবিষ্যতে সতর্ক থাকার কথা উল্লেখ করেন। তিনি জনতাকে জানান যে, তিনি মিম্বর থেকে অবতরণের পর তাদের প্রতিনিধিবৃন্দ যেন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তখন তিনি তাদের ক্ষোভ দূর ও দাবিসমূহ পূরণ করবেন। এ কথা শুনে জনতা গৃহীত পদক্ষেপকে অভিনন্দিত

www.nagorikpathagar.org

করলো এবং অশ্রুসজল নয়নে তারা মন থেকে বাজে চিন্তা ঝেড়ে ফেলল। পরে খলিফা বাসগৃহে পৌছলে মারওয়ান কিছু বলার জন্য অনুমতি চাইলো। কিন্তু উসমানের পত্নী নায়েলা হস্তক্ষেপ করলেন। তিনি মারওয়ানের দিকে ফিরে বললেন, "আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি চুপ করুন। আপনি এমন কিছু বলবেন যা তার মৃত্যু ডেকে আনবে।" মারওয়ান তার কথাকে অত্যন্ত খারাপভাবে নিল এবং কড়া ভাষায় বললো, "এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার আপনার নেই। আপনি সেই ব্যক্তির কন্যা যিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত গোসল করতে জানতেন না।" নায়েলা রাগত স্বরে উত্তর দিলেন, "আপনি ভুল করছেন এবং মিথ্যে অপবাদ দিচ্ছেন। আমার পিতা সম্পর্কে কোন কিছু বলার আগে আপনার পিতার কীর্তির দিকে একটু নজর দিন। সেই বৃদ্ধ লোকটির কথা বিবেচনা করে আমি যদি সামান্য কিছুও বলি তা হলে মানুষ ভয়ে কেঁপে উঠবে। তবে আমার প্রতিটি কথাই তার সত্যতা প্রমাণ করবে।" উভয়ের বাদানুবাদ দীর্ঘায়িত হওয়ায় উসমান তাদের থামিয়ে দিয়ে মারওয়ানের কাছে তার মনের ইচ্ছা কি জানতে চাইলেন। মারওয়ান বললেন, "আপনি মসজিদে কি বলেছেন, এবং কি অনুতাপ প্রকাশ করেছেন? আমার মতে অন্যায় কাজের প্রতি কঠোর হওয়া এই অনুতাপ করার চাইতে হাজার গুণে ভালো। কারণ অন্যায় কাজ বেড়েই চলবে এবং অনুতাপ প্রকাশের সুযোগ সব সময়ই থাকবে। শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অনুতাপ প্রকাশ অনুতাপ নয়। আপনার যা বলার বলেছেন, কিন্তু দেখুন আপনার উন্মুক্ত ঘোষণার ফল, আপনার বাড়ির দরজায় এখন জনতার ভিড়। এখন তাদের সামনে যান এবং তাদের দাবি পূরণ করুন। তারপর উসমান বললেন উত্তম, আমি যা বলার বলেছি। তুমি এখন এই লোকদের সঙ্গে কথা বল। এদের সঙ্গে কথা বলার ক্ষমতা আমার নেই, একথা বলে মারওয়ান বাইরে এসে জনতার উদ্দেশ্যে বললো তারা কেন এখানে সমবেত হয়েছে? তোমাদের উদ্দেশ্য কি হামলা চালিয়ে সবকিছু তছনছ করার? মনে রেখো এত সহজে তোমরা আমাদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে পারবে না। তোমাদের মন থেকে আমাদের পরাভূত করার ধারণা ঝেড়ে ফেল। আমাদের কেউ পরাভূত করতে পারবে না। তোমাদের কালোমুখ নিয়ে এখান থেকে ফিরে যাও। আল্লাহর ঘৃণা ও অপমান তোমাদের প্রাপ্য হোক।"

জনতা মারওয়ানের এই কথা শুনে প্রচন্ড রোষে ফেটে পড়ে এবং সরাসরি আমিরুল মোমিনিনের নিকট গিয়ে সম্পূর্ণ ঘটনাটি জানায়। তাদের কথা শুনে আমিরুল মোমেনিন হতবাক হয়ে উসমানের কাছে যান এবং বলেন, "আপনি মুসলমানদের সাথে কেমন খারাপ আচরণ করলেন?

আপনি একজন অবিশ্বাসী ও চরিত্রহীন লোকের উপর নির্ভর করে আপনার সকল প্রজ্ঞা বিসর্জন দিয়েছেন। অন্তত আপনার নিজস্ব অঙ্গীকারের প্রতি সম্মান ও বিবেচনা করা উচিত ছিল। আপনি এখন মারওয়ানকে অবলম্বন করে নিজের চোখ বন্ধ করে রেখেছেন। মনে রাখবেন, সে আপনাকে এমন অন্ধকার কূপে নিক্ষেপ করবে যেখান থেকে আপনি আর বেরিয়ে আসতে পারবেন না। আপনি মারওয়ানের বাহক জন্তুতে

www.nagorikpathagar.org

পরিণত হয়েছেন, যাতে সে আপনার উপর সওয়ার হতে পারে এবং তার যেমন ইচ্ছা সেভাবে ভুল পথে আপনাকে পরিচালিত করবে। ভবিষ্যতে আমি আপনার বিষয়ে আর কখনো হস্তক্ষেপ করবো না অথবা মানুষকেও কিছু বলবো না। এখন আপনিই আপনার বিষয় দেখুন। আমিরুল মোমিনিন এসব বলে চলে গেলে নায়েলা সুযোগ পেয়ে উসমানকে বললেন, "আমি কি আপনাকে মারওয়ানের খপ্পর থেকে বেরিয়ে আসতে বলিনি, তা না হলে সে আপনার উপর এমন বোঝা চাপিয়ে দেবে যে, তা সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আর নামানো যাবে না। আলীকে রাজি করান, অন্যথায় মনে রাখবেন রাষ্ট্র পরিচালনায় উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা আপনার অথবা মারওয়ান কারো হাতেই থাকবে না।" কথাটি উসমানের মনপূত হওয়ায় তিনি আলীকে আনার জন্য লোক পাঠালেন। কিন্তু আলী আসতে অসম্মতি জানান। উসমান নানা কিছু ভেবে-চিন্তে আলীর বাড়িতে যান। তিনি তার অসহায় অবস্থা এবং একাকিত্বের কথা উল্লেখ করে আলীর কাছে ক্ষমা চান এবং তার সাহায্য কামনা করেন এবং আগের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু আলী তার পূর্বের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, "আপনার পক্ষে কোন দায়িত্ব নেওয়া আমার জন্য সম্ভব নয়।" এ কথা শোনার পর উসমান চলে আসেন এবং আলী (রাঃ)-এর উপর দোষারোপ করে বলেন, "সকল ঘটনার মূলে রয়েছেন আলী।"

এদিকে জনতা লোহিত সাগরের উপকূলে ইলা নামক স্থানে একজন উস্ট্রারোহীকে আটক করে জানতে পারে সে উসমানের দাস, মিসর যাচ্ছে গভর্ণরের কাছে। জনতা বললো, গভর্ণর তাদের সঙ্গে ছিলেন। তখন সে বললো যে, সে ইবনে-আবি-সারেহ-এর কাছে যাচ্ছে। জনতা তাকে তার সঙ্গে কোন চিঠিপত্র আছে কিনা জানতে চাইলে সে অস্বীকার করে। জনতা তার পরিধেয় কাপড়-চোপড় পরীক্ষা করে, কিন্তু কোন কিছু পায় না। এর মধ্যে কিনানা মিন বাশরি নামে একজন বললো, তার পানির পাত্র (চামড়ার তৈরি) তল্লাশি করার জন্য এবং এই পানির পাত্র থেকে সীসার একটি নলের ভেতর থেকে উদ্ধার করা হলো একটি আদেশ নামা। যাতে লেখা ছিল ঃ যখন মুহাম্মদ বিন আবু বকর তার দলবল নিয়ে আপনার কাছে পৌঁছবে তখন ওদের মধ্য থেকে অমুক, অমুককে হত্যা করবেন, অমুক, অমুককে গ্রেফতার করবেন এবং অমুক, অমুককে জেলে পুরবেন, কিন্তু আপনি আপনার পদেই বহাল থাকবেন। জনতা তখন ধৃত উক্ত দাসকে নিয়ে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করলো। তারা উক্ত চিঠিটি নবীর সাহাবীদের সামনে পেশ করলো। চিঠিটি দেখে সবাই হতবাক হয়ে গেলেন এবং উসমানকে দোষারোপ করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর কয়েকজন সাহাবী জনতাকে সঙ্গে নিয়ে উসমানের নিকট গেলেন এবং চিঠিতে কার সীল রয়েছে জানতে চাইলেন। উসমান বললেন, তার সীল। তারা জানতে চাইলেন কার লেখা চিঠিটি। তিনি বললেন, এটা তার সচিবের লেখা। উক্ত দাস কার জানতে চাইলেন তারা। তিনি উত্তর দিলেন তার। আটককৃত উটটি কার? তিনি

www.nagorikpathagar.org

উত্তর দিলেন, সরকারের। তারা জানতে চাইলেন কে দাসকে পাঠিয়েছে? তিনি বললেন, এ সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন না। জনতা বললো, সবকিছুই আপনার কিন্তু আপনি জানেন না কে পাঠিয়েছে। আপনি যদি অসহায় হয়ে থাকেন তবে খিলাফত ছেড়ে দিন। তিনি বললেন, আমার পক্ষে খিলাফত পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়, কারণ আল্লাহ্ আমাকে খলিফা বানিয়েছেন। অবশ্যই আমি অনুতাপ প্রকাশ করবো। জনতা বললো এই অনুতাপের বিষয়টি সেদিনই শেষ হয়ে গেছে যেদিন মারওয়ান আপনার বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে আপনার প্রতিনিধিত্ব করেছে এবং যা করার ছিল তা এই চিঠির মাধ্যমেই করা হয়েছে। আমরা আর প্রতারণার শিকার হতে চাই না। খিলাফত ছেড়ে দিন। আপনি যদি সকল মুসলমানকে সমভাবে বিচার করেন এবং ন্যায়ের পতাকা উর্দ্ধে তুলে ধরেন তবে মারওয়ানকে আমাদের কাছে সোপর্দ করুন। আমরা তার কাছ থেকে জেনে নেই যে, কার শক্তি ও সমর্থনের জোরে সে মুসলমানদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার সুযোগ পেল। কিন্তু খলিফা এ দাবি প্রত্যাখান করলেন এবং মারওয়ানকে হস্তান্তর করতে অস্বীকার করলেন। তখন জনতা বললো যে, চিঠিটি লেখা হয়েছে তারই আদেশে। পরিস্থিতি আবার অশান্ত হয়ে উঠলো। জি খাসাব উপত্যকায় অনুতাপের ফল জানার জন্য অপেক্ষমান জনতা পুনরায় বাঁধ ভাঙ্গা স্রোতের মতো মদিনার রাস্তায় ছড়িয়ে পড়লো এবং উসমানের বাড়ির প্রবেশ পথের চারদিক ঘিরে ফেললো। অবরোধের এই সময়ে রাসুলুল্লাহ্‌র সাহাবা নায়ার বিন আইয়াজ তার বাড়িতে যান কথা বলার জন্য এবং তাকে বলেন, "ও, উসমান আল্লাহর ওয়াস্তে মুসলমানদের রক্তপাতের হাত থেকে রক্ষার জন্য খিলাফত ত্যাগ করুন।" উসমানের একজন লোকের সঙ্গে যখন তার কথা কাটাকাটি হচ্ছিল এমন সময় একটি তীরের আঘাতে নায়ারের মৃত্যু হয়। জনতা খুনিকে তাদের হাতে তুলে দেওয়ার দাবি জানালে উসমান তাতে অস্বীকৃতি জানান। এতে জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এবং তার বাড়ির দরজায় আগুন লাগিয়ে দেয়। তারা বাড়ির ভেতরে প্রবেশের জন্য অগ্রসর হলে মারওয়ান বিন হাকাম, সাঈদ বিন আ'স ও মুগিরা বিন আক্কাস তাদের দলবলসহ জনতার উপর চড়াও হয়ে তাদের হত্যা করতে শুরু করে। জনতা বাড়ির ভেতরে যাওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু তাদের হটিয়ে দেওয়া হয়। ইত্যবসরে উসমানের বাড়ির পার্শ্ববর্তী আমর বিন হাজাম তার বাড়ির দরজা খুলে দিয়ে জনতাকে ঐদিক দিয়ে প্রবেশের জন্য ডাক দেন। ঐ বাড়ির দরজা দিয়ে লোকজন উসমানের বাড়ির ছাদে উঠে এবং সেখান থেকে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে এবং তলোয়ার নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে। এ সময় উসমানের বাড়ির লোকজন ছাড়া তার হিতাকাংখী এবং বনি-উমাইয়ারা বেরিয়ে মদিনার রাস্তায় চলে আসে। কিছু সংখ্যক উম্মে হাবিবার বাড়িতে আশ্রয় নেয়। শেষ পর্যন্ত উসমানকে রক্ষায় নিয়োজিতরা উসমানসহ নিহত হয়।

হযরত উসমান (রাঃ) মৃত্যুর পর সাহাবাগণ হযরত আলী (রাঃ)-কে খলিফা নিযুক্ত করলো। আলীর প্রথম সমস্যা ছিল তাঁর দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর দাবির মীমাংসা করা।

www.nagorikpathagar.org

মক্কাভিত্তিক দলের তালহা এবং আল-জুবাইর ছিলেন তাঁর খিলাফতের অন্যতম দাবিদার। দুজনেরই আল-হিজাজ এবং আল ইরাকে প্রচুর অনুগামী ছিল, যারা আলীকে খলিফা হিসেবে মেনে নিতে নারাজ হন। মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশা, যিনি মুসলমানদের কাছে মায়ের সম্মান পেতেন তিনি উসমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপেক্ষা করেছিলেন। সেই আয়েশাও শেষ পর্যন্ত আল-বসরায় আলী-বিরোধী বিদ্রোহে শামিল হন। অল্প বয়সে আয়েশার বিয়ে হয়। বিয়ের সময় তিনি পিতৃগৃহ (আবু বকর) থেকে প্রচুর পুতুল সঙ্গে করে এনেছিলেন। তিনি আলীকে অপছন্দ করতেন। একটি ঘটনা তাঁর মনে গভীর দাগ কাটে। একবার আয়েশা স্বামীর কাফেলায় যাওয়ার সময় পথিমধ্যে আলস্যে কালক্ষেপণ করেছিলেন। এর ফলে তাঁর সতীত্ব নিয়ে সন্দেহ পোষণ করা হয়। স্বয়ং আল্লাহ প্রত্যাদেশ (সূরাহ্, ২৪ঃ ১১-২০) মারফত হস্তক্ষেপ করে আয়েশার পক্ষ অবলম্বন করেন সেবার। আল-বসরার উপকণ্ঠে ৬৫৬ খৃস্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর আলী তাঁর বিদ্রোহীদের মুখোমুখি হয়ে ইতিহাসখ্যাত 'উটের যুদ্ধে' তাদের পরাস্ত করেন। ওই যুদ্ধের সময় আয়েশা একটি উটের পিঠে বসে বিদ্রোহী বাহিনীর শৃঙ্খলা রক্ষা করেছিলেন। যাই হোক, আলীর দুই প্রতিদ্বন্দ্বীই পরাস্ত হন এবং মৃত্যুবরণ করেন। আলি কিন্তু তাঁদের জন্য যথার্থ শোকজ্ঞাপন করে সম্মানের সঙ্গে তাঁদের সমাহিত করেন। আয়েশাকে বন্দি করা হয়। বন্দি করা হলেও তাঁর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা হয়। তাঁকে মুসলমান সমাজের 'প্রথম মহিলার' সম্মানই দেন আলী। যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে আয়েশাকে মদিনায় ফেরত পাঠানো হয়। এভাবে মুসলমান বনাম মুসলমানদের প্রথম যুদ্ধের অবসান হয়। যে রাজ্যে বংশগত লড়াই বারেবারে ইসলামের ভিত নাড়িয়ে দেয় এবং তার সূত্রপাত হয় এই ভাবেই।

যুদ্ধ জয়ের পর হযরত আলী (কঃ) নতুন রাজধানী আল-কূফা থেকে শাসন পরিচালনা শুরু করেন। প্রথমেই তিনি পূর্বসূরিদের নিযুক্ত অধিকাংশ প্রাদেশিক রাজ্যপালকেই সরিয়ে দেন। তাঁদের সরিয়ে শূন্যপদে বসান অনুগতদের। বাকিদের থেকে তিনি পূর্ণ আনুগত্য দাবি করেন। এমনই এক রাজ্যপাল ছিলেন মুয়াবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান। তিনি সিরিয়ার রাজ্যপাল ছিলেন। তাঁর সঙ্গে প্রাক্তন খলিফা উসমানের আত্মীয়তা ছিল। আলী তাঁকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেন। তখন মুয়াবিয়া বিদ্রোহী হয়ে নিহত খলিফা উসমানের হত্যার প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হলেন। মুয়াবিয়া দামাস্কাস মসজিদে সর্বসমক্ষে প্রদর্শন করেন খুন হওয়া প্রাক্তন খলিফা উসমানের রক্তমাখা জামা-কাপড় এবং বাধা দিতে আসা তাঁর স্ত্রী নায়েলার কর্তিত আঙুল। এই পদ্ধতি এবং বাগ্মিতা দ্বারা তিনি মুসলমান আবেগকে কাজে লাগাতে সচেষ্ট হলেন। এবার খলিফা আলীকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জ্ঞাপনে অসম্মত হন মুয়াবিয়া। তিনি আলীকে কোণঠাসা করতে এক উভয়-সংকট প্রস্তাব তোলেন ঃ পয়গম্বরের উত্তরসূরিদের যারা হত্যা করেছে সেই গুপ্তঘাতকদের হাজির করুন অথবা দুষ্কর্মে সহযোগিতার দায়ভাগ স্বীকার করে নিন–যার অর্থই হলো খিলাফতের

www.nagorikpathagar.org

অযোগ্য বলে বিবেচিত হওয়া। আলীর সঙ্গে তাঁর বিরোধের কারণ অনেকটাই ছিল ব্যক্তিগত, পারিবারিক। মূল প্রশ্নটি ছিল এই যে, ইসলামী সাম্রাজ্যে নিয়ামকের ভূমিকা পালন করবে কোন প্রদেশ আল-কুফা, দামাস্কাস, আল-ইরাক না সিরিয়া? ৬৫৬ খৃস্টাব্দে আলী খলিফা হয়েই আল-মদিনা ছেড়ে চলে যান। তিনি কখনও আর মদিনা সফরেও আসেননি। স্বভাবতই আল-মদিনা ইতিমধ্যেই এই নিয়ামক ভূমিকায় আসার প্রতিদ্বন্দ্বীতার বাইরে ছিটকে পড়েছিল। পরে সুদূরপ্রসারি বিজয় অভিযানের পরিণতিতে সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যের ভরকেন্দ্র হয়ে পড়ে উত্তরাঞ্চল।

ইউফ্রেটিসের পশ্চিম তীরে আল-রাক্কার দক্ষিণ দিকে সিফফিন সমভূমিতে শেষ পর্যন্ত মুয়াবিয়া এবং আলীর অনুগামী সৈন্যবাহিনী মুখোমুখি হলো। আলীর সৈন্যদলে ৫০ হাজার ইরাকি ছিল। অন্যদিকে মুয়াবিয়ার সৈন্যদলে সিরিয়ার লোকই বেশি ছিল। যুদ্ধ তেমন ভয়াবহ হয়নি। কারণ কোন পক্ষই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি দেখতে আগ্রহী ছিল না। স্রেফ কয়েক সপ্তাহের খণ্ডযুদ্ধ হলো। পরে ৬৫৭ খিস্টাব্দের ২৮ জুলাই চূড়ান্ত যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মালিক আল-আশতার-এর নেতৃত্বে আলীর সৈন্যবাহিনী প্রায় জয় হাতের মুঠোয় এনেছিলেন। এমন সময় যুদ্ধ বন্ধ করতে মুয়াবিয়ার সৈন্যবাহিনীর চতুর সেনানায়ক আমর-ইবন-আল-আস কূট কৌশলের পথ নিলেন। হঠাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা গেল, সৈন্যরা বল্লমের ফলায় পবিত্র কোরআন ঝুলিয়ে উঁচুতে তা তুলে ধরে চলেছে। অর্থাৎ হাবেভাবে বোঝাতে চাওয়া হলো যে, কোরআন-এর সিদ্ধান্তকেই তারা উর্দ্ধে তুলে ধরেছে। এতেই দুপক্ষের বিদ্বেষ মুছে গেল আচমকা। সরল হৃদয়ের আলী মীমংসায় রাজি হয়ে গেলেন মুয়াবিয়ার সঙ্গে। দুই বাহিনীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘাতের অবসান হলো। ঠিক হলো, মিমাংসা হবে আল্লাহ্‌র কথা মেনে, তাতে যা ফল হয় হবে।

আপসসূত্র অনুযায়ী খলিফা তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিনিধি আবু-মূসা-আল-আশআরিকে নিযুক্ত করলেন। এই লোকটি ছিলেন সন্দেহাতীতভাবে ধার্মিক। কিন্তু আলীর প্রতি তাঁর আনুগত্য ছিল নাতিশীতোষ্ণ। মুয়াবিয়া এই কাজে নিযুক্ত করলেন আমর ইব্‌ন-আল আস্‌কে। তাঁকে সমগ্র আরব দুনিয়ার মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিভাবান বলে অভিহিত করা হয়। এরপর দুই পক্ষের দুই মীমাংসা বা-মধ্যস্থতাকারী (এক বচনে, হাকাম) লিখিত তথ্য সহযোগে কাজে নেমে পড়লেন। দুপক্ষেই ছিল অন্তত ৪০০ জন করে সাক্ষী। দুই 'হাকাম' জনসমাবেশ ডাকলেন। আল-মদিনা এবং দামাস্কাসের মাঝে আযরুহ্‌ নামক জায়গায় এই জনসমাবেশ হয়।

এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে ঠিক কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তা জানা যায়নি। নানা সূত্র থেকে নানারকম তথ্য পাওয়া যায়। একটি সূত্র থেকে জানা যায়, দুই মিমাংসক বা মধ্যস্থতাকারী (হাকাম) উভয়কেই পদচ্যুত করতে আপসে সম্মত হলো। এভাবে তাঁরা এমন একজনের প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করলেন, যার গুণাগুণ সম্পর্কে তাঁরাই অন্ধকারে ছিলেন। এরপর দুই হাকামের মধ্যে বয়োজেষ্ঠ্য আবু-মূসা সম্মেলনে উঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎ ঘোষণা করলেন যে, তাঁর প্রভুর সিংহাসনে বসার অধিকারই নেই।

www.nagorikpathagar.org

মুয়াবিয়ার প্রতিনিধি কিন্তু তা করেননি। তিনি প্রভুর স্বপক্ষে রায় দেন। এই নিয়ে পিয়ার ল্যামেনস এবং তাঁর আগে ওয়েলহাউসেন যে গবেষণা করেন তাতে দেখা গেছে, ওই সময়কার ইতিহাসের অধিকাংশ তথ্যই পাওয়া গেছে ইরাকি ঐতিহাসিকদের কাছ থেকে। এই ঘরানা আব্বাসিয় রাজবংশের আমলে বিকশিত হয়। আর আব্বাস বংশীয়রা ছিলেন উমাইয়াদের আজীবন শত্রু। যাই হোক, সেই ঘটনায় আলীই যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন, তা বলাই বাহুল্য। পদচ্যুত হলেও মুয়াবিয়া তো খলিফাই ছিলেন না। তিনি একটি অংশের রাজ্যপাল মাত্র ছিলেন। কিন্তু হযরত আলীর (রাঃ)-এর মতো খলিফার সঙ্গে তাঁর নিষ্পত্তি হওয়ায় তাঁর সম্মান বেড়ে হযরত আলীর (রাঃ)-এর সমান হয়ে উঠলো। পাশাপাশি হযরত আলীর (রাঃ) মর্যাদা কিছুটা ক্ষুন্ন হলো। শেষ পর্যন্ত রফাকারী বা হাকামরা যে রায় দিলেন তাতে হযরত আলী (আঃ) প্রকৃত ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হলেন এবং মুয়াবিয়া যে আকাশকুসুম দাবি করেছিলেন তাও নস্যাৎ হয়ে গেল। ৬৬১ খৃস্টাব্দে হযরত আলীর (আঃ)-এর মৃত্যু হয়। অর্থাৎ এই আপসের নামে প্রহসনলীলার দুবছর পর। এরপরই মুয়াবিয়ার সিংহাসন যথাযথ স্বীকৃতি পেল।

হযরত আলী (রাঃ)-এর শহীদ হওয়ার পর খিলাফত পেল হযরত ইমাম হাসান (রাঃ)। ইমাম হাসান (রাঃ) এর সাথেও মুয়াবিয়ার যুদ্ধ আসন্ন দেখে এবং মানুষের রক্তপাত হতে রক্ষার জন্য শর্তের মাধ্যমে ইমাম হাসান (রাঃ) মুয়াবিয়ার হাতে খিলাফত ছেড়ে দিলেন। শর্ত ছিল মুয়াবিয়ার পর খিলাফত পাবে ইমাম হাসান (আঃ)। আর ইমাম হাসান (রাঃ) জীবিত না থাকলে পাবে ইমাম হোসাইন (রাঃ)। কাজেই এবার খিলাফত পুরাপুরি চলে গেল মুয়াবিয়ার হাতে। এভাবেই উমাইয়া বংশ সূক্ষ্ম কারসাজি করে ইসলামের কর্ণধার সেজেছে। আবু সুফিয়ানের একটি ঘটনা হতেও তা প্রতীয়মান হয়। ঘটনাটি হল- হযরত উসমান (রাঃ) খিলাফত প্রাপ্ত হলে, উমাইয়া নেতাগণ একে একে খলিফার গৃহে অভ্যর্থনা জানাতে অগ্রসর হচ্ছিলেন। আবু সুফিয়ান তখন অন্ধ ছিল বিধায় অন্যজনের সাহায্যে খলিফার ঘরের দিকে অগ্রসর হুচ্ছো। পথিমধ্যে সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করলো– "তোমাদের মধ্যে বনি উমাইয়া ছাড়া অন্য কেউ নেই তো?" অন্য কেউ নেই বলা হলে আবু সুফিয়ান সঙ্গীদের উদ্দেশ্য করে বললো ঃ–

"দেখ, বহু কষ্টে ও সাধনার পর ক্ষমতা আমাদের হাতে এসেছে, এটাকে বলের ন্যায় বনি উমাইয়ার এক হাত থেকে অন্য হাতে রাখতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে এটা (খিলাফত) যেন, আর কোনদিন বনি হাশিমিদের ঘরে ফিরে না যায়।"

হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) হতে খিলাফত জবরদখল করে নিয়ে মুয়াবিয়া রাজতন্ত্র গঠন করলো এবং রাজতন্ত্র কণ্টকমুক্ত করার জন্য ইমাম হাসান (রাঃ)-কে তারই স্ত্রীর মাধ্যমে বিষ প্রয়োগ করা হয় এবং তিনি শহীদ হয়ে যান। পাঁচ বার বিষ প্রয়োগ করে ব্যর্থ হয়ে ছয় বারের মাথায় কৃতকার্য হয়। শেষ কৌশল ইমাম হাসানের স্ত্রীর মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয়। ইমাম হাসান (আঃ)-এর শেষ ইচ্ছা ছিল, রাসুল

www.nagorikpathagar.org

পাক (সাঃ)-এর রওজার পাশে চিরশায়িত হওয়ার। কিন্তু মুয়াবিয়ার নির্দেশ মোতাবেকেই বাঁধা দিলো মারওয়ান। ইমাম হাসানের লাশ মসজিদে নববীর পাশে আনিত হলে মারওয়ানের হুকুমে লাশ মোবারকের উপর তীর নিক্ষিপ্ত হয় এবং সেখানে দাফন করতে দেওয়া হলো না, দাফন হলো জান্নাতুল বাকি কবরস্থানে। এখন শুধু ইমাম হোসেন (রাঃ) রইলেন মুয়াবিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে। তার পর মুয়াবিয়া তার লম্পট পুত্র ইয়াজিদকে খলিফা ঘোষণা করল ৫০ হিজরিতে। ইয়াজিদের জন্য সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে বায়তুল মালের ধন সম্পদ উজাড় করে দিলো। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-কে ১ লাখ দিরহাম ঘুষ দিয়ে হাত করার চেষ্টা করা হলো। কিন্তু তিনি সরাসরি তা গ্রহণ করতে ও ইয়াজিদের হাতে বায়াত গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। পরে মুয়াবিয়া স্বয়ং মদিনায় এসে হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর ও আঃ রহমান বিন আবু বকর (রাঃ)-কে বশে আনার ব্যর্থ চেষ্টা করে এবং অনেক প্রলোভন দেখায়। ব্যর্থ হয়ে অবশেষে উক্ত চারজনকে অস্ত্রের মুখে মসজিদে নববীতে নিয়ে তাদের নামে মিথ্যা ভাষণ দিয়ে বায়াত গ্রহণের চেষ্টা করে। ইয়াজিদের পিতা মুয়াবিয়াই ৪১ হিজরিতে জুমআর নামাযের খুৎবায় আহলে বায়েতের প্রতি গালি দেওয়ার রীতি প্রবর্তন করেন। ৭০ হাজারেরও বেশি মসজিদে জুমআর নামাযের খুৎবায় হযরত আলী এবং তাঁর পবিত্র বংশধরদের গালিগালাজ ও অভিসম্পাত প্রদান করা হতো। আদেশনামা ছিল ঃ- "খোদার কসম; কখনো আলীকে গালি দেওয়া ও অভিসম্পাত দেওয়া বন্ধ হবে না, যতদিন শিশুগণ যুবকে এবং যুবকরা বৃদ্ধে পরিণত না হয়। তামাম দুনিয়ার আলীর ফজিলত বর্ণনাকারী আর কেউ থাকবে না।"

তারপর মুয়াবিয়া তার সব প্রদেশের গভর্ণরদের উপর এ নির্দেশ জারি করেন যে, ঃ- "সকল মসজিদের খতিবগণ মিম্বর হতে আলীর উপর অভিসম্পাত দেওয়াকে যেন তাদের দায়িত্ব বলে মনে করেন।"

হযরত ওমর বিন আঃ আজিজ (রাঃ) এসে যখন এ জঘন্য পাপ প্রথা রহিত করেন তখন চারিদিকে উমাইয়াদের থেকে রব উঠলো যে, ওমর বিন আঃ আজিজ উমাইয়া বংশের সুন্নত তরক করে দিলেন। তার এ কাজের জন্য উমাইয়াগণ তাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে। আহলে বায়েতের প্রতি গালি ও অভিসম্পাত দেওয়ার প্রথা চলেছিল ৮৩ বছর ৪ মাস পর্যন্ত। অথচ রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন- "যে আলীকে গালি দেয়, সে যেন আমাকে গালি দেয়।"

যে সব হাদিসে হযরত আলী (রাঃ)-এর প্রশংসা ছিল, সেগুলো বিকৃত করে সে সব হাদিসে মুয়াবিয়ার নাম ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। তারপর মুয়াবিয়ার নামে নতুন নতুন হাদিস রচনা শুরু করলো। বনি উমাইয়ার কর্মচারীবৃন্দ ও মোসাহেবগণ যে সব হাদিস রচনা করতো তাদের মধ্যে অন্যতম হলো ঢনাঢ্য উমাইয়া বংশের বিখ্যাত সেনাপতি "মহালিব-বিন-আবি সাফরাহ" এবং অন্যজন হল "আউয়ানা-বিন-আউকাম।" আব্বাসিয়দের সমর্থনে হাদিস লেখেন "জিয়াদ-বিন-ইব্রাহিম।"

www.nagorikpathagar.org

মসজিদে নববী হতে রাসুল পাক (সাঃ)-এর মিম্বর তুলে দামেস্কে নেওয়ার জন্য মুয়াবিয়া যখন মিম্বর খোদাই করার কাজ শুরু করে তখন সূর্য গ্রহণ দেখা দিলো এবং সমস্ত মদিনা অন্ধকারে ছেয়ে গেলো এবং লোকজন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। ফলে মুয়াবিয়ার লোকজন মিম্বর সরানোর কাজ পরিত্যাগ করলো। আহলে বায়েতের বিরুদ্ধে গালি দেওয়ার প্রতিবাদ করলে হযরত হাজর ইবনে আদি (রাঃ) সহ তাঁর সঙ্গীকে জিন্দা মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়। মুয়াবিয়ার গভর্ণর যিয়াদ যখন কুফার মসজিদে খুৎবা দিতে দাঁড়ালো (উদ্দেশ্য হযরত আলীকে গালি দেওয়া) তখন কিছু লোক তার প্রতি কংকর নিক্ষেপ করলো, এতে তৎক্ষণাত মসজিদের দরজা বন্ধ করে ৩০ থেকে ৮০ জন লোকের হাত কেটে দেওয়া হয়। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর পুত্র মুহাম্মদ বিন আবু বকরকে হত্যা করে তার লাশ গাধার চামড়ায় ভরে জ্বালিয়ে দেওয়া হলো।

হযরত আবু বকর (রাঃ) হতে হযরত আলী (রাঃ) পর্যন্ত বায়াত ছিল "খিলাফত ও ইবাদত" এ দুয়ের সমন্বয়। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় প্রকার বায়াত হযরত আলী পর্যন্ত চালু ছিল। মুয়াবিয়ার সময় বিভক্ত হয়ে হলো মুলকিয়াত বা রাজতন্ত্র। এর প্রবর্তক মুয়াবিয়া। আর খিলাফত ও ইবাদত চলে গেল ইমাম হাসান (রাঃ)-এর নিকট। মুয়াবিয়াই ইসলামকে দুভাগে বিভক্ত করার পূর্ণ সূচনা করলো। আর তার ফলে বিকল্প ইসলামের গোড়াপত্তন করলো তারই লম্পট পুত্র ইয়াজিদ।

উমাইয়া খলিফাদের মধ্যে মুয়াবিয়ার পুত্র ইয়াজিদ খলিফাদের মধ্যে নিশ্চিতভাবে প্রথম মদ্যপ ছিলেন। ইয়াজিদ আল খুমুর (মদের ইয়াজিদ) নাম হয়ে গিয়েছিল তার। তার আরেক নেশা ছিল পোষা বানরকে নিয়ে মদ্যপানে বসা। আবু কায়িস নামে ওই বানরটিও প্রচুর মদ গিলতো। রোজ প্রচুর মদ পান করতেন ইয়াজিদ। অন্যদিকে উমাইয়া শাসকদের অন্যতম আল-ওয়ালিদ একদিন অন্তর একদিন মদ্যপান করতেন। আরেকজন আর-আবদ-আল মালিক মাসে একবার মদ্যপান করতেন। তিনি আবার এত বেশি মদ্যপান করতেন যে পরে নিজেই বমি হবার ওষুধ খেয়ে বমি করতেন। দ্বিতীয় ইয়াজিদ তার রাজসভায় দুই গায়িকা অল্লামা এবং হাবাবা-র সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলেন। একরাতে হাবাবার মুখে তিনি খেলার ছলে আঙ্গুর ফেলে দেন। ঐ আঙ্গুর গিলতে গিয়ে হাবাবার গলায় আটকে গেলে দ্বিতীয় ইয়াজিদ তাকে উত্যক্ত করে মৃত্যু মুখে ঠেলে দেন। তার পানাসক্তি উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জন করেন দ্বিতীয় আল-ওয়ালিদ (৭৪৩-৭৪৪ খৃঃ)। তিনি এতোটাই লম্পট ছিলেন যে মদের নদীতে সাঁতার কাটাটা অভ্যাসে পরিণত করেছিলেন। স্নান করার সময় অবিরাম মদ্যপান করে যেতেন তিনি। আল-ওয়ালিদ একদিনই নাকি কোরআন খুলে বসেছিলেন। তার দুচোখ কোরআনের লেখার ওপর পড়তেই তিনি যে লেখা দেখতে পান তা ছিল এরকম, "এবং প্রত্যেক স্বেচ্ছাচারী রাজারই ধ্বংস অনিবার্য।" ওই লেখা দেখেই তিনি পবিত্র কোরআন শরীফ তীর

www.nagorikpathagar.org

ধনুক দিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেন। আর এই ছেড়ার সময় প্রতিবাদে তিনি নিজের রচিত কবিতার দুটি চরণ আওড়াতে থাকেন।

উমাইয়া বংশের খিলাফতের দুঃশাসনের ফলে ইসলাম স্ব-মহিমায় আর থাকতে পারলো না। উমাইয়াদের পরে ইসলামের গণতান্ত্রিক রুপের সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটে গেলো। তার স্থান দখল করে নিল রাজতন্ত্র। রাসুল (সাঃ) তাঁর পরে তাঁর কোন উত্তরাধিকারীর নাম ঘোষণা করে যাননি। কারণ তাঁর হয়তবা ইচ্ছে ছিল তাঁর উম্মতগণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তাদের শাসক বেছে নেবেন। হযরত আলী (রাঃ) পর্যন্ত হয়েছেও তাই। অর্থাৎ ইসলামের প্রধান ব্যক্তিরা যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন শাসক বাছাইয়ের ব্যাপারে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকেই যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছিল। ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষের সমান অধিকার থাকা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে খোলাফায়ে রাশেদিন যুগের পরে খলিফারা রাজতন্ত্রের আদলে সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস বজায় রেখেছেন। ঐশী বাণীর প্রেরণায় হযরত মুহাম্মদ(সঃ) সকলকে বলেছিলেন পৃথিবীর সব ধন-সম্পদ এবং স্থায়ী-অস্থায়ী সকল কিছুর মালিক স্বয়ং আল্লাহ। খলিফারা বাইতুল মালের বা জনগণের জন্য সম্পদ তৈরি করে আল্লাহর মালিকানাধীন এই সৃষ্টিকে রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। কিন্তু উমাইয়া বংশের খিলাফতের সময় এই মতবাদের অবসান ঘটে এবং তা আর কখনো ফিরে আসে নি।

উমাইয়া বংশের পতনের পর বহু বংশের মানুষ খলিফা রুপে ইসলামি জগৎকে শাসন করে গেছেন। কিন্তু কেউই রাজতন্ত্রের আদল থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন নি। মত বিরোধের ফলে ইসলামের প্রকৃতরূপ যে দুটি প্রধান শাখায় বিভক্ত হয়েছে তা হলো সুন্নী এবং শিয়া সম্প্রদায়। এখানেও দেখা যায় মুসলমানরা ক্ষমতা আরোহণের পন্থার ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌছাতে পারেনি বলেই বিভক্তি এসেছে। এই বিভক্তি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে বিষয়টি আত্মিক চেতনার পার্থক্যের কারণে ঘটেছে।

হযরতের বিদায় হজ্বের একটি বাণী তার নির্দেশিত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। তিনি বলেছিলেন "যদি কোন নাককাটা কাফ্রি ক্রীতদাসকেও তার যোগ্যতার জন্য তোমাদের আমির করে দেওয়া হয়, তোমরা সর্বোতভাবে তার অনুগত হয়ে থাকবে। তার আদেশ মান্য করবে।"

কিন্তু বিদায় হজ্বের হযরতের বাণীর মর্ম মনে হয় মুয়াবিয়ার মোটেও হৃদয়ঙ্গম হয়নি। যদিও তিনি মুহাম্মদের (সঃ)-এর একজন সাহাবি ছিলেন। তাই তার সময় থেকে রাজতন্ত্রের সম্পূর্ণ আত্মপ্রকাশ ঘটে।

হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর সময় হতে হযরত আলী (রাঃ) পর্যন্ত বায়াত বা দীক্ষা ছিল খিলাফত ও ইবাদত এর সমন্বয়। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় প্রকার বায়াত হযরত আলী পর্যন্ত চালু ছিল। মুয়াবিয়া প্রবর্তন করলেন মুলকিয়াত বা রাজতন্ত্র।

www.nagorikpathagar.org

রাজতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার জন্য মুয়াবিয়ার পর রাসুলের সময়ে অনুসারিত বায়াতের মাধ্যমে খিলাফত ও ইবাদত-এর সমন্বয়ের প্রথাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয় হযরত আলী (রাঃ) ও যারা বায়াত প্রথার অনুসারী ছিলেন তাদের উপর নির্যাতন চালিয়ে যাওয়া হয়েছিল। যার ফলে ইয়াজিদের ৩০ হাজার সৈন্য কারবালায় হাজির হয়ে তাদের আকিদাকে জিইয়ে রাখার জন্য নবী বংশের ৭২ জন সদস্যকে শহীদ করে দেয়। ইয়াজিদ এবং ইয়াজিদ পন্থীগণ কালেমা, নামাজ, রোজা, দাঁড়ি, পাগড়িওয়ালা নামধারী মুসলমানদের দ্বারা সংঘটিত কারবালার হৃদয় বিদারক দৃশ্যের প্রত্যক্ষদর্শী আহলে বায়েতের সদস্য হযরত ইমাম জয়নাল আবেদিন (রাঃ) রাষ্ট্রীয় সমস্ত ক্রিয়া-কর্ম হতে দূরে সরে গেলেন এবং মদিনা হতে চারদিনের পথ "নেবু" নামক স্থানে গিয়ে এক পর্বত গুহায় নির্জন উপাসনায় রত হলেন। "নেবু" ছিল তাঁর পিতার আমলের এক ক্ষুদ্র জায়গীর। ইয়াজিদ মুসলিম ইবনে উকবার নেতৃত্বে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী মদিনায় প্রেরণ করে। ইয়াজিদের নির্দেশে মুসলিম তার সৈন্যগণকে তিন দিনের জন্য মদিনাকে হালাল করে দিল অর্থাৎ এ তিন দিন সৈন্যগণ যা খুশি তাই মদিনায় করতে পারবে। ফলে ইয়াজিদি সৈন্যগণ মদিনার লোকদের উপর বন্য পশুর মতো ঝাপিয়ে পড়লো এবং পবিত্র মদিনা শরীফকে তছনছ করে দেওয়া হলো। রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর বাড়িকে পশুর আস্তাবল বানানো হলো, সংসার বিরাগি ফকির ও আউলিয়াগণকে হুজরা হতে টেনে বের করে প্রহার করা হলো। প্রহারে জর্জরিত হয়ে তারা পবিত্র মদিনা ত্যাগ করে পর্বতে, গুহায়, বা জঙ্গলে বা দেশান্তরিত হতে বাধ্য হলেন। মদিনার পথে পথে গলিতে গলিতে মানুষের রক্তের স্রোত প্রবাহিত হলো।

উক্ত মর্মান্তিক ঘটনায় মদিনায় শিশু ও মহিলা ব্যতিত বার হাজার চার'শ সাতানব্বই জন লোককে হত্যা করা হলো। মহিলাদের ধর্ষণ করা হলো। ফলে এক হাজার মহিলা অবৈধ সন্তান প্রসব করলো। এ মর্মান্তিক ঘটনায় যারা মারা গেলেন তাদের মধ্যে রয়েছেন ঃ–

১। মুহাজির, আনছার, তাবেঈন, উলামা	১,৭০০	জন
২। সাধারণ লোক	১০,০০০	জন
৩। হাফেজ	৭০০	জন
৪। কুরাইশ	৯৭	জন
মোট–	১২,৪৯৭	জন

৬২৬ হিজরিতে ইবনে তাইমীয়া নামক এক ব্যক্তি- রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর রওজা মোবারক জিয়ারত হারাম বলে ফতোয়া দিয়েছিল। পরে তাকে দামেস্কের মুসলমানগণ হত্যা করে ফেলে। উমাইয়া যুগে আহলে বায়েতগণকে বিষ প্রয়োগে নয়ত গুপ্ত ঘাতকের মাধ্যমে হত্যা করা হতো। আব্বাসিয়া খলিফা "মুতওয়াক্কিলের

www.nagorikpathagar.org

আদেশে কারবালায় ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর মাজার শরীফ ধ্বংস করা হয় এবং উক্ত স্থান কর্ষিত করে সেখানে বীজ বপন করা হয়।

> এ ভাবেই ইসলামের যে প্রকৃত চিত্র তা যেন কোন এক অমোঘ নিয়তির টানে অত্যাচার আর নিপীড়নে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। ইসলামের সাম্য, ভ্রাতৃত্ব এবং ঐশী শক্তি সম্পর্কে বিশ্বাসের ভিত্তি শাসন ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতায় নড়ে উঠলো। মুসলমান শাসকরা যারা জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ছিলেন তাদের চেষ্টায় ইসলাম ধর্ম হয়ত বা কখনো কখনো মহিমান্বিত হয়েছে কিন্তু তা বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। তাই দেখা যায় ইতিহাসের কোন এক সময় মুসলমান বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সাহিত্যিক ও বিভিন্ন বুদ্ধিজীবীরা স্বর্ণযুগের সৃষ্টি করলেও ভুল ইসলামের প্রতিভূ মনীষীরা তা রদ করে দেয়। ধর্মের এই বিশাল ফাটল গলে অজগরসদৃশ অজ্ঞানতার সাপ যে ইসলামকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধবে এটাইতো স্বাভাবিক।
>
> ১৮ শতকের মাঝামাঝি বসরার নজদের অধিবাসী মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব ধর্মের সংস্কার করার নামে এর মাঝে ঐশ্বরিক বিশ্বাসের যে শক্তি বেঁচেছিল তা বিনষ্ট করলো। তার তথাকথিত কঠোর নীতিপরায়ণতার যেটুকু পুনরুজ্জীবন ঘটলো তা ইসলামকে করলো প্রেমহীন, মানবতাশূন্য ও আচারসর্বস্ব।

ঐতিহাসিক পি কে হিট্টি তার আরব জাতির ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন, "আল-হিজাজ, আল-ইরাক এবং সিরিয়া থেকে ঘুরে এসে আবদ-আল-ওয়াহাবের মনে হয় সেখানকার মুসলমানদের ধর্ম চর্চা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বা কোরআনের কঠোর অনুশাসন থেকে অনেকটাই বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। ইসলামকে এই বিচ্যুতিমুক্ত করে তাকে আগের রক্ষণশীল অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়ার সংকল্প নেন এই ব্যক্তি। ইব্ন-তায়মিয়ার মত অনুযায়ী তিনি এই কাজের অনুপ্রেরণা পান ইবন-হানবালের কাছ থেকে। মধ্য-আরবের এক সাধারণ গোষ্ঠীপতি এবং আবদ-আল-ওয়াহাবের জামাতা মুহাম্মদ ইব্ন-সুয়ূদকে নতুন ধর্মপ্রচারক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ধর্মপ্রচারের স্বার্থে এই বৈবাহিক সম্পর্ককে ধর্মের সঙ্গে তলোয়ারের মেলবন্ধন বলা যেতে পারে। এরফলে মধ্য ও পূর্ব-আরবে ধর্ম ও ইব্ন-সুয়ূদের কর্তৃত্ব দ্রুত প্রসার লাভ করে। আবদ-আল-ওয়াহাবের বিরোধীরা তাঁর অনুগামীদের ওয়াহাবি আখ্যা দেয়। ইসলাম ধর্মকে তার বিভিন্ন সূফি মতবাদ মুক্ত করার আদর্শ নিয়ে ওয়াহাবিরা ১৮০১ খৃস্টাব্দে কারবালা এলাকায় তান্ডব চালায়। ১৮০৩ খৃস্টাব্দে মক্কা ও তার পরের বছর আল-মদিনা দখল করে। এইসব নগরের বিভিন্ন সমাধিভবন ধ্বংস করে। এর পরের বছর তারা সিরিয়া ও আল-ইরাক আক্রমণ করে। ক্রমে তাদের অধিকৃত অঞ্চলের সীমা পালমিরা থেকে ওমান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ওয়াহাবিরা প্রচার করে, তৃতীয় সালমি প্রবর্তিত বিভিন্ন বিদআহ আল্লাহ্‌কে অসন্তুষ্ট করেছে। আর সেই কারণেই ওয়াহাবিদের এই সাফল্য। তাদের এই প্রচারে সতর্ক হয়ে যায় অটোমান তুর্কিরা। তাদেরই অনুরোধে পাল্টা প্রচারে নামে মুহাম্মদ আলী ১৮১৮ খৃস্টাব্দে ওয়াহাবিদের

www.nagorikpathagar.org

ক্ষমতাচ্যুত করে এই প্রচারাভিযান শেষ হয়। শুধু তাই নয়, তাদের রাজধানী আল-দিরিয়াহ্ সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়া হলেও ওয়াহাবিদের মতবাদ প্রসার লাভ করতে থাকে। পূর্বে সুমাত্রা থেকে পশ্চিমে নাইজেরিয়া পর্যন্ত এই মতবাদের প্রভাব দেখা যায়।"

নজদের মুহাম্মদকে সৃষ্টি করা হয়েছিল মধ্যপ্রাচ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য। যে বৃটিশ গোয়েন্দা নজদের মুহাম্মদকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থ উদ্ধারে নিয়োজিত করেছিল তার লেখা ডায়রি এই বই-এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংযোজন করা হয়েছে।

পি কে হিট্টি তার উক্ত গ্রন্থে লিখেছেন, "১৯৩৩ খৃস্টাব্দের শুরু থেকে ওয়াহাবিদের মধ্যে ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের এক প্রয়াস দেখা যায়। তবে তা ছিল খুবই কম সময়ের জন্য। স্বল্পায়ু এই প্রয়াসকে বাদ দিলে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত ওয়াহাবিদের গৌরব অস্তমিতই ছিল। এই সময়েই উত্থান হয় ওয়াহাবি রাষ্ট্র ও বংশের পুনরুদ্ধারকারী আবদ-আল-আযীয-ইব্‌ন-সুয়ূদ-এর। প্রথম জীবনে আল-কুরয়ায়েতে নির্বাসিত ছিলেন তিনি। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তিনি হেইলের ইব্‌ন-রশীদ পরিবার এবং মক্কা শরীফের হুসাইন পরিবারকে ক্ষমতাচ্যুত করে পারস্য উপসাগর থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। বৃটিশদের সমর্থন পেয়ে হুসাইন ১৯১৬ সালে নিজেকে "আরবদের রাজা" ঘোষণা করেন। ১৯২৪ সালে তিনি "মুসলমানদের খলিফা" আখ্যা পান। ১৯২১ সালে আবদ আল্-আযীয রশীদ পরিবারের শাসনের অবসান ঘটান। ১৯২৪ সালে তিনি মক্কা দখল করেন এবং ১৯২৫ সালে আল-মদিনা ও জুড্ডা তাঁর অধীনে আসে। ১৯৩২ সালে তিনি সুয়ূদি আরবীয় সাম্রাজ্য গঠন করেন। এর অধীশ্বর ছিলেন তিনি নিজে। নিজের সাম্রাজ্যের উন্নতির জন্য তিনি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। ফলে দেখা গেছে ওয়াহাবিরা ধর্ম সংস্কারের নামে ইসলামের আধ্যাত্মিক চেতনার উপর আঘাত করলেও রাজতন্ত্রের উপর কোন আঘাত করেনি। ফলে ইসলামের আতুর ঘর অর্থাৎ আরব দেশে ইসলামের মূলমন্ত্র বিরোধী রাজতন্ত্র এখনো টিকে আছে। নজদের ওয়াহাবের আবির্ভাব ইসলামের জন্য সবচাইতে বেশি ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাঁর পেছনে থাকার কারণে সে তার মতবাদ অত্যন্ত সুকৌশলে শক্তিশালী করতে পেরেছিল।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, "নজদ" এলাকা হতে দু'টি শয়তানের শিং বের হবে। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক নজদ এলাকায় প্রকাশ পায় ভণ্ড নবী মুসাইলামা কাযযাব এবং পরবর্তীতে তারই বংশ হতে আত্মপ্রকাশ করে মুহাম্মদ বিন আবদ আল ওয়াহাব নজদি। সে বনি তামীম "উযাইনা" গ্রামে জন্ম গ্রহণ করে এবং ১২০৬ হিজরিতে ৯৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করে। মুহাম্মদ বিন আবদ আল ওয়াহাব নজদি বাল্যকালেই চরম বেয়াদব ও উচ্ছৃঙ্খল ছিল। একবার তার শিক্ষকদ্বয়ের তথা শেখ সুলাইমান কুর্দী শাফেয়ী ও শেখ হায়াত হোসেন

www.nagorikpathagar.org

হানাফীর সামনে সে রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে "ডাক পিয়ন" বলে অভিহিত করলো। তার শিক্ষকদ্বয় এরূপ না বলার জন্য উপদেশ দিলেও সে শোনেনি। মুহাম্মদ বিন আঃ ওয়াহাব নজদির মতে– রাসুলুল্লাহ (সাঃ) হলেন, ডাক পিয়ন, হোদায়বিয়ার সন্ধি মিথ্যা, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ইহকালে ও পরকালে কোন উপকারে আসবেন না, চার মাযহাবের ইমাম ভ্রান্ত ও মিথ্যা, মক্কা শরীফের কোন প্রয়োজন নেই ইত্যাদি ছিল তার আকিদা। সে মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য "হাম্বলী" মাযহাব দাবি করতো। বাল্যকাল হতেই মুসাইলামা কাযযাব, আসওয়াদা আনাসী, তালীহা আসাদী প্রমুখদের বংশধরদের সাথে সংশ্রব রাখতো। সে উক্ত শিক্ষকদ্বয় ত্যাগ করে খারিজী আকিদার কিতাবসমূহ অধ্যায়ন করতো। প্রথমে সে খারিজী আকিদা প্রচারে লিপ্ত হয়, কিন্তু জনগণ তা ঘৃণার সাথে দেখে বিধায় গোপনে গোপনে ওয়াহাবি আকিদা প্রচারে রত হয়। তার এই আকিদাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে "দারিয়াহ্র সরদার শেখ ইবনে সুয়ূদ।" সরদার সুয়ূদের নামানুসারেই "জাজিরাতুল আরবের নাম হয়, সৌদি আরব।" এ দুজনের মিলনের পিছনে বৃটিশদের একটি গোপন চাল ছিল। ইবনে সুয়ূদ ছিল মুহাম্মদ বিন আঃ ওয়াহাব নজদির জামাতা। মোঃ বিন আবদুল ওয়াহাব নজদি একবার মসজিদে নববীর বাইরে আলেমদের সাথে এক বাহাস ডাকলো এবং তাদের সাথে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে রাতের অন্ধকারে মদিনা ত্যাগ করলো। এ ঘটনা সরদার সুয়ূদ জানতে পেরে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো এবং দুজনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আরব বেদুঈনদের দ্বারা এক সন্ত্রাসী বাহিনী গঠন করলো। মূলতঃ মুহাম্মদ বিন আঃ ওয়াহাব নজদি ও তার জামাতা ছিল বৃটিশদের গুপ্তচর এবং তাদের পোষা মৌলভী।

ব্রিটিশ সম্রাজ্যের গোয়েন্দা অফিসার "মি. হ্যামফার" নিযুক্ত ছিল ইসলাম ও মুসলিম বিশ্বের মধ্যে বিভেদ বা ফাটল ধরানোর জন্যে এবং সে ছিল বহু ভাষাবিদ। মি. হ্যামফার-এর ডায়েরিতে মুহাম্মদ বিন আবদ আল ওয়াহাব নজদির ঈমান, আকিদা ও চরিত্রাবলীর কথা উল্লেখ আছে। মি. হ্যামফার উক্ত ডায়েরিটি দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় জার্মানদের হস্তগত হয় এবং জার্মান পত্রিকা "ইসপিগল" ডায়েরিটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করে। ডায়েরিতে মি. হ্যামফার বলেনঃ–

"আমি যখন 'তরখানের' গোয়েন্দাগিরিতে নিয়োজিত ছিলাম তখন একজন মুসলমান ধর্ম সংস্কারকের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। সে তুর্কি, ফার্সি ও আরবী ভাষায় কথাবার্তা বলতে পারতো। সে দ্বীনি তালেবে এলেমের পোশাক পড়ে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াত। সে বড় উচ্চাভিলাষী ও উচ্চমর্যাদাকাঙ্খী লোক ছিল। আমি তার পরিচিতি চাইলে, সে খুব অহংকারের সাথে বললো, "আমি মুহাম্মদ বিন আবদ আল ওয়াহাব নজদি।" নজদি তৎকালীন তুরস্কের উসমানী সরকারের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা পোষণ করতো। তার দৃষ্টিতে হানাফি, শাফেয়ি ও মালেকি মাযহাবের কোন মর্যাদা ছিল না।"

www.nagorikpathagar.org

মি. হ্যামফার বলেন, নজদি প্রয়োজন মতো ইবনে তাইমীয়ার মতবাদ প্রমাণ হিসেবে পেশ করত। আম্বিয়া, সাহবা ও আউলিয়াকেরামের প্রতি তার মনোভাব ছিল অতি তুচ্ছ ভাবাপন্ন। মি. হ্যামফার ভেবে দেখলেন যে, নজদির মতো স্বাধীনচেতা লোকই আমার দরকার। এরূপ লোক দ্বারা ইসলামী সমাজে ফাটল ধরানো সম্ভব হবে। তাই তিনি নজদিকে তরখানের ডাকবাংলায় আমন্ত্রণ জানান এবং নজদিও আমন্ত্রণ গ্রহণ করে। নির্দিষ্ট সময়ে নজদি ডাকবাংলায় উপস্থিত হলো এবং খাবার টেবিলে শিয়া তর্কবিদ শেখ জাওয়াদ কুসমীর সম্মুখীন হলো। শেখ জাওয়াদ কুসমী মি. হ্যামফারেরই নিযুক্ত লোক ছিল। শিয়া ও ওয়াহাবি মতবাদের মধ্যে আকিদাগত ব্যবধান ছিল অনেক, বিধায় উভয়ে কোরআন-হাদিস সাহাবা ও আউলিয়াগণের বিষয়ে আলোচনায় সম্মতি জ্ঞাপন করল। আসলে এটা মি. হ্যামফারেরই ঈশারা এবং পাতানো ফাঁদ। আবদুল ওয়াহাব নজদি এবং শেখ জাওয়াদ কুসমীর মধ্যে প্রথম দিনের আলোচনা "মুতা" বিবাহ নিয়ে ছিল। শেখ জাওয়াদ কুসমী ছিলেন "মুতা" বিবাহের পক্ষে এবং আলোচনায় নজদি পরাজিত হয়ে "মুতা" বিবাহ করতে সম্মত হলো। তাছাড়া নজদির যৌন উত্তেজনাকে উদ্বুদ্ধ করার বিভিন্ন কৌশল ও বাক্যালাপে প্রয়োগ করলো। বসরায় ইংরেজ উপনিবেশ সরকারের পক্ষ হতে চরিত্র নষ্টের জন্য খৃস্টান এক সুন্দরী রমণী নিয়োজিত ছিল তার নাম "সাফিয়া" রেখে নজদির সাথে মুতা বিবাহ পড়িয়ে দিল এবং তার সাথে রাত্রিযাপন করতে লাগলো। ক্রমে ক্রমে সাফিয়া নজদিকে মদ খাইয়ে মাতাল করে দিল, মেলামেশা করতে লাগলো। নেশায় মাতাল হয়ে নজদি এর পূর্বের সমস্ত গোপন কথা বলতে শুরু করলো। নজদি ইস্পাহানে ধর্ম সংস্কারের সময় সেখানে আঃ করিম নামে এক লোকের মাধ্যমে অবিবাহিত মেয়ের সাথেও মুতা বা চুক্তি বিবাহে আবদ্ধ হন। সেই মেয়ে ইহুদি ছিল এবং তার নাম ছিল "আয়েশা।" মুহাম্মদ বিন আঃ ওয়াহাব নজদি এসব কথা শেখ জাওয়াদ কুসমীর নিকট বলে খুব আনন্দ উপভোগ করতো। শেষে শেখ জাওয়াদ কুসমী এক মিথ্যা স্বপ্ন নজদিকে জানালেন এবং নজদি সেই স্বপ্নের কথা শুনে খুব বিশ্বাস করে ওয়াহাবি মতবাদ প্রচারে প্রবল আগ্রহী হন। স্বপ্নের কথাটি হল- শেখ জাওয়াদ কুসমী বলেনঃ-

"এক রাতে আমি রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে কুরশীর উপর বসা দেখি। তিনি উপস্থিত সবাইকে নসিহত করছেন। সেখানে বড় বড় আলেম-ওলামা, পীর-আউলিয়াগণ আছেন, আমি কাউকে চিনি না। এমন সময় আমি দেখি আপনি (নজদী) সে মজলিসে আস্তে আস্তে প্রবেশ করছেন। আপনার চেহারা হতে নূরের তাজাল্লি বের হচ্ছিল। আপনি হুজুর (সাঃ)-এর সামনে এলে হুজুর (সাঃ) স্বয়ং কুরশী হতে নেমে আপনাকে সম্মান দেখালেন এবং আপনার মাথায় চুম্বন করলেন। হুজুর (সাঃ) বললেন- "তুমি (নজদী) আমার এলেমের ওয়ারিশ, মুসলমানদের দ্বীন-কে বিশ্বে প্রচার করার জন্য তুমিই আমার যথার্থ খলিফা।" হুজুর পাক (সাঃ)-এর কথা শুনে আপনি (নজদী) বললেন, "ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাঃ) মানুষের কাছে আমার কথাটি

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশ করতে ভয় হচ্ছে।" তখন হুজুর (সাঃ) বললেন, "হে মুহাম্মদ নজদি! মানুষের ভয়কে অন্তরে স্থান দিবে কেন? তুমি যা কিছু ভাবনা করছ, তার চেয়ে তুমি বেশি মর্যাদাশীল।"

শেখ জাওয়াদ কুসমীর উক্ত মিথ্যা স্বপ্নের ফলশ্রুতিতে ওয়াহাবি মতবাদ প্রচার হল যা- পরবর্তীতে ওয়াহাবি আন্দোলন ও সংস্কার নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। যখন মুহাম্মদ বিন আঃ ওয়াহাব নজদি পুরাপুরি মি. হ্যামফারের হাতে চলে যায় ঠিক তখনই বৃটিশ উপনিবেশসমূহের মন্ত্রণালয়ের সচিব ওয়াহাবি মতবাদ পরিচালনার জন্য ৬ দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করেন। ৬ দফা কর্মসূচি হলো ঃ-

১. যারা ওয়াহাবি মতবাদের সামিল হবে না তারা এক বাক্যে কাফের। তাদের ধন-সম্পদ, ইজ্জত-সম্মান বিনষ্ট করা হালাল এবং তাদেরকে পশুর হাটে বিক্রি করা অপরিহার্য।
২. মূর্তি পূজার বাহানা করে কাবাঘর ধ্বংস করা। মুসলমানদেরকে হজ্ব পালন হতে বিরত রাখা এবং তাদের জানমাল লুণ্ঠনের জন্য আরবের যাযাবর জাতিকে উত্তেজিত করা।
৩. আরব উপজাতি উসমানীয়া (তুর্কি) খলিফার আদেশাবলী পালন না করা এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে উৎখাত করা।
৪. নবী, সাহাবা,পীর-আউলিয়া ও বুজুর্গানে দ্বীনকে অবহেলা করা।
৫. মুসলিম দেশ সমূহের মধ্যে মাযহাব প্রচারের নামে ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি করা।
৬. কোরআন শরীফে যত নবী-ওলির বর্ণনা আছে তা মুছে সংক্ষেপে একটি আধুনিক কোরআন তৈরি করা।

উক্ত কর্মসূচি প্রণয়ন করতে সচিবের অন্তত দুবছর লেগেছিল এবং বৃটিশ কর্তৃক দেওয়া ৬ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে নজদি বড় দূরাবস্থার সম্মুখিন হলো। জাজীরাতুল আরবে তার বিরুদ্ধে বড় ধরনের আন্দোলন খাড়া হয়ে গেল। ১২৬ জন আরববাসী নজদিকে হত্যা করার জন্য তার বাসস্থানে প্রবেশ করে এবং অন্য এক লোকের সাহায্যে নজদি প্রাণে বেঁচে যায়। ফলে ৬ দফার মধ্যে দুটি কর্মসূচি বন্ধ করে দেয়া হলো। কর্মসূচি দুটি হলো- কাবাঘর ভেঙ্গে দেওয়া এবং নতুন কোরআন তৈরি করা। বাকি চারটি গোপনে গোপনে প্রচার শুরু করলো। এ সমস্ত কাজের পিছনে বৃটিশ সরকার ও তাদের সহযোগী শেখ জাওয়াদ কুসমীর ইশারা-ইঙ্গিত চললো। প্রয়োজনে সার্বিক সাহায্য সহযোগিতা চললো। এ সংস্থা গোপনে গোপনে মুহাম্মদ ইবনে সুয়ূদকে ওয়াহাবি নীতিমালার পূর্ণ ভক্ত করে ১১৪৭ হিজরিতে। বৃটিশ সরকার ভাগ করে দিল যে, রাজনৈতিক দেখাশুনা সুয়ূদের মাধ্যমে প্রকাশ করে প্রচার শুরু করল তার মতবাদ।

www.nagorikpathagar.org

ব্রিটিশদের প্রণীত ৬ দফার মধ্যে দুটি বাস্তাবায়ন কঠিন মনে করে ইবনে সুয়ূদ ও নজদি দুটিকে বাদ রেখে নিজেরা আরো ৫টি দফা সংযোজন করে প্রচার করা শুরু করলো। নতুন ৫টি দফা হলো ঃ-

১. মহানবী (সাঃ)-এর রওজা শরীফ জিয়ারত উদ্দেশ্যে সফরসূচি গ্রহণ করা হারাম (এ ফতোয়া ৬২৬ হিজরিতে ইবনে তাইমীয়াও দিয়েছিল। তাই মুসলমানগণ তাকে গ্রেফতার করে এবং পরে দামেস্কের কিল্লায় কতল করে ফেলে।)
২. রাসুলুল্লাহ (সাঃ) গায়েবী এলেম বলতে তিনি কিছুই জানতেন না। গায়েব জানার আকিদা পোষণ করা শিরক। (এ কথার উপর সকল দেওবন্দী একমত)
৩. নবী, সাহাবা, গাউছ-কুতুব, পীর-আউলিয়াদের সাথে মহব্বত রাখা হারাম।
৪. সাহাবা, আওলাদে রাসুল ও নবীদের মাজার বা রওজা ভেঙ্গে দেওয়া ফরজ। (সৌদী-সরকারও ফরজ কাজটি যথাযথ ভাবে পালন করেছে অর্থাৎ জান্নাতুল বাকির ও সাহাবাদের মাজার ভেঙ্গে সমান করে দিয়েছে)।
৫. নবী করিম (সাঃ) জীবদ্দশায় অচল মানুষ রূপে চিহ্নিত ছিলেন। সে ক্ষেত্রে তার থেকে কোন উপকারের আশা করা যায় না।

উক্ত কর্মসূচিগুলোর উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে ওয়াহাবি আন্দোলন প্রচার শুরু হল। এখানে উল্লেখ্য যে, মুহাম্মদ বিন আবদ আল ওয়াহাব নজদির অনুসারীরা সব সময় ইসলামের নামে নিজেদেরকে মুবাল্লেগ, মুজাহিদ হিসেবে পরিচয় দিতো, অন্যদিকে গোপনে গোপনে নিজেদের ভ্রান্ত মতবাদ প্রচার করতো।

১৮০১ সালে আবার প্রায় লক্ষাধিক সৈন্য নিয়ে মক্কা আক্রমণ করে ওয়াহাবিরা মক্কা শরীফ দখল করে নেয় এবং তুর্কি শাসনের অবসান ঘটে। ১৮০৩ সালে ওহাবিরা মদিনা আক্রমণ করে দখল করে এবং জান্নাতুল বাকির মাজার, সাহাবাগণের মাজার ও সৌধ ভেঙ্গে ফেলে। এমন কি রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর রওজা পাকের একাংশও তাদের হাত থেকে রেহাই পায় নি। এ সমস্ত মাজারসমূহ এবং রওজা পাক তৈরি করে ছিলেন হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)। পবিত্র মক্কা ও মদিনা ওয়াহাবিদের হাতে চলে যাওয়ায় তুর্কি খলিফা খুবই রাগান্বিত হলেন। ওয়াহাবিদের কারণে ১৮০৩ থেকে ১৮০৬ সাল পর্যন্ত হজ্ব যাত্রীর সংখ্যা প্রায় শুন্যের কোঠায় চলে গিয়েছিল। এ রকম পরিস্থিতিতে মিসরের শাসনকর্তা মুহাম্মদ আলী পাশা তুরস্কের সুলতানের সাহায্যে এগিয়ে আসেন এবং ওয়াহাবিদের সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে,"ইস্তাম্বুলের" নিকটবর্তী এলাকায় সংঘটিত লড়াইয়ে

www.nagorikpathagar.org

ওয়াহাবিগণ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ১৮১২ খৃঃ মিসরীয় বাহিনীর সেনাপতি "স্কটিশ টমাস কীর্থ" এক বিরাট বাহিনী নিয়ে মদিনা এবং ১৮১৩ খৃঃ মক্কা শরীফ দখল করেন। পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে ওয়াহাবিদের শক্তি প্রায় শুন্যের কোঠায় চলে আসে। অতঃপর বাদ বাকি ওয়াহাবিরা "ইসলামী মোবাল্লেগ" নাম ধারণ করে গোপনে গোপনে এবং ধীরে ধীরে তাদের মতবাদ প্রচার শুরু করে।

ভারত উপ-মহাদেশে আহমদ বেরলভীর শুদ্ধি অভিযানের সূত্রধরে ওয়াহাবি মতবাদ, আন্দোলন প্রবেশ করে। ১৮২২ সালে মৌলভী ইসমাইল দেহলভী নামক জনৈক ব্যক্তি আহমদ বেরলভীকে মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করে আল্লাহর কল্পিত হাতে মুরিদ বলে ঘোষণা দেন এবং নিজেও আহমদ বেরলভীর নিকট মুরিদ হন। আবার আহম্মদ বেরলভী শাহ আঃ আজিজ মুহাদ্দেস দেহলভী লক্ষ্য করলেন যে, আহমদ বেরলভীকে খিলাফত দিলে আহলে সুন্নতের তরিকত ও খিলাফত খারিজী খেলাফতের সামিল হয়ে যাবে বিধায় আহমদ বেরলভীল খিলাফত কেটে দেন। কেটে দিলেও এখন তাদের থেকেও খারিজী তরিকা জারি আছে। ইসমাইল দেহলভী আহমদ বেরলভীর নিকট মুরিদ হয়ে ঘোষণা দেন ঃ-

> ১। আহমদ বেরলভীর নিকট আল্লাহর কুদরতি হস্ত হতে সরাসরি ফয়েজ হাছিল হয়। অতএব তার আর নবীর অনুসরণের প্রয়োজন নেই।
> ২। যে আহমদ বেরলভীর নিকট মুরিদ হবে, সে চোর, জেনাকার, হিন্দু, বৌদ্ধ যে ধর্মেই থাকুক না কেন, তার জন্য ইহাই কাফি ও মুক্তি।

আরো একটি নকল তরিকতের উৎপত্তি ঘটে মুহাম্মদ বিন আঃ নজদির পুত্র "মুহাম্মদ" কর্তৃক এবং এ তরিকার নাম "আওর মুহাম্মদী।" এ তরিকা আবদুল ওয়াহাব নজদির পুত্র "মুহাম্মদ" কর্তৃক প্রবর্তিত।

শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দেস দেহলভীর তরিকা হতে খিলাফত কেটে দেয়ায় আহমদ বেরলভী ও ইসমাইল দেহলভী মিলে সুন্নী নীতিমালার বদনাম করার জন্য উঠে পরে লেগে যায়। আহমদ বেরলভী হজ্জের ভান করে মক্কায় গিয়ে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাব নজদির কিতাব "কিতাবুল তাওহীদ" কতিপয় নজদবাসীর মাধ্যমে দিল্লী প্রেরণ করে এবং মৌলভী ইসমাইল দেহলভী উক্ত কিতাবখানা উর্দুতে অনুবাদ করে এর নাম দেয় "তাকভীয়াতুল ঈমান।" এ ধর্মনাশা কিতাবটিতে ইসলামের উপর এবং নবী রাসুল, পীর-আউলিয়াদের উপর তাদের আকিদার বিরুদ্ধে জঘন্যতম কথাবার্তা রয়েছে। সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত ফরঙ্গি মহলে "মাদ্রাসা-ই-কদিম" ইসলামি তত্ত্ব চর্চা প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং তা ছিল হানাফী নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত। উক্ত মাদ্রাসার মোকাবেলায় কংগ্রেসের শর্তাধীনে ১৮৬৬ খৃঃ ওয়াহাবীগণ ভারতের "দেওবন্দে" একটি মাদ্রাসা তৈরি করে যার নাম "দার-উস-উলুম" বর্তমানে "দেওবন্দ মাদ্রাসা।" এ মাদ্রাসাটি হতে ভারত উপ-

www.nagorikpathagar.org

মহাদেশে ওয়াহাবী মতবাদ প্রচার হলো। অন্যান্য স্থানে সুন্নী মাদ্রাসা সমূহও প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল। দেওবন্দী মাদ্রাসার প্রধান মুরব্বীগণের মধ্যে মৌলভী আঃ রশিদ গাঙ্গুহী, আশ্রাফ আলী থানবী, আবুল কাসেম নানতুবীসহ অন্যান্যরা তাদের ওয়াহাবী চেহারা ঢেকে রেখে ভারত বিখ্যাত আলেম ও চিশ্‌তীয়া সাহেবীয়া তরিকার পীর হাজ্বী এমদাদুল্লাহ মোহাজের মক্কী (রাঃ)-এর নিকট মুরিদ হন। তারা মুরিদ হওয়ার পরেও তাদের ওয়াহাবী আকিদা ত্যাগ করতে পারেনি, বরং প্রকাশ্যেই পীরের বিরুদ্ধে আকিদা প্রকাশ করতে থাকে।

তাই আজ পৃথিবীতে অধিকাংশ মুসলিম আচারসর্বস্ব ধর্মীয় নেতাদের খপ্পরে পড়েছে যারা ধর্মকে তুলে ধরছেন ছাঁচে ঢালা কতকগুলো আচারগত বিষয় হিসেবে। ফলে অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক আবিস্কার স্নাত বুদ্ধিমান মানুষের কাছে ধর্মীয় ব্যাখ্যা এবং ধর্ম বিশ্বাসকে মনে হচেছ অসার, অর্থহীন, আবেগপূর্ণ বিভেদ সৃষ্টিকারী কর্মকান্ড যার আর কোন মহান উদ্দেশ্য নেই। প্রিয় নবীর দেওয়া আসল ইসলামকে বুঝতে হলে বিশ্বাসীকে প্রথমত হতে হবে মানবতাবাদী এবং গণতান্ত্রিক মূল্য বোধের অধিকারী এবং তার থাকতে হবে ঐশী বাণীর প্রতি জ্ঞাতসারে বিশ্বাস। হয়তবা এভাবেই আবার বেজে উঠবে ইসলামের মূল সুর।

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় অধ্যায়

হ্যামফার-এর ডায়রি

Confessions of A British Spy

প্রসঙ্গ কথা

হ্যামফার একজন বৃটিশ গোয়েন্দা। ইসলামকে ধ্বংসের জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে তৎকালীন বৃটিশ সরকারের নীল নকশা বাস্তবায়নের অন্যতম রুপকার হ্যামফার। তিনি ১৭১০ সাল থেকে মিসর, ইরাক, ইরান, হিজায ও ইস্তামবুলে মিশনারির ছদ্মবেশে গোয়েন্দাগিরির মিশনে নিয়োজিত ছিলেন।

হ্যামফার ১৭১৩ সালে বসরার নজদে মুহাম্মদ বিন আবদ উল ওয়াহাব নজদি নামে একজন মুসলমান বিপথগামীকে হাত করে তাকে দিয়ে ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে একটি নতুন মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন, যা সমসাময়িক ইতিহাসে তথাকথিত 'ওয়াহাবি আন্দোলন' নামে পরিচিত।

ওয়াহাবি আন্দোলন সংগঠনে হ্যামফার একজন মুসলমানের ছদ্মবেশ ধারণ করে তৎকালীন অটোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন মুসলিম দেশের মনীষীদের সংস্পর্শে আসেন এবং ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে ব্যাপক ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তার স্বোপার্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে তিনি পরবর্তীকালে ইসলামের অনিষ্ট সাধনের অপপ্রয়াস চালান। তার মিশনের কার্যকালে তিনি যেসব ঘটনার সাথে জড়িত ছিলেন বা যা প্রত্যক্ষ করেন তার আনুপূর্বিক বিবরণ লিখে রাখেন ডায়রিতে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সর্বপ্রথম জার্মানির সংবাদপত্র ইসপিগল-এ তার ডায়রি-র বিস্তারিত বিবরণ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

হ্যামফার-এর ডায়রি CONFESSIONS of A BRITISH SPY-এর ইংরেজি সংস্করণটি HIZMET BOOKS-এর ওয়েব সাইট থেকে সংগৃহীত।

HIZMET BOOKS-- ওয়েব সাইট-এর ঠিকানাঃ http://www.hizmetbooks.org

পবিত্র কোরআন আল করিমে মাইদা সুরার ৮২তম আয়াতে আল্লাহু তায়ালা ঘোষণা করেছেন যে "ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে ইহুদি ও মুশরিকগণ।" ইসলামকে ধ্বংসের জন্য প্রথম ক্ষতিকর পন্থা উদ্ভাবনকারী হচ্ছে আব্দুল্লাহ বিন সেবি নামের এক ইহুদি। এই ব্যক্তি সাচ্চা ইসলামী গ্রুপ আহলে আস সুন্নতের বিরুদ্ধে

www.nagorikpathagar.org

শিয়া সম্প্রদায় গড়ে তোলে। তখন থেকে ইহুদিরা শিয়া মনীষীদের ছদ্মবেশ ধারণ করে প্রতিটি শতাব্দীতে এই সম্প্রদায়কে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছে। ঈশা (আঃ)-এর স্বর্গারোহণের পর বেশ কয়েকটি বিকৃত বাইবেল রচিত হয়। অধিকাংশ খৃষ্টানই মুশরিক (একাধিক ঈশ্বরে বিশ্বাসী) হয়ে পড়ে। অন্যরা কাফির (অবিশ্বাসী) হয়ে যায়, এবং সেই থেকে তারা মুহাম্মদ (সাঃ)-কে বিশ্বাস করতো না। এই অবিশ্বাসী এবং ইহুদিরা আহলে-ই-কিতাব (একটি স্বর্গীয় গ্রন্থের অনুসারীগণ) নামে পরিচিত। ইসলাম প্রতিষ্ঠার পর অন্ধকার যুগের যাজকদের নেতৃত্ব বিলুপ্ত হয়। এরা ইসলামকে বিলুপ্তির জন্য বিভিন্ন মিশনারি সংগঠন গড়ে তোলে। এক্ষেত্রে বৃটিশরা ছিল অগ্রগামী। ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্যে লন্ডনে কমনওয়েলথ মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। এই মন্ত্রণালয়ে কর্মচারীদের 'ইহুদি চাতুর্য' ও কৌশল সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হতো। ইসলামকে ধ্বংসের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সম্ভাব্য সকল সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তিকে কাজে লাগানো হতো। এই মন্ত্রণালয় থেকেই বিভিন্ন দেশে হাজার হাজার পুরুষ ও মহিলা গোয়েন্দা নিযুক্ত করা হয়। হ্যামফার নামের এক বৃটিশ গোয়েন্দা বসরার নজদের মুহাম্মদ নামে এক লোককে ফাঁদে ফেলে। বহু বছর তার পেছনে লেগে থেকে তাকে বিপথগামী করে। তাকে দিয়ে ১১২৫ হিজরি মোতাবেক ১৭১৩ খৃস্টাব্দে ওয়াহাবি মতবাদের প্রতিষ্ঠা করে। ১১৫০ হিজরিতে তারা এই মতবাদ সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রদান করে।

হ্যামফার একজন বৃটিশ মিশনারি। বৃটিশ কমনওয়েলথ জাতিসমূহের মন্ত্রণালয় তাকে মিসর, ইরাক, ইরান, হিজায ও ইস্তামবুলে মুসলমানদের বিপথগামী করার জন্য গোয়েন্দাগিরির কাজে নিযুক্ত করে। ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য এর শত্রুরা নানা ফন্দি-ফিকির করা সত্ত্বেও তারা মহান আল্লাহুতায়ালার নূরের শিখাকে নেভাতে পারেনি। আল্লাহুতায়ালা সুরা ইউসুফের ১১ ও ৬৩ তম এবং হিজর সুরার ৯ম আয়াতে ঘোষণা করেছেন, "আমি স্বয়ং মানব জাতির উপর এই কোরআন নাজিল করেছি এবং প্রকৃতই আমি এর রক্ষাকারী।" অবিশ্বাসীরা একে অপবিত্র করতে সক্ষম হবে না, অথবা ত্রুটি পরিবর্তন অথবা সংকীর্ণ করতে পারবে না। তারা কখনো ঐ আলোক বর্তিকাকে নেভাতে পারবে না। আল্লাহ্ তায়ালা জিব্রাইল-এর মাধ্যমে তাঁর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নিকট ২৩ বছরে খন্ডে খন্ডে পবিত্র কোরআন আল করিম প্রেরণ করেন। প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ) ৬,২৩৬ টি আয়াত সংকলন করেন এবং পরে এই মহা গ্রন্থের মুসাফ নামকরণ হয়। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর সাহাবীদের নিকট পুরো কোরআন আল করিম-এর ব্যাখ্যা প্রদান করেন। ইসলামী মনীষীরা সাহাবীদের নিকট থেকে যা কিছু শুনেছেন তার সবকিছুই লিপিবদ্ধ করেছেন। অতঃপর বিভিন্ন দেশে তফসীর (ব্যাখ্যা)-এর উপর হাজার হাজার গ্রন্থ রচিত হয়। বর্তমানে সারা দুনিয়ায় কোরআন আল করিমের যেসব কপি রয়েছে তা একই ধরণের। এগুলোর কোনটির মধ্যেই সামান্যতম আক্ষরিক পার্থক্যও নেই।

www.nagorikpathagar.org

মুসলমানরা ১৪টি দেশে কোরআন আল করিমের শিক্ষার আলোকে জ্ঞান, বিজ্ঞান, নৈতিকতা, শিল্পকলা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাজনীতিতে ব্যাপক ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন এবং তারা মহৎ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। ১২০৪ সালের ফরাসী বিপ্লবের পর ইউরোপে যুবকরা চার্চ এবং যাজকদের সৃষ্ট অনৈতিকতা, উন্মত্ততা, দস্যুতা ও মিথ্যাচার প্রত্যক্ষ করেন। অতঃপর এদের মধ্যে অনেকে মুসলমান এবং অনেকে নাস্তিক হয়ে যায়। খৃস্টিয় মতবাদ থেকে বেরিয়ে এসে এদের মধ্যে অনেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেন।

ইসলামের বিরুদ্ধে বৃটিশ মিশনারিদের কুৎসা ও মিথ্যাচার সম্পর্কে এবং খৃস্টিয় মতবাদের সমালোচনা করে উক্ত যুবক সম্প্রদায়ের লেখা বইয়ে যা বিধৃত হয়েছে ইসলামে মোটেও তার স্থান নেই। ইসলামের পথ থেকে বিচ্যুতরা বিজ্ঞানেও পিছিয়ে পড়ে। ইসলামের অন্যতম মূল নীতি হলো: বিশ্ব অগ্রগতির জন্য ইসলাম কাজ করে যাবে।

ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় নীতিমালা হচ্ছে, বিশ্বের বিশেষ করে আফ্রিকা ও ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদগ্রাস করে রাজস্ব আয়ের সাকুল্যই তারা নিয়ে যেত বৃটেনে। ইসলামের ন্যায়পরায়ণতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও দাতব্য কর্মকান্ড সম্পর্কে জানার সৌভাগ্য যে সব মানুষের হয়েছিল তারা বৃটিশ ক্রুরতা ও মিথ্যাবাদিতার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন।

ব্রিটিশ গোয়েন্দা হ্যামফার-এর স্বীকারোক্তিমূলক ডায়েরীতে ইসলামকে ধ্বংস করার বৃটিশ ষড়যন্ত্রের ভিত্তি ও পরিকল্পনা এবং মিথ্যাচার সম্পর্কে জানা যাবে। এই অধ্যায়ে সাতটি পরিচ্ছেদ রয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

পরিচ্ছেদ-এক.

পর্ব-এক.

হ্যামফার বলেছেন:

আমাদের যুক্তরাজ্য বিশাল। এর সমুদ্রের উপর সূর্য ওঠে এবং পুনরায় অস্ত যায় এর সমুদ্র তলে। আমাদের রাষ্ট্র তার উপনিবেশ ভারত, চীন ও মধ্যপাচ্যে এখনো অপেক্ষাকৃত দুর্বল। এ দেশগুলো সম্পূর্ণভাবে আমাদের করায়ত্ত নয়। যাই হোক এসব দেশের জন্য আমরা অত্যন্ত কার্যকর ও সফল নীতিমালা গ্রহণ করেছি। খুব শিগগিরই আমরা এদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রনে আনতে সক্ষম হবো। দুটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:

১. ইতিমধ্যে আমাদের অধিকৃত স্থানসমূহ ধরে রাখার চেষ্টা করা।
২. যেসব স্থান আমরা এখনো অধিকার করতে পারিনি সেগুলো অধিকারের চেষ্টা করা।

উপনিবেশিক মন্ত্রণালয় প্রতিটি উপনিবেশে উপরোক্ত দুটি কাজ সম্পাদনের জন্য একটি কমিশন গঠন করে। আমি উক্ত মন্ত্রণালয়ে যোগ দেওয়ার পরপরই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর আস্থাভাজন হই এবং তিনি আমাকে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রশাসক নিয়োগ করেন। বাহ্যিকভাবে এটি একটি সওদাগরি প্রতিষ্ঠান ছিল। কিন্তু এর প্রকৃত কাজ ছিল ভারতের বিশাল এলাকা করায়াত্ত করার ফন্দি-ফিকির বের করা।

ভারত বিভিন্ন ভাষাভাষী ও জাতি গোষ্ঠির এক বিশাল দেশ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের সরকার ভারত সম্পর্কে মোটেও ভীত ছিল না। আমরা চীনকে নিয়েও ভীত ছিলাম না। চীনে বৌদ্ধ ধর্ম ও কনফুসিয়াসবাদ শক্তিশালী হলেও কোনটিই হুমকি স্বরূপ ছিলনা। মূলত মৃত প্রায় এ দুটি ধর্মে জীবন সম্পর্কে কোন কিছুই ছিলনা। এ কারণে এ দুটি দেশের জনগণ কট্টর দেশপ্রেমিক ছিল। এ দুটি দেশ আমাদের বৃটিশ সরকারকে ভয় পেত না। অতঃপর আমরা এ দুটি দেশের জন্য মতবিরোধ, অজ্ঞতা, দারিদ্র এমনকি রোগব্যাধি সৃষ্টির জন্য দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করি। আমরা লক্ষ্য সাধনে এই দুটি দেশের প্রথা ও ঐতিহ্যকে অনুসরণ করতে শুরু করি।

www.nagorikpathagar.org

আমরা অনুকূল সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে সিকম্যানের (অটোমান সম্রাট) সঙ্গে কয়েকটি চুক্তি করি। উপনিবেশ মন্ত্রণালয়ের কয়েকজন অভিজ্ঞ সদস্য ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, সিকম্যান এক শতাব্দীরও কম সময়ে বিদায় নেবে। এছাড়া আমরা ইরানী সরকারের সঙ্গেও কয়েকটি গোপন চুক্তিতে উপনীত হই এবং এই দেশ দুটির রাষ্ট্র নায়কদের 'রাজ মিস্ত্রীতে' পরিণত করতে সক্ষম হই। এই দুটি দেশের মেরুদন্ড ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য আমরা নেতাদের ঘুষ, অযোগ্য প্রশাসন ও অসম্পূর্ণ ধর্মীয় শিক্ষা গড়ে তোলা এবং সুন্দরী রমণীদের সঙ্গ গ্রহণ, কর্তব্য কাজে অবহেলা ইত্যাদিতে ব্যাপৃত রাখি। এত কিছু সত্ত্বেও আমরা চিন্তিত ছিলাম কাঙ্খিত ফল পাওয়া যাবে কিনা। এর কারণ সমূহ আমি নিম্নে ব্যাখ্যা করছি।

১. মুসলমানরা ইসলামের প্রতি চরমভাবে আত্মনিবেদিত। মুসলমানরা একজন যাজক অথবা ভিক্ষুর চাইতে অধিকমাত্রায় ইসলামের প্রতি অনুগত। জানা মতে খৃস্টিয় মতবাদ রক্ষায় সচারাচর কোন যাজক অথবা ভিক্ষু প্রাণ দেননি। ইরানের শিয়ারা হচ্ছে অত্যন্ত দুধর্ষ। শিয়ারা, যারা শিয়া নয় এমনসব লোককে অবিশ্বাসী ও বাজে লোক বলে মনে করে। শিয়াদের মতে খৃস্টানরা অনিষ্টকারী ইতর বিশেষ। আমি একবার একজন শিয়াকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তোমরা খৃস্টানদের প্রতি এত বিরাগভাজন কেন? উত্তরে সে বললো, "ইসলামের নবী একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি খৃস্টানদের সঠিক পথ অনুসরণ করে আল্লাহর ধর্মে আসার জন্য আধ্যাত্মিক চাপে রাখতেন। প্রকৃতপক্ষে একজন লোক যতক্ষন আনুগত্য প্রকাশ না করে ততক্ষন তাকে আধ্যাত্মিক চাপে রাখার একটি রাষ্ট্রীয় নীতিমালা অনুসরণ করা হয়। যে নোংরামির কথা আমি বলছি তা আসলে তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। এটা হচ্ছে আধ্যাত্মিক চাপ যা খৃস্টানদের জন্য অদ্ভুত কিছু ছিল না। এটা সুন্নি ও সকল অবিশ্বাসীদের জন্য প্রযোজ্য ছিল। এমন কি শিয়াদের মতে ইরানের প্রাচীন ম্যাজিয়ানদের পূর্ব পুরুষরা ছিল কলুষিত।"
আমি তাকে বললাম, "ঠিক আছে সুন্নি এবং খৃস্টানরা আল্লাহ ও তার নবীদের বিশ্বাস করে এমনকি শেষ বিচারের দিনকেও এরপরও তারা কেন কলুষিত! তিনি উত্তর দিলেন, "তারা দুটি কারণে কলুষিত। তারা আমাদের নবীকে অশ্রদ্ধা করতো এবং তার উক্তিকে অসত্য মনে করতো। তারা ভাবতো হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও আল্লাহ ঐ ধরনের অবস্থা থেকে রক্ষা করবেন এবং আমরা এই বর্বরতার অভিযোগকে এভাবে অনুসরণ ও ব্যাখ্যা করি, "যদি কোন ব্যক্তি তোমাকে উৎপীড়ন করে তাহলে তুমিও তাকে উৎপীড়ন করবে এবং তাদের বলবে,"তোমরা কলুষিত, দ্বিতীয়ত ঃ খৃস্টানরা আল্লাহর নবী সম্পর্ক আক্রমণাত্মক অভিযোগ উথাপন করেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, হযরত ঈশা (যীশু) (আঃ) মদ পান করতেন। কারণ তিনি অভিযুক্ত হয়ে ক্রুশ বিদ্ধ হয়েছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

আমি লোকটিকে বললাম যে, খৃস্টানরা এভাবে বলে না, "হ্যাঁ তারা করে" এটা ছিল উত্তর "এবং তুমি তা জান না এটা পবিত্র বাইবেলে এভাবেই লিপিবদ্ধ আছে। আমি চুপ হয়ে গেলাম। প্রথম বার লোকটি সঠিক ছিল। কিন্তু দ্বিতীয়বার তা যথার্থ ছিল না। যাই হোক, আমি এই বিষয় নিয়ে লোকটির সাথে আর কথা বলতে চাইলাম না। অন্যথায় তারা আমার ইসলামী লেবাস-এর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতে পারে। পরবর্ত্তী সময়ে আমি এসব বিতর্ক এড়িয়ে চলি।

২. ইসলাম এক সময় কর্তৃপক্ষীয় ও প্রশাসনিক ধর্ম ছিল এবং মুসলমানরা শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য, এই শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিরা এখন দাসে পরিণত হয়েছে। তা না হলে ইসলামের ইতিহাসকে বিকৃত করা যেত না। তাদের বলা যেত না যে, এক সময় তোমারা যে সম্মান ও মর্যাদা পেয়ে এসেছে তা ছিল কিছু অনুকূল পরিবেশের ফল। যা ছিল এখন তা বিগত এবং তারা আর আগের অবস্থায় ফিরে যেতে পারবে না।

৩. আমরা অত্যন্ত চিন্তিত ছিলাম যে, ইরানী ও অটোমানরা আমাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জেনে যাবে এবং তা বানচালের চেষ্টা করবে। তৎসত্ত্বেও বাস্তবতা হচ্ছে এই দুটি রাষ্ট্র ইতিমধ্যে অনেকখানি দুর্বল হয়ে পড়ে। যদিও তাদের একটি কেন্দ্রীয় সরকার ছিল, যাদের ছিল সম্পদ, অস্ত্র এবং কর্তৃপক্ষ।

৪. আমরা চরমভাবে মুসলমান মনীষীদের সম্পর্কে অস্থিরতায় ভুগছিলাম। আমাদের কাজের ক্ষেত্রে ইস্তামবুল, আল আজহার, ইরাক ও দামেস্কর মনীষীরা ছিলেন অনতিক্রম্য বাঁধা স্বরূপ। তারা এমনি ধরনের দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্যের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে কোরআন আল করিমে বর্ণিত বেহেসতের প্রতি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন। ফলে তারা কখনো তাদের নীতি আদর্শের সঙ্গে সামান্যতম আপসও করেন নি। জনগণও তাদের অনুসরণ করতো। এমনকি সুলতানও তাদের সমীহ করতেন। সুন্নিরা শিয়াদের মতো অন্ধভাবে মনীষীদের অনুগত ছিল না। শিয়ারা গ্রন্থাদি পাঠ করতো না। তারা শুধুমাত্র মনীষীদের মানতো। তারা সুলতানের প্রতিও যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করতো না। অপরদিকে সুন্নিরা গ্রন্থাদি পাঠ করতো, মনীষীদের ও সুলতানকে সম্মান করতো।

পরবর্ত্তী সময়ে আমরা কয়েকটি ধারাবাহিক সম্মেলনের প্রস্তুতি গ্রহণ করি। মাঝে মাঝে আমরা ক্লান্ত হয়ে দেখতাম যে, আমাদের জন্য সব পথ বন্ধ হয়ে গেছে। আমাদের গোয়েন্দাদের প্রেরিত রিপোর্টসমূহ সর্বদাই হতাশাব্যঞ্জক ছিল এবং এক সময় সম্মেলনসমূহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আমরা আশার আলো খুঁজে পেতাম না। কারণ আমাদের মধ্যে ধৈর্য্যশীল, সহিষ্ণু অভ্যাসের লোকজনের অভাব ছিল। আমদের একটি সম্মেলনে মন্ত্রী স্বয়ং এবং গুটিকয়েক বিশেষজ্ঞ উপস্থিত ছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

আমরা ছিলাম ২০ জন। আমাদের সম্মেলন ৩ ঘণ্টা স্থায়ী ছিল। চূড়ান্ত অধিবেশন কোন ফলপ্রসূ সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেষ হয়। তথাপিও একজন যাজক বলেন, "চিন্তা করবেন না। মসিহ ও তার সঙ্গীরা ৩'শ বছরের নিগ্রহের পর ফল লাভ করেছিলেন। আমরা আশা করতে পারি অজানা পৃথিবী থেকে তিনি আমাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন এবং অবিশ্বাসীদের (তার মতে মুসলমানরা) তাদের কেন্দ্র থেকে ৩শ বছর পরে হলেও উৎখাত করতে আমাদের জন্য একটি সৌভাগ্যের বর দান করবেন। একটি দৃঢ় বিশ্বাস এবং দীর্ঘ অধ্যবসায়ের মাধ্যমে আমরা অবশ্যই শক্তিশালী হয়ে উঠবো। কর্তৃপক্ষীয় শক্তি সঞ্চয়ে আমাদের গণমাধ্যমের প্রতিটি শাখা দখল করতে হবে এবং সকল সম্ভাব্য পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। আমাদের অবশ্যই মুসলমানদের মধ্যে খৃস্টিয় মতবাদ ছড়িয়ে দিতে হবে। আমাদের লক্ষ্য অর্জনে এটা যদি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরেও চলতে থাকে তাও ভালো। বাবার কাজ তার ছেলেদের জন্য।"

একটি সম্মেলনে রাশিয়া, ফ্রান্স এমনকি ইংল্যান্ড থেকেও ধর্মবেত্তা ও কূটনীতিকরা অংশ গ্রহণ করেন। আমি অত্যন্ত ভাগ্যবান যে, ঐ সম্মেলনে আমিও যোগ দিতে পেরে ছিলাম। কারণ মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে আমার অত্যন্ত সুসম্পর্ক ছিল। সম্মেলনে স্পেনের মতো মুসলমানদের মধ্যে উপদল তৈরি করে তাদের মধ্যে অবিশ্বাস সৃষ্টি এবং তাদের খৃস্টান বানানোর একটি পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। কিন্তু তারপরও সম্মেলনের সমাপ্তি আশাতীত ফল লাভে ব্যর্থ হয়। আমি সম্মেলনে আলোচিত সকল কথা-বার্তা আমার রচিত "লা মালকুত-ইল-মসিহ" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছি।

মাটির গভীরে প্রোথিত ও বিশাল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গাছের হঠাৎ মূলোৎপাটন অত্যন্ত কষ্ট সাধ্য। কিন্তু আমাদের অবশ্যই এগুলো অতিক্রমের জন্য ব্যাপক কষ্ট করতে হবে। খৃস্ট ধর্মে আমাদের প্রভু মসিহ আমাদের এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু খারাপ অবস্থা এই ছিল যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এক সময় মুহাম্মদ (সাঃ)-কে সাহায্য করেছিল। কিন্তু সে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে এবং আপদ-বালাই (তার মতে ইসলাম) দূর হয়েছে। আমরা আজকাল আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে। আমাদের মন্ত্রণালয়ের দূত ও অন্যান্য খৃস্টিয় সরকারের মহৎ কাজের ফলে মুসলমানদের অবস্থা এখন খারাপের দিকে রয়েছে। অপরদিকে খৃস্টানরা প্রতিপত্তি অর্জন করছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে হারিয়ে ফেলা জায়গা পূন অধিগ্রহণের এখনই উপযুক্ত সময়।

শক্তিধর যুক্তরাজ্য ইসলামকে নির্মূল করার ক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করছে।

www.nagorikpathagar.org

পরিচ্ছেদ-এক.

পর্ব-দুই.

মুসলমানদের মধ্যে ভাঙ্গন ধরানোর জন্য উপনিবেশসমূহের মন্ত্রী তথ্য সংগ্রহের জন্য আমাকে গোয়েন্দা হিসেবে হিজরি ১১২২ মোতাবেক ১৭১০ খৃস্টাব্দে মিসর, ইরাক, হিজায ও ইস্তামবুলে প্রেরণ করেন। মন্ত্রণালয় একই মিশনে কাজ করার জন্য একই সময়ে আরো ৯ জন লোককে নিয়োগ করে। টাকা-কড়ি, তথ্য ও ম্যাপ ছাড়াও আমাদেরকে রাষ্ট্রনায়ক মনীষী ও উপজাতি প্রধানদের একটি নামের তালিকা দেওয়া হয়। সচিবের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময়কার একটি কথা আমি কখনো ভুলতে পারি না; সচিব বললেন, "আপনাদের সফলতার উপরই আমাদের রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। সুতরাং আপনারা আপনাদের সকল শক্তি নিয়ে কাজ করবেন।"

আমি ইসলামী খিলাফতের কেন্দ্রবিন্দু ইস্তামবুলের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আমার প্রাথমিক কাজ ছাড়াও আমি তুর্কি ও মুসলমানদের দেশীয় ভাষা ভালোভাবে রপ্ত করেছিলাম। লন্ডনে থাকাকালীন আমি তুর্কি, আরবী (কোরআনের ভাষা), ফারসি (ইরানী ভাষা) ভাষার অনেক কিছুই শিখেছিলাম।

তথাপিও একটি ভাষা শেখার পর ঐ ভাষায় স্থানীয়রা যেভাবে কথা বলে তার সঙ্গে বিস্তর ব্যবধান থাকে। কয়েক বছরে দক্ষতা অর্জনের পরও এই ব্যবধান কমিয়ে আনতে বেশ সময় লাগে। জনগণের সন্দেহ থেকে মুক্ত থাকার জন্য আমি তুর্কি ভাষার খুটিনাটি সম্পর্কেও শিক্ষা গ্রহণ করি।

তারা আমাকে সন্দেহ করছে এ বিষয়ে আমি কখনো চিন্তিত ছিলাম না। কারণ মুসলমানরা তাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছ থেকে সহনশীলতা, উদারতা ও পরোপকারিতার শিক্ষা পেয়েছে। তারা আমাদের মতো সন্দেহপ্রবণ নয়। তারপরেও গোয়েন্দাদের গ্রেফতার করতে, সে সময়কার তুর্কি সরকারের কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। একটি অত্যন্ত ক্লান্তিকর ভ্রমণের পর আমি ইস্তামবুলে পৌঁছলাম। আমি আমার নাম মুহাম্মদ বললাম এবং মসজিদে যাতায়াত শুরু করলাম। আমি মুসলমানদের শৃঙ্খলা, পরিচ্ছন্নতা ও আনুগত্যের পথটি পছন্দ করলাম। এক পর্যায়ে আমি নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন আমরা এই নিরপরাধ লোকদের

www.nagorikpathagar.org

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি।" এটাই কি প্রভু মসিহ আমাদের উপদেশ দিয়েছেন? কিন্তু মুহূর্তেই আমি এই শয়তানি চিন্তা [!] থেকে সরে আসলাম, এবং আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

ইস্তামবুলে আমি "আহমদ এফেনদি নামের একজন প্রবীন মনীষীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তার মতো এমন ব্যক্তিত্ব, উদারতা ও নির্মল আধ্যাত্মিকতা আমি কখনো আমাদের কোন ধর্মীয় লোকের মধ্যে পাইনি। এই লোকটি মুহাম্মদ (সাঃ)-কে অনুসরণ করতে রাতদিন নিজেকে ব্যাপৃত রাখতেন। তার মতে মুহাম্মদ (সাঃ) সঠিক ও শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন। যখনই তিনি তার নাম স্মরণ করতেন তখনই তার চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠতো। আমি অত্যন্ত ভাগ্যবান ছিলাম এই কারণে যে, তিনি কখনো আমাকে আমি কে এবং কোথা থেকে এসেছি এ প্রশ্ন করেন নি। তিনি আমাকে "মুহাম্মদ এফেনদি" বলে সম্বোধন করতেন। তিনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতেন এবং আমাকে কোমলতা ও সহানুভূতির সঙ্গে শিক্ষা দিতেন। তিনি আমাকে ইস্তামবুলে কাজ করতে আসা হযরত মুহাম্মদের প্রতিনিধি খলিফার ছত্রছায়ায় বসবাসরত একজন মেহমান হিসেবে বিবেচনা করতেন। বস্তুতপক্ষে এটাই ছিল ইস্তামবুলে আমার বসবাসের ছল-চাতুরি।

একদিন আমি আহমদ এফেনদিকে বললাম, "আমার পিতামাতা গত হয়েছেন, আমার কোন ভাই-বোন নেই এবং আমার কোন সম্পত্তিও নেই। আমি ইসলামের এই কেন্দ্রে এসেছি বসবাস এবং কোরআন-আল-করিম এবং সুন্নতের শিক্ষা গ্রহণের জন্য। যাতে আমি ইহলৌকিক ও পরলৌকিক বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারি।" তিনি আমার এই কথায় অত্যন্ত খুশি হলেন এবং বললেন, "এই তিনটি কারণে তুমি পুরস্কৃত হবে।" তিনি যা বলেছিলেন আমি হুবহু তাই লিখছি।

১. তুমি একজন মুসলমান। সকল মুসলমান ভাই ভাই।
২. তুমি একজন মেহমান। 'রাসুলুল্লাহ সালল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' ঘোষণা করেছেন, "তোমার মেহমানের প্রতি আন্তরিক আতিথেয়তা প্রদর্শন কর।"
৩. তুমি কাজ করতে চাও। হাদিস শরীফে আছে যে, "যে ব্যক্তি কাজের লোক আল্লাহ তাকে পছন্দ করেন।"

এই কথাগুলো আমার খুব ভালো লেগেছিল। আমি নিজেকে নিজে প্রশ্ন করেছিলাম, "খৃস্টিয় মতবাদে এর চাইতেও ধ্রুব সত্য বলে কি কিছু আছে? কিন্তু লজ্জাকর হলেও সত্য সেখানে একটিও সত্য নেই।" আমি এই ভেবে আশ্চর্য হয়েছিলাম যে, ইসলাম এমন একটি মহান ধর্মমত যা এই সব লোকের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে যারা জীবনে কি ঘটতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে একেবারেই অসচেতন।

আমি আহমদ এফেনদিকে বললাম যে, আমি কোরআন-আল-করিম শিখতে চাই। তিনি উত্তর দিলেন, তিনি আমাকে আনন্দের সঙ্গে পড়াবেন এবং আমাকে সুরা

www.nagorikpathagar.org

ফাতেহা দিয়ে পড়ানো শুরু করলেন। তিনি এর যথার্থ ব্যাখ্যা করলেন। কিছু কিছু শব্দ উচ্চারণ করতে আমার ভীষণ সমস্যা হতো। দুই বছরের মধ্যে আমি কোরআন-আল-করিম সম্পূর্ণ পড়ে ফেললাম। প্রতিটি পাঠের আগে তিনি নিজে ওজু করতেন এবং আমাকেও ওজু করার নির্দেশ দিতেন। তিনি কেবলার (কাবা) দিকে মুখ করে পাঠদান শুরু করতেন।

মুসলমানদের ওজু হচ্ছে একটি ধারাবাহিক ধৌত প্রক্রিয়া।

১. মুখমন্ডল ধৌতকরণ।
২. ডান হাতের আঙ্গুলসমূহ থেকে কনুই পর্যন্ত ধৌতকরণ।
৩. বাম হাতের আঙ্গুলসমূহ থেকে কনুই পর্যন্ত ধৌতকরণ।
৪. মেসহ করা (দুই হাত, মাথা, কান ও গলার পিছনে হালকাভাবে ঘুরিয়ে আনা।
৫. দুই পা ধৌতকরণ।

মেছওয়াক করা আমার জন্য ছিল অত্যন্ত বিরক্তিকর। মেছওয়াক হচ্ছে একটি গাছের ডাল যা দিয়ে মুসলমানরা মুখ ও দাঁত পরিস্কার করে থাকে। আমি চিন্তা করতাম এই গাছের ডালের টুকরা মুখ ও দাঁতের জন্য ক্ষতিকর। মাঝে মাঝে এতে আমার মুখ কেটে গিয়ে রক্ত বের হতো। তা সত্ত্বেও আমি এটা ব্যবহার করতাম। তাদের মতে, মেছওয়াক ব্যবহার হচ্ছে রাসুলুল্লাহর একটি মক্কি সুন্নত। তারা বলতো এই ডালটি বড় উপকারী। বস্তুতপক্ষে আমার দাঁতের রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছিল এবং সে সময় আমার মুখের দুর্গন্ধ (যা অধিকাংশ বৃটিশবাসীর রয়েছে) দূর হয়।

ইস্তামবুলে থাকাকালীন আমি একটি কক্ষে রাত কাটাতাম। আমি মসজিদে কর্মরত এক ব্যক্তির কাছ থেকে এটি ভাড়া নিয়েছিলাম। এই ব্যক্তির নাম ছিল মারওয়ান এফেনদি। মারওয়ান হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর একজন সাহাবীর নাম। এই ব্যক্তিটি অত্যন্ত ভীরু প্রকৃতির ছিল। সে তার নামের মহিমা ফলাও করে প্রচার করতো এবং "ভবিষ্যতে আমার পুত্র সন্তান হলে তার নাম মারওয়ান রাখার জন্য বলতো। কারণ মারওয়ান ছিলেন ইসলামের এক বীর সেনানী। মারওয়ান এফেনদি আমার জন্য রাতের খাবার তৈরি করতো।

মুসলমানদের জন্য ছুটির দিন শুক্রবারে আমি কাজে যেতাম না। সপ্তাহের অন্য দিনগুলোতে আমি সাপ্তাহিক পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে খালিদ নামে এক কাঠ মিস্ত্রির ওখানে কাজ করতাম। কারণ আমি সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত খন্ডকালীন কাজ করতাম। তিনি আমাকে অর্ধেক মজুরী দিতেন। বাকি অর্ধেক মজুরী অন্য শ্রমিকদের দিতেন। এই কাঠ মিস্ত্রি তার অবসর সময়ের বেশিরভাগই "খালিদ বিন ওয়ালিদের" বীরত্ব গাঁথার কথা শোনাতেন। খালিদ বিন ওয়ালিদ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর একজন সাহাবী এবং একজন বীর মুজাহিদ (ইসলামের বীর যোদ্ধা) ছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

তিনি ইসলামের বেশ কিছু সফল অভিযানের নায়ক ছিলেন। তা সত্ত্বেও উমর বিন খাত্তাবের খিলাফত কালে খালিদ বিন ওয়ালিদের খিলাফত থেকে বরখাস্তের বিষয়টি কাঠ মিস্ত্রির হৃদয়কে ব্যাথিত করে তুলেছিল।

খালিদ নামের যে কাঠ মিস্ত্রির ওখানে আমি কাজ করতাম সে একজন অনৈতিক এবং অতিশয় স্নায়ু বিকারগ্রস্ত মানুষ ছিল। যে কোন কারণেই হোক সে আমাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করতো। এর কারণ আমি জানতাম না। তবে সম্ভবত আমি তাকে সব সময় মান্য করতাম বলেই হয়ত সে এমনটি করতো। সে শরীয়তের বিধি-বিধান মানতো না। অবশ্য সে যখন বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে থাকতো তখন সে শরীয়তের বিধি-বিধান মানার ব্যাপারে আনুগত্য প্রদর্শন করতো। সে শুক্রবারে নামায পড়তো। কিন্তু অন্য দিনগুলোতে তার প্রতিদিন নামায পড়ার ব্যাপারে আমি নিশ্চিত ছিলাম না। আমি দোকানে নাস্তা করতাম। কাজ শেষে দুপুরের নামায পড়ার জন্য মসজিদে যেতাম এবং বিকেলের নামায পড়ার সময় পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করতাম। বিকেলের নামায শেষে আমি আহমদ এফেনদির ওখানে যেতাম। তিনি আমাকে দুই ঘন্টা আরবী ও তুর্কি ভাষায় কোরআন আল করিম পাঠদান (মুখে উচ্চারণ করে) করতেন। আমাকে কোরআন আল করিম শিক্ষাদানের জন্য প্রতি শুক্রবার আমি আমার সাপ্তাহিক উপার্জনের অর্থ তার হাতে তুলে দিতাম। বস্তুতপক্ষে তিনি আমাকে উত্তমভাবে কোরআন-আল-করিম পাঠের শিক্ষা দিতেন এবং ইসলাম ধর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আরবী ও তুর্কি ভাষায় ব্যাখ্যা করতেন। যখন আহমদ এফেনদি জানলেন যে, আমি অবিবাহিত তখন তিনি তার এক কন্যাকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে চাইলেন। আমি তার প্রস্তাবে রাজি হলাম না। কিন্তু তিনি আমাকে পীড়াপীড়ি করে বলতে লাগলেন যে, বিয়ে হচ্ছে নবীর সুন্নত এবং নবী বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার সুন্নত পালন করে না সে আমার কাছ থেকে দূরে সরে যায়।" দৃশ্যত এই বিষয়টি আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ককে শেষ করে দিত। কিন্তু আমি তাকে মিথ্যা কথা বলি যে, আমি আমার পুরুষত্ব হারিয়ে ফেলেছি। অতঃপর আমি আমাদের গ্রহণযোগ্যতা এবং বন্ধুত্ব চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিশ্চিত হই।

ইস্তামবুলে আমার দুবছরকাল থাকার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে আমি আহমদ এফেনদিকে জানাই যে, "আমি দেশে ফিরতে চাই। তিনি বলেন, না যেও না। কেন তুমি চলে যেতে চাও? তুমি যা কিছু চাও ইস্তামবুলে তাই পেতে পার। আল্লাহু তায়ালা একই সাথে এই নগরে ধর্ম ও পৃথিবী দিয়েছেন। তুমি বলেছ তোমার মা-বাবা মারা গেছে এবং তোমার কোন ভাই-বোন নেই। তুমি ইস্তামবুলে কেন থেকে যাচ্ছো না?" আহমদ এফেনদি আমার সঙ্গ-র উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। এ কারণে তিনি আমার সঙ্গ ছাড়তে রাজি ছিলেন না এবং ইস্তামবুলে বাড়ি তৈরির জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করেন। কিন্তু আমার দেশ প্রেমিক কাজের তাগিদ অর্থাৎ খিলাফতের কেন্দ্র সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট প্রদান ও নতুন কাজের আদেশ গ্রহণের জন্য আমি লন্ডনে ফিরে যেতে বাধ্য।

www.nagorikpathagar.org

ইস্তামবুলে থাকাকালীন আমি আমার মাসিক পর্যবেক্ষণের রিপোর্ট উপনিবেশসমূহের মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতাম। আমার স্মরণ আছে যে, আমি একবার আমার এক রিপোর্টে উক্ত লোকটির ব্যাপারে কি করা যায় জানতে চেয়েছিলাম। আমাকে বলা হলো তার সাথে পায়ু মৈথুন অনুশীলন করার জন্য। উত্তরটি ছিল এ রকম: "তোমার লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হলে তুমি এটা করতে পারো।" এই উত্তর শুনে আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হই ও ঘৃণা প্রকাশ করি। আমার মনে হলো সারা পৃথিবী আমার মাথার উপর ভেঙ্গে পড়েছে। আমি এরই মধ্যে জেনেছিলাম যে, এ ধরণের লাম্পট্য ইংল্যান্ডে অতি সাধারণ বিষয়। তথাপি আমার ক্ষেত্রে এটা কখনো ঘটেনি। আমার উচ্চপদস্থরাও আমাকে এধরনের কাজ করতে নির্দেশ দেননি। আমি কি করবো? ওষুধের তলানি পর্যন্ত ফেলে দেওয়া ছাড়া আমার করণীয় কিছুই ছিল না। সুতরাং আমি চুপচাপ থেকে আমার কাজ চালিয়ে যেতে লাগলাম।

আহমদ এফেনদিকে বিদায় জানানোর সময় তার চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠে এবং তিনি আমাকে বলেন যে, "হে আমার পুত্র, আল্লাহ তোমার সহায় হোন। যদি কখনো ইস্তামবুলে ফিরে এসে দেখ যে আমি মারা গেছি তা হলে আমাকে স্মরণ করো। আমার আত্মার জন্য সুরা ফাতেহা পাঠ করো। আমরা বিচারের দিন রাসুলুল্লাহর সামনে সাক্ষাৎ করবো।" বস্তুতপক্ষে আমি অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হই এবং আমার চোখ থেকে উষ্ণ জলের ধারা নেমে আসে। যাই হোক আমার দায়িত্ববোধ স্বভাবতই দৃঢ় ছিল।

www.nagorikpathagar.org

পরিচ্ছেদ-এক.

পর্ব-তিন.

আমার আসার আগেই আমার বন্ধুরা লন্ডনে ফিরে আসে এবং মন্ত্রণালয় থেকে তারা নতুন নির্দেশনাও লাভ করে। ফিরে আসার পর আমিও নতুন নির্দেশনা পাই। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের মধ্যে মাত্র ছয়জন ফেরৎ আসে।

সচিব জানান, বাকি ৪ জনের মধ্যে একজন মুসলমান হয়ে মিসরে থেকে গেছে। তবুও সচিব মহোদয় অসন্তুষ্ট নন, কারণ তিনি জানান যে, সে (যে লোকটি মিসরে থেকে গেছে) বিশ্বাসঘাতকতা করে কোন গোপন তথ্য ফাঁস করেনি। দ্বিতীয়জন রাশিয়া চলে গেছে এবং সেখানে থেকে গেছে। জাতিগতভাবে সে একজন রুশ। সচিব তার জন্য অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করলেন, অবশ্য তার রাশিয়া চলে যাওয়ার কারণে নয়। বরং রাশিয়ার পক্ষে উপনিবেশসমূহের মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরির কাজ করে সে তার মিশন শেষ করেছে। সচিবের বর্ণনা মতে তৃতীয় জন বাগদাদের পার্শ্ববর্তী ইমারা নামক স্থানে প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। চতুর্থ জন ইয়েমেনের সানায় ছিলেন। মন্ত্রণালয় এক বছর যাবৎ তার রিপোর্ট পেয়েছে। কিন্তু এরপর তার আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। মন্ত্রণালয় এই চারজনের অন্তর্ধানকে আকস্মিক দুর্ঘটনা বলে মনে করে। লোকসংখ্যা কম হলেও জাতি হিসেবে আমাদের বিশাল দায়িত্ব রয়েছে। পরবর্তী সময়ে আমরা প্রতিটি লোক সম্পর্কে সুন্দর সমীকরণ করতে সক্ষম হবো। আমার কয়েকটি রিপোর্টের পর সচিব বাকি চারজনের রিপোর্ট বাছাই করার জন্য একটি সভা করলেন। আমার বন্ধুরা যখন তাদের কাজের ফিরিস্তি দিয়ে রিপোর্ট পেশ করলেন তখন আমিও আমার রিপোর্ট পেশ করলাম। তারা আমার রিপোর্ট থেকে কিছু নোট টুকে নিলেন। মন্ত্রী, সচিব ও সভায় অংশ গ্রহণকারীদের কয়েকজন আমার কাজের প্রশংসা করলেন। তথাপিও আমি ছিলাম তৃতীয় উত্তম। প্রথম উত্তম হয়েছিল আমার বন্ধু "জর্জ বেলকুড" এবং দ্বিতীয় উত্তম হয়েছিল "হেনরি ফ্যানস।"

আমি সন্দেহাতীতভাবে তুর্কি ও আরবী ভাষা, কোরআন ও শরীয়ত সম্পর্কিত শিক্ষায় ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছিলাম। তখনো আমি অটোমান সম্রাটদের দুর্বল দিক নিয়ে মন্ত্রণালয়ে পেশ করার জন্য কোন রিপোর্ট তৈরি করতে পারিনি। দুঘণ্টা

www.nagorikpathagar.org

সভা চলার পর সচিব আমার ব্যার্থতার কারণ জানতে চাইলেন। আমি বললাম, "আমার প্রয়োজনীয় কাজ ছিল ভাষা, কোরআন ও শরীয়ত সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করা। এর বাইরে অন্য কিছুর জন্য আমি সময় দিতে পারিনি। আপনি যদি এবার আমাকে বিশ্বাস করেন তাহলে আমি আপনাকে খুশি করতে পারবো। সচিব বললেন, তুমি অবশ্যই সফল হবে। তিনি আশা প্রকাশ করলেন, আমি প্রথম গ্রেড অর্জনে সক্ষম হবো। তিনি প্রস্থান করারর সময় বললেন ঃ–

"ওহে হ্যামফার, তোমার পরবর্ত্তী মিশনের জন্য দুটি কাজ।"

১. মুসলমানদের দুর্বল জায়গার খোঁজ নিতে হবে। সেই দুর্বল জায়গা দিয়ে আমরা তাদের দেহে প্রবেশ করবো এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খুলে ফেলব। বস্তুতপক্ষে শত্রুকে ঘায়েল করার এটাই পথ।"
২. "যে সময় তুমি এ সকল দিক চিহ্নিত করতে সক্ষম হবে তখন আমি যা বলেছি তাই করবে। (অন্য বাক্যে আছে) যখন তুমি মুসলমানদের রজ্জুহীন করতে সক্ষম হবে এবং একজনকে আরেকজনের বিরুদ্ধে বিবাদে লিপ্ত করতে সক্ষম হবে তখনই তুমি হবে সবচেয়ে সফল এজেন্ট এবং মন্ত্রণালয় থেকে অর্জন করবে একটি মেডেল।"

আমি ছয় মাস লন্ডনে অবস্থান করি এবং আমার ফুফাত বোনকে মারিয়া শ্যাভেকে বিয়ে করি। তখন আমার বয়স ২২ এবং ওর ২৩ বছর। মারিয়া শ্যাভে অত্যন্ত সুন্দরী, গড়পরতা বুদ্ধিমতি ও সাধারণ সংস্কৃতিমনা রমণী ছিলেন। তার সঙ্গে কাটানো দিনগুলো ছিল আমার জীবনের সবচাইতে সুখী ও উল্লাসমুখর দিন। আমার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা ছিলেন। আমরা নতুন অতিথির অপেক্ষায় ছিলাম। এমন সময় আমাকে ইরাক গমনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।

আমার সন্তানের জন্মের জন্য অপেক্ষারত অবস্থায় ইরাক যাওয়ার নির্দেশ আমাকে ভারাক্রান্ত করলো। যাই হোক আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল আমার দেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা, যা স্বামী ও বাবা হিসেবে আমার সকল আবেগের উর্দ্ধে ছিল। সুতরাং কোন রকম দ্বিধা না করেই আমি কাজ শুরু করি। আমার স্ত্রী সন্তান জন্ম না হওয়া পর্যন্ত এ মিশন স্থগিত করার কথা বললো। এখনও আমি স্মরণ করতে পারছি না যে, সে কি বলেছিল। বিদায়ের সময় আমরা দুজনই কাঁদছিলাম। আমার স্ত্রী বললো, আমাকে চিঠি লেখা বন্ধ করো না। আমি চিঠিতে তোমাকে 'সোনার চেয়েও দামি' আমাদের নতুন বাড়ির কথা লিখব। তার এসব কথা আমার হৃদয়ে ঝড়ের মাতম বইয়ে দেয়। আমি এই সফর বাতিল করার চিন্তা করি। তথাপি আমি আমার আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হই। তার কাছে আমার বিদায় প্রলম্বিত করে আমি চূড়ান্ত নির্দেশ গ্রহণ করার জন্য মন্ত্রণালয়ে গমন করি।

ছয় মাস পর আমি ইরাকের বসরা নগরীতে যাই। নগরবাসীর আংশিক শিয়া, আংশিক সুন্নি। বসরা হচ্ছে উপজাতি অধ্যুষিত শহর। এখানে রয়েছে আরব,

www.nagorikpathagar.org

পারসিক এবং অল্প সংখ্যক খৃস্টানসহ এক মিশ্র জনগোষ্ঠী। আমার জীবনে আমি এই প্রথম পারসিকদের সাক্ষাৎ পেলাম। এভাবে আমি শিয়াবাদ ও সুন্নিবাদের স্পর্শ পাই।

শিয়ারা "আলী বিন আবু তালিবের অনুসারী। তিনি ছিলেন মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কন্যা ফাতিমার স্বামী এবং মুহাম্মদ (সাঃ)-এর চাচাত ভাই। শিয়াদের মতে মুহাম্মদ (সাঃ) আলী এবং ১২ জন ইমামকে নিয়োগ করেছিলেন। আলীর অনুসারীরা তাকে খলিফা হিসেবে খিলাফতে আরোহন দেখতে চাইতেন।

আমার মতে, আলী, হাসান ও হুসেনের খিলাফতের উত্তরাধিকার বিষয়ে শিয়াদের অবস্থানই সঠিক। আমি ইসলামের ইতিহাস থেকে যতদূর জানি, খিলাফতের জন্য উচ্চ শিক্ষিত আলী উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন এবং আমার এও মনে হয় না যে, মুহাম্মদ (সাঃ) হাসান ও হুসেনকে খলিফা মনোনীত করেছিলেন। এ ব্যাপারেও আমার সন্দেহ আছে যে, মুহাম্মদ (সাঃ) হুসেনের পুত্র এবং তার ৮ নাতিকে খলিফা মনোনীত করেছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ওফাতের সময় হুসেন বালক ছিল। তিনি কি করে জানলেন যে, তার ৮টি নাতি হবে। যদি মুহাম্মদ (সাঃ) সত্যিকার অর্থে একজন নবী হয়ে থাকেন তাবে আল্লাহ্ তায়ালার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার পক্ষে জানা সম্ভব। যেমনটি জানতেন মসিহ্। খৃস্টানদের কাছে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নবুয়ত লাভের বিষয়টি এখনো সন্দেহজনক।

মুসলমানরা বলেন, "মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নবুয়ত লাভের বিষয়ে ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে। এর মধ্যে একটি কোরআন আল করিম(কোরআন)।" আমি কোরআন আল করিম পড়েছি। বস্তুতপক্ষে এটি একটি বিরাট গ্রন্থ। এমনকি এটা তোরাহ (তাউরাহ) এবং বাইবেল থেকে বিরাট। এর বিষয়বস্তু, নীতিমালা, বিধি-বিধান, নৈতিক নিয়ম-নীতির ইত্যাদির জন্য।

এটা আমার কাছে একটি অত্যাশ্চর্যের বিষয় মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মতো পড়ালেখা না জানা একজন লোক কি করে উচ্চ মানের একটি গ্রন্থ নিয়ে এসেছেন। আর কি করেই বা তার মধ্যে নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তি এবং ব্যক্তিগত যোগ্যতার স্ফুরণ ঘটলো। শিক্ষিত ও ঘনঘন বিদেশ ভ্রমণে অভ্যস্ত কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রেও এমনটি হয় না। আমি আশ্চর্য হচ্ছি যে, এসব প্রমাণ মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নবুয়তের প্রমাণ।

আমি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সত্য উদঘাটনের জন্য সবসময় পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা করতাম। একবার লন্ডনে আমি একজন যাজকের কাছে উক্ত ব্যাপারে আমার আগ্রহের কথা জানাই। তার উত্তর ছিল, ধর্মান্ধতায় ভরপুর ও একগুয়ে যা কোনক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। তুরস্কে থাকাকালীন আমি আহমদ এফেনদিকে এ বিষয়ে বহুবার প্রশ্ন করেছি। কিন্তু তার কাছ থেকে সন্তোষজনক উত্তর পাইনি। সত্য বলার জন্য আমি আর কখনো আহমদ এফেনদিকে এ বিষয়ের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিনি। কারণ এতে আমার গোয়েন্দাগিরি সম্পর্কে তিনি সন্দেহ পোষণ করতে পারেন।

আমি মুহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে খুব চিন্তা করতাম। সন্দেহ নেই তিনি আল্লাহর নবী। তার সম্পর্কে আমরা বই পুস্তকে পড়েছি। তথাপি একজন খৃস্টান হওয়ায়

www.nagorikpathagar.org

আমি এখন পর্যন্ত তার নবুয়ত প্রাপ্তি বিশ্বাস করি না। তবে এটা নিঃসন্দেহ যে, তিনি প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের মধ্যে শীর্ষে রয়েছেন।

অপরদিকে সুন্নিরা বলতো,"মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ওফাতের পর মুসলমানরা আবু বকর, উমর, ওসমান ও আলীকে খিলাফতের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচনা করে।" এ ধরণের বিতর্ক সব ধর্মেই রয়েছে। তবে খৃস্টিয় মতবাদেই বেশি। উমর ও আলীর মৃত্যুর পর থেকে আজ পর্যন্ত এই বিতর্ক চলে আসলেও এতে কোন সন্তোষজনক ফল লাভ হয়নি। আমার মতে যদি মুসলমানরা বিচারবুদ্ধি সম্পর্ক হয় তবে তাদের অতি পুরনো দিনের কথা বাদ দিয়ে বর্তমানকে নিয়ে ভাবতে হবে।

উপনিবেশসমূহের মন্ত্রণালয়ে একদিন আমি সুন্নি এবং শিয়াদের মধ্যে মতভেদের কথা উল্লেখ করে জানাই যে, "যদি মুসলমানরা জীবন সম্পর্কে কিছু জেনে থাকে তা হলে তারা শিয়া-সুন্নির মধ্যেকার মতভেদ ঘুচিয়ে ফেলে একতাবদ্ধ হতে পারবে।" কেউ একজন আমাকে বাঁধা দিয়ে আমার কথার প্রতিবাদ করে বললেন, আপনার কাজ হচ্ছে মতভেদ উস্কে দেওয়া, মুসলমানদের একতাবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে চিন্তা করা নয়।"

ইরাক যাওয়ার আগে সচিব আমাকে বললেন ও হে হ্যামফার, তোমার জানা উচিত আল্লাহ হাবিল ও কাবিল-এর সৃষ্টির পর থেকে প্রকৃতিগতভাবেই মানুষের মধ্যে মতভেদ চলে আসছে।" মসিহর পুনরুত্থানের আগে পর্যন্ত এ বিতর্কসমূহ চলতে থাকবে। সুতরাং বর্ণ, গোত্র, ভূ-খন্ডগত, জাতীয় এবং ধর্মীয় বিতর্কসমূহ অব্যাহত থাকবে।

তিনি আরো বললেন, "এ সময় তোমার কাজ হচ্ছে ভালোভাবে এই বিতর্কসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মন্ত্রণালয়ে রিপোর্ট পাঠাবে। আর তোমার পূর্ণ সফলতা নির্ভর করছে মুসলমানদের মধ্যে মতভেদের বিষয়টি আরো উস্কে দেওয়ার উপর। তা হলেই ইংল্যান্ডে তোমার কাজকে অসামান্য বলে মূল্যায়ন করা হবে।

আমরা ইংরেজরা কল্যাণকর ও বিলাসবহুল জীবন যাপনের জন্য আমাদের উপনিবেশসমূহে গীর্জায় অনিষ্টকর কাজ ও মতভেদ উস্কে দেই। এই ধরনের কাজ করা সম্ভব হলে অটোমান সম্রাটকে গুড়িয়ে দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব। অন্যথায় কি করে সল্প জনসংখ্যার একটি দেশ বৃহৎ জনসংখ্যার অন্য একটি দেশ শাসন করতে পারে। তোমার সর্বশক্তি দিয়ে গুহার মুখ খুঁজে দেখ এবং পাওয়ার সাথে সাথে ভেতরে প্রবেশ করো। তোমার জানা উচিত অটোমান ও ইরানের সম্রাট তাদের জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পড়েছে। অতঃপর তোমার প্রথম কাজ হচ্ছে, প্রশাসনের বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলা। ইতিহাসে দেখা যায়, সকল ধরণের বিপ্লবের উৎস হচ্ছে গণ বিদ্রোহ। যখন মুসলমানদের একতা ভেঙ্গে যাবে, তাদের মধ্যে সাধারণ সহানুভূতি থাকবে না, তাদের শক্তি ফুরিয়ে যাবে এবং তখন আমরা সহজেই তাদের ধ্বংস করতে সক্ষম হবো।

www.nagorikpathagar.org

পরিচ্ছেদ-এক.

পর্ব-চার.

বসরায় এসে আমি একটি মসজিদে আশ্রয় নেই। মসজিদের ইমাম সাহেবের নাম হলো শেখ উমর তাই। তিনি একজন সুন্নি এবং খাঁটি আরব বংশোদ্ভূত। আমি যখনই তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতাম তখনই গাল-গল্প শুরু করতাম। তথাপিও শুরুতে তিনি আমাকে সন্দেহ করতেন এবং নানা প্রশ্নবাণে জর্জরিত করতেন। নিম্নোক্ত মারাত্মক গাল-গল্প করে আমি টিকে গেলাম। "আমি তুরস্কের উগদির অঞ্চল থেকে এসেছি। আমি ইস্তামবুলের আহমদ এফেনদির শিষ্য। আমি খালিদ (হালিদ) নামের একজন কাঠ মিস্ত্রির ওখানে কাজ করতাম।" আমি তুরস্কে থাকাকালীন আমার কিছু অভিজ্ঞতার কথা তাকে জানালাম। তুর্কি ভাষায় আমি কিছু বাক্য আওড়ালাম। ইমাম সেখানে অবস্থানরত জনৈক ব্যক্তির দিকে এক চোখে তাকালেন এবং প্রশ্ন করলেন, আমি কি সঠিকভাবে তুর্কি ভাষায় কথা বলতে পারি। উক্ত ব্যক্তির উত্তর ছিল ইতিবাচক। ইমামকে বিশ্বাস করাতে পেরে আমি খুব উৎফুল্ল হলাম। তবুও আমার ভুল ছিল। কয়েকদিন পর আমি নিরাশ হয়ে দেখলাম ইমাম আমাকে একজন তুর্কি গোয়েন্দা হিসেবে দেখছেন। অতঃপর আমি জানলাম যে, সুলতান (অটোমান) কর্তৃক নিয়োজিত গভর্ণরের সঙ্গে ইমামের মতভেদ ও শত্রুতার সৃষ্টি হয়েছে।

শেখ উমর এফেনদির মসজিদ ত্যাগে বাধ্য হয়ে আমি বিদেশী ও পর্যটকদের জন্য নির্ধারিত একটি সরাইখানায় একটি কক্ষ ভাড়া নেই। সরাইখানার মালিক ছিল মুরশিদ এফেনদি নামের এক নির্বোধ। আমার ঘুম ভাঙানোর জন্য প্রতিদিন ভোরে ফজরের নামাযের আগে সে আমার দরজায় জোরে জোরে করাঘাত করে আমাকে বিরক্ত করতো। আমি তাকে মান্য করতাম। ফলে ঘুম থেকে জেগে আমি ফজরের নামায পড়তাম। তারপর সে বলতো,"সকালের নামাযের পর তোমার কোরআন আল করিম পাঠ করা উচিত। আমি যখন তাকে বলতাম ইসলামী বিধান মতে কোরআন-আল-করিম পাঠের বিষয়টি দূরবর্ত্তী কোন বিষয় নয় বলে আমি জানি। তা হলে এ বিষয়ে কেন আপনি আমাকে এতবেশি পীড়াপীড়ি করেন। তিনি উত্তর দিলেন, "এই সময়ে ঘুম এই সরাইখানা ও তার বাসিন্দাদের জন্য দারিদ্র ও দুর্ভাগ্য ডেকে আনবে। আমি তার কথা না শুনলে তিনি আমাকে সরাইখানা থেকে বের করে

www.nagorikpathagar.org

দিবেন। এরপর থেকে আযান দেওয়ার পর আমি ফজরের নামায পর্যন্ত এবং পরে এক ঘণ্টা কোরআন আল করিম পাঠ করতাম।

একদিন মুরশিদ এফেনদি আমার কাছে এসে বললেন, "তুমি যখন থেকে এই কক্ষটি ভাড়া নিয়েছ তখন থেকেই আমার দুর্ভাগ্যের শুরু হয়েছে। এটা তোমার অমঙ্গলের জন্যই হয়েছে। কারণ তুমি অকৃতদার। অকৃতদার (অবিবাহিত) থাকা অশুভ লক্ষণের সূচনা করে। হয় তুমি বিয়ে করো নতুবা সরাইখানা ত্যাগ কর।" আমি তাকে বললাম বিয়ে করার মতো আর্থিক সঙ্গতি আমার নেই। আমি আহমদ এফেনদিকে যা বলেছিলাম তাকে তা বলতে পারলাম না। মুরশিদ এফেনদি এমন এক প্রকৃতির লোক যে, আমি সত্য বলছি কিনা তা পরখ করার জন্য সে আমকে উলঙ্গ পর্যন্ত করতে দ্বিধা করবে না।

আমি আবারো একই কথা বলার পর মুরশিদ এফেনদি আমাকে ভৎর্সনা করে বললেন, "তোমার বিশ্বাস এতো ঠুনকো কেন! তুমি কি আল্লাহর আয়াত পাঠ করনি। এর তাৎপর্য হচ্ছে যদি তারা দরিদ্র হয় তাহলে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর দয়া দিয়ে তাদের ধনী বানিয়ে দেন"? আমি স্তম্ভিত হয়ে পড়লাম। পরে আমি বললাম, "ঠিক আছে আমি বিয়ে করবো। কিন্তু আপনি কি প্রয়োজনীয় টাকা পয়সা দিবেন। অথবা আপনি কি এমন মেয়ের সন্ধান দিতে পারেন, যে আমাকে কিছু অর্থ সাহায্য করতে পারে।" কিছুক্ষণ ভেবে মুরশিদ এফেনদি বললেন, "তোমার কথা আমি গ্রাহ্য করিনা। হয় রজব মাসের শুরুতে বিয়ে কর নতুবা সরাইখানা ছেড়ে দাও।" সে সময় রজব মাস শুরুর মাত্র ২৫ দিন বাকি ছিল। ঘটনাক্রমে আমাকে আরবী মাসের নাম বলতে বলল, মুহররম, সফর, রবিউল আওয়াল, রবিউল আখির, জামাদিউল আওয়াল, জামাদিউল আখির, রজব, শাবান, রমযান, শাওয়াল, জিলকদ, জিলহজ্জ। এ মাস সমূহ ৩০ দিনের বেশি নয় এবং ২৯ দিনের কমও নয়। চান্দ্র গণনার মাধ্যমে এগুলোর হিসাব হয়। এক কাঠ মিস্ত্রির সহকারীর চাকরি নিয়ে আমি এফেনদির সরাইখানা ত্যাগ করি। আমার বেতন অতি সামান্য হলেও নিয়োগকর্তা আমার থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। আমি রজব মাসের আগেই কাঠ মিস্ত্রির দোকানে কাজে যোগ দেই। এই কাঠমিস্ত্রি অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন। তিনি আমাকে তার ছেলের মতো মনে করতেন। তার নাম আবদ-উর-রিজা। তিনি ইরানের খোরাশানের শিয়া সম্প্রদায়ভূক্ত ছিলেন। তার সঙ্গ পেয়ে আমি ফারসি ভাষা শেখা শুরু করলাম। প্রতিদিন বিকেলে ইরানী শিয়া সম্প্রদায়ের লোকজন তার ওখানে আসতেন এবং রাজনীতি ও অর্থনীতি থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। বেশিরভাগ সময় তারা তাদের নিজস্ব সরকার এবং ইস্তামবুলের খলিফার বিরুদ্ধে কথা বলতেন না। কোন বিদেশী উপস্থিত হলে তখন তারা প্রসঙ্গ বদলে ব্যক্তিগত কথা-বার্তা শুরু করতেন।

তারা আমাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করতেন। যাই হোক পরে আমার তুর্কি ভাষায় কথা শুনে তারা আমাকে আজারবাইযানি মনে করতো।

www.nagorikpathagar.org

মাঝে মাঝে এক যুবক ছাত্র আমাদের কাঠ মিস্ত্রির দোকানে আসতো। সে একজন বৈজ্ঞানিক গবেষক ছিল। সে আরবী, ফারসি ও তুর্কি ভাষা বুঝতো। তার নাম ছিল মুহাম্মদ বিন আবদ উল ওয়াহাব নজদি। এই যুবকটি অত্যন্ত অমার্জিত ও দুর্বল প্রকৃতির লোক ছিল। সে যখন তখন অটোমান সরকারকে দোষারোপ করলেও ইরানী সরকারকে কখনো খারাপ বলতো না। এই লোকটির সঙ্গে দোকান মালিক আবদ-উর-রিজার বন্ধুত্বের কারণ ছিল এরা উভয়েই ইস্তামবুলে খলিফার প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন ছিলেন। কিন্তু কি করে এই যুবক সুন্নি হওয়া সত্ত্বেও আবদ-উর-রিজার মতো একজন পারসিক ও শিয়ার বন্ধু হতে পারে? এই নগরে সুন্নিরা শিয়াদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতো, এমনকি ভাইয়ের মতো আচরণ করতো। নগরের অধিকাংশ বাসিন্দা আরবী, ফারসি এবং তুর্কি ভাষা বুঝতো।

মুহাম্মদ নজদি সর্বান্তকরণে একজন সুন্নি ছিলেন। অধিকাংশ সুন্নি শিয়াদের নিন্দা করতো অবিশ্বাসী হিসেবে। কিন্তু এই লোকটি কখনো শিয়াদের গালি দিতো না। তার মতে সুন্নিদের ৪টি মাজহাবের মধ্যে একটিকে গ্রহণ করার কোন কারণ নেই। সে বলতোঃ এই সব মাজহাবের বিষয়ে আল্লাহর গ্রন্থে কোন প্রমাণ নেই। এ বিষয়ে সে ইচ্ছাকৃতভাবে আল আয়াত ও হাদিস আস শরীফ অগ্রাহ্য করতো।

চার মাজহাবের বিষয়টি হচ্ছে ঃ হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর ওফাতের এক শতাব্দী পর সুন্নি মুসলমানদের মধ্য থেকে চার জন মনীষীর আত্মপ্রকাশ ঘটে। এরা হচ্ছেনঃ আবু হানিফা, আহমদ বিন হামবল, মালিক বিন আনাস, এবং মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস শাফি। কোন কোন খলিফা এই চার মনীষীর মধ্যে একজনকে অনুসরণের জন্য সুন্নিদের চাপ প্রয়োগ করেন। তারা বলতেন, অন্য কেউ নয় এই কোরআন-আল-করিম অথবা সুন্নত হিসেবে বর্ণিত ইজতিহাদ একমাত্র এদের দ্বারাই সম্পন্ন হয়েছে। এ কারণে জ্ঞানের প্রবেশ দ্বার মুসলমানদের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। ইসলামের পথ অচল হয়ে থাকার জন্য ইজতিহাদকে বাঁধা বলে বিবেচনা করা হয়। শিয়ারা তাদের সম্প্রদায়ের কথা প্রচারের জন্য এই সব ভ্রান্ত বক্তব্যকে কাজে লাগায়। শিয়াদের সংখ্যা সুন্নিদের দশ ভাগের এক ভাগ মাত্র ছিল। কিন্তু বর্তমানে তাদের সংখ্যা বেড়ে সুন্নিদের সমান সমান হয়ে গেছে। এ ফলাফল স্বাভাবিক। ইজতিহাদ অস্ত্রের মতো কাজ করেছে। এটা ইসলামের ফিকাহ্ ও কোরআন-আল-করিম ও সুন্নতকে বোঝার জন্য নতুন আঙ্গিকের সূচনা করেছে। অপরদিকে ইজতিহাদের প্রতিরোধ একটি অকেজো অস্ত্রের সমতুল্য। এটা মাজহাবকে একটি নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলে। যদি আপনার অস্ত্রটি অকেজো হয় এবং আপনার শত্রু যদি যোগ্যতাসম্পন্ন হয় তবে তাড়াতাড়ি অথবা দেরীতে হয় আপনি মার খাবেনই। আমার মনে হয় যে, সুচতুর সুন্নিরা ভবিষ্যতে ইজতিহাদের দ্বার পুনরায় উন্মুক্ত করবে। তারা যদি এটা না করে তবে তারা সংখ্যালঘু হয়ে পড়বে এবং কয়েক শতাব্দীর মধ্যে শিয়ারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যাবে।

যাই হোক চার মাজহাবের ইমামরা একই ধর্মমত এবং একই বিশ্বাসের অনুসারী ছিলেন। তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। তাদের মধ্যে মতভেদ ছিল শুধুমাত্র

www.nagorikpathagar.org

ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের পদ্ধতি নিয়ে এবং এ কারণেই মুসলমানরা সুবিধা ভোগ করতো। অপরদিকে শিয়ারা ১২টি উপদলে বিভক্ত ছিল। এ কারণে তাদের অস্ত্রটি ছিল অকেজো। মিলাল ওয়া নিহাল গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য লিপিবদ্ধ রয়েছে।

নজদ এর উদ্ধত যুবক মুহাম্মদ কোরআন আল করিম এবং সুন্নতের আলোকে তার নফ্সকে (ইন্দ্রিয়শক্তি) নিয়ন্ত্রণ করতো। সে শুধুমাত্র তার আমলের মুসলমান মনীষীই নয় সকল মুসলমান মনীষী, চার মাজহাবের নেতৃবৃন্দ ও হযরত আবু বকর ও হযরত উমরের মতো ঘনিষ্ঠ সাহাবীদের মতামতকেও সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করতো। কোরআনের আয়াত সম্পর্কে আলোচনার সময় সে ঐসব মনীষীদের অভিমতের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে বলতো, "রাসুলুল্লাহ্ বলেছেন, "আমি তোমাদের জন্য কোরআন আল করিম এবং সুন্নত রেখে গেলাম। এ কথা তিনি বলেননি যে, আমি তোমাদের জন্য কুরআন, সুন্নত, সাহাবা এবং মাজহাবের জন্য ইমাম রেখে গেলাম।"

আবদ-উর-রিজার বাসভবনে এক নৈশ ভোজে নজদের মুহাম্মদ এবং কোম-এর শিয়া মনীষী শেখ জাওয়াদের সঙ্গে নিম্নোক্ত বিষয় নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত হয়।

শেখ জাওয়াদ ঃ তুমি যখন আলীকে মুস্তাহিদ হিসেবে মেনে নিয়েছ তখন কেন তুমি তাকে শিয়াদের মতো অনুসরণ করনা?

নজদের মুহাম্মদ ঃ উমর অথবা অন্য সাহাবীদের সঙ্গে আলীর পার্থক্য ছিল না। তার বক্তব্যও প্রামাণ্য দালিলিক ছিল না। একমাত্র কোরআন ও সুন্নাহ হচ্ছে প্রামাণ্য দলিল।

বাস্তব সত্য হচ্ছে যেকোন সাহাবা-ই-করিমের বক্তব্যে দালিলিক প্রমাণ রয়েছে। আমাদের নবী তাদের যে কাউকে অনুসরণের জন্য বলেছেন।

শেখ জাওয়াদ ঃ আমাদের নবী যখন থেকে বলেছেন, "আমি হচ্ছি জ্ঞানের নগর, আর আলী হচ্ছে এর প্রবেশ দ্বার, তাহলে কি আলী ও অন্য সাহাবাদের মধ্যে পার্থক্য হলো না?

নজদের মুহাম্মদ ঃ যদি আলীর বক্তব্য দালিলিক প্রমাণিত হয় তাহলে নবী করিম কি বলতেন না যে, "আমি তোমাদের জন্য কোরআন, সুন্নাহ ও আলীকে রেখে গেলাম।"

শেখ জাওয়াদ ঃ হ্যাঁ, আমরা ধারণা করতে পারি যে, তিনি (নবী করিম) এ কথাই বলেছেন। হাদিস আস শরীফে বর্ণিত আছে, "আমি রেখে এসেছি (আমার পিছনে) আল্লাহর গ্রন্থ ও আমার আহলে আল বয়াত এবং তার মতে আলী হচ্ছেন আহলে-আল বয়াতের মহান সদস্য।"

নজদের মুহাম্মদ এ কথা অস্বীকার করে বলেন যে, নবী করিম এমন কথা বলেননি।

শেখ জাওয়াদ নজদের মুহাম্মদের প্রমাণের বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন।

www.nagorikpathagar.org

যাই হোক নজদের মুহাম্মদ এ ব্যাপারে আপত্তি জানিয়ে বলে যে, "আপনি দাবি করছেন যে, নবী বলেছেন, "আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর গ্রন্থ এবং আমার আহলে বয়াত রেখে গেলাম।" কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এটি হচ্ছে, সুন্নাহ সহ আল্লাহর গ্রন্থ, (যা পুরনো বিষয়ের ব্যাখ্যা)।

নজদের মুহাম্মদ ঃ আহলে বয়াতের বক্তব্য হচ্ছে কুরআনের ব্যাখ্যা সমূহ। কি কারণে এটা হাদিসের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে হবে?

শেখ জাওয়াদ ঃ হযরত মুহাম্মদের ওফাতের পর তার উম্মতগণ (মুসলমান) সময়ের দাবি পূরণে কুরআনের একটা ব্যাখ্যা থাকা উচিত বলে বিবেচনা করেন। এ কারণে এটা প্রয়োজন যে, হযরত মুহাম্মদ তার উম্মতদের কোরআন আল করিম অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন যা অকৃত্রিম এবং তার আহলে বয়াত হচ্ছে সময়ের দাবি পূরনে যারা কুরআনকে ব্যাখ্যা করেছে। আমি এই বিতর্ক অত্যন্ত উপভোগ করতাম। নজদের মুহাম্মদ শেখ জাওয়াদের নিকট ছিল শিকারির হাতের মুঠোয় বন্দি এক গতিহীন চড়ুই পাখি মাত্র।

নজদের মুহাম্মদের মতো একজন ভদ্রলোককে আমি খুঁজছিলাম। সময়ের মনীষী এমনকি (প্রথম দিককার) চার খলিফার প্রতি তার অবজ্ঞা, কোরআন ও সুন্নাহর ব্যাপারে তাঁর স্বাধীন মতামত তাকে ঘায়েল করার অন্যতম পন্থা বলে আমার মনে হয়েছিল। ইস্তামবুলে যিনি আমাকে শিক্ষা দিতেন সেই আহমদ এফেনদির চাইতে ব্যতিক্রম ছিলেন এই দাম্ভিক যুবক। ঐ মনীষী তার পূর্বগামীদের অনুরূপ একটি পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় অবস্থান করতেন। কোন শক্তিই তাকে ঐ স্থান থেকে টলাতে সক্ষম ছিল না। যখনি তিনি আবু হানিফার নাম উচ্চারণ করতেন তখনই দাঁড়িয়ে পড়তেন এবং গোসল করতেন। যখনি তিনি হাদিসের গ্রন্থ বুখারী শরীফ পড়ার কথা ভাবতেন তখনি গোসল করতেন। সুন্নিরা এই গ্রন্থটিকে ভীষণ বিশ্বাস করে।

অপরদিকে নজদের মুহাম্মদ আবু হানিফাকে চরম অবজ্ঞা করতেন। তিনি বলতেন "আমি আবু হানিফার চাইতে অনেক ভালো জ্ঞান রাখি।" এ ছাড়া তার মতে বুখারী শরীফের অর্ধেকই সঠিক নয়।"

আমি নজাদের মুহাম্মদ বিন আবদ উল ওয়াহাবের সঙ্গে ঘনিষ্ট বন্ধুত্ব গড়ে তুলি। আমি সর্বত্র তার প্রশংসার কথা প্রচার করতে শুরু করি। একদিন আমি তাকে বলি, "আপনি উমর ও আলীর চাইতেও মহান। এখন যদি হযরত মুহাম্মদ বেঁচে থাকতেন তাহলে তাদের স্থলে তিনি আপনাকেই খলিফা নিয়োগ করতেন। আমার প্রত্যাশা আপনার মাধ্যমেই ইসলামের আধুনিকায়ন ও উন্নতি ঘটবে। আপনিই একমাত্র মনীষী যার মাধ্যমে ইসলাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। আবদ উল ওয়াহাবের পুত্র মুহাম্মদ এবং আমি কুরআনের একটি নতুন ব্যাখ্যা দাড় করানোর চেষ্টা করি। যা সাহাবা, মাজহাবের ইমাম এবং মুফাসসিরদের (কোরআনের ব্যাখ্যাকারী বিজ্ঞ মনীষী) ব্যাখ্যা'র সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরা কোরআন আল করিম পাঠ করি এবং

www.nagorikpathagar.org

কয়েকটি আয়াত সম্পর্কে কথা বলি। এটা করার ক্ষেত্রে আমার উদ্দেশ্য ছিল মুহাম্মদকে বিপথগামী করা। মোদ্দা কথা হলো; সে নিজেকে একজন বিপ্লবী হিসেবে জাহির করতো। অতঃপর আমি যেন সব সময় তাকে বিশ্বাস করি এ কারণে সে আমার মতামতকে উৎফুল্ল চিত্তে গুরুত্ব দিতো।

একদিন সুযোগ মতো আমি তাকে বললাম, "জিহাদ (ইসলামের জন্য যুদ্ধ) আর বেশি দূরে নয়।"

তিনি প্রতিবাদ করে বললেন, "আল্লাহর নির্দেশ সত্ত্বেও এটা কেন হচ্ছে না, অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কর।"

আমি বললাম, "অবিশ্বাসী ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে আল্লাহ জিহাদ করার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও তাহলে কেন হযরত মুহাম্মদ যুদ্ধ করেন নি। অপরদিকে মাওয়াহিবু লা দুনিয়া-তে লিখিত রয়েছে যে, অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে ২৭টি জিহাদ পরিচালিত হয়েছে। তাদের তরবারিসমূহ ইস্তামবুল জাদুঘরে রক্ষিত আছে। মুনাফিকরা নিজেদের মুসলমান হিসেবে দাবি করে থাকে। তারা ঐ সময় মসজিদে নববীতে আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ মুহাম্মদ (সঃ)-এর সঙ্গে নামায পড়েছে। রসুলুল্লাহ তাদের চিনতেন। তথাপি তিনি তাদের কাউকে বলেননি যে, "তুমি মুনাফিক।" যদি তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতেন এবং তাদের হত্যা করতেন, তাহলে মানুষ বলতো, যারা হযরত মুহাম্মদকে বিশ্বাস করেছে তিনি তাদেরকেই হত্যা করলেন। অতএব, তিনি তাদের বিরুদ্ধে মৌখিক জিহাদ শুরু করেন। আত্মত্যাগ, সম্পদ ব্যয় অথবা বক্তব্য দিয়ে একজন লোক জিহাদের সূচনা করতে পারে। আল করিমা আয়াতে উক্ত নির্দেশ দিয়ে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে জিহাদের ধরণ সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবশ্যই যুদ্ধ করতে হবে। মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদে ধর্ম উপদেশ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কোরান আল করিমের আয়াতে উপরোক্ত শ্রেণীর জিহাদের কথা বলা হয়েছে।

তিনি বললেন, হযরত মুহাম্মদ তার ভাষণের মাধ্যমে জিহাদের ডাক দিয়েছেন।

আমি বললাম, "যে জিহাদের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা কি একজনের ডাকেই সম্ভব?"

তিনি বললেন, "রাসুলুল্লাহ অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।"

আমি বললাম, "রাসুলুল্লাহ অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন আত্মরক্ষার জন্য। কারণ অবিশ্বাসীরা তাকে হত্যা করতে চেয়েছিল।"

তিনি বললেন, "নির্বোধ।"

অন্য এক সময় আমি তাকে বললাম, "মুতা নিকাহ কি অনুমোদিত।"

তিনি প্রতিবাদ করে বললেন, "না এটা অনুমোদিত নয়।"

আমি বললাম, "আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন, "তাদের ব্যবহারের বিনিময়ে তাদের মোহর প্রদান করো।"

www.nagorikpathagar.org

তিনি বললেন, "উমর তার সময় মুতা প্রথার দুটি বিষয় নিষিদ্ধ করেছিলেন এবং তিনি ঘোষণা করেছিলেন এই প্রথা কেউ পালন করলে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে।

আমি বললাম, "আপনারা উভয়েই বলেছেন যে, আপনারা উমর থেকে শ্রেষ্ঠ এবং তাকে অনুসরণের কথাও বলেছেন।" এ ছাড়া উমর বলেছেন যে, রাসুলুল্লাহ এটার অনুমতি দিয়েছেন জানা সত্ত্বেও আমি এটা নিষিদ্ধ করেছি। তাহলে কি কারণে আপনি নবীর কথা না মেনে উমরের কথা মানছেন।"

তিনি উত্তর দিলেন না। আমি জানতাম তাকে আমি বোঝাতে সক্ষম হয়েছি। আমার ধারণা ঐ মুহূর্তে নজদের মুহাম্মদ একজন নারীর সঙ্গ কামনা করছেন। তিনি অকৃতদার ছিলেন। আমি তাকে বললাম, আসুন আমরা দুজনেই মুতা নিকাহ'র মাধ্যমে একজন করে নারী গ্রহণ করি। তাদের সঙ্গে আমরা ভালো সময় কাটাতে পারবো। তিনি মাথা দুলিয়ে আমার কথায় সায় দিলেন। এটা আমার জন্য একটি বড় সুযোগ ছিল। সুতরাং তার মনোরঞ্জনের জন্য আমি একজন নারী খুঁজে বের করার প্রতিজ্ঞা করলাম। আমার লক্ষ্য ছিল জনগণ সম্পর্কে তার ভীরুতার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করা। এক্ষেত্রে তিনি আমাকে একটা শর্ত দিলেন যে, এখন বিষয়টি আমাদের দুজনের মধ্যেই গোপন থাকবে, এমনকি মহিলাও তার নাম কি ছিল তা গোপন রাখবে। আমি তৎক্ষণাত মন্ত্রণালয় প্রেরিত খৃস্টান মহিলার ওখানে গেলাম। এই মহিলাকে এখানে মুসলমান যুবকদের প্রলুব্ধ করে বিপথগামী করার জন্য উপনিবেশ মন্ত্রণালয় থেকে প্রেরণ করা হয়েছিল। আমি বিষয়টি তাকে খুলে বললাম। তিনি আমাকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তাই আমি তার ডাক নাম দিলাম সাফিয়া। আমি নজদের মুহাম্মদকে তার বাড়িতে নিয়ে গেলাম। সাফিয়া সে সময় একাই বাড়িতে ছিল। আমরা নজদের মুহম্মদের জন্য এক সপ্তাহের একটি বিবাহ চুক্তি করলাম। তিনি উক্ত মহিলাকে মোহরানা বাবদ কিছু স্বর্ণ প্রদান করবেন। অতঃপর আমরা নজদের মুহাম্মদকে বিপথগামী করতে শুরু করলাম। সাফিয়া ভেতর থেকে আর আমি বাইরে থেকে।

নজদের মুহাম্মদ এখন পুরোপুরি সাফিয়ার হাতের মুঠোয়। এছাড়া সে তখন শরীয়তের নির্দেশ অমান্য করতে শুরু করেছিল।

মুতা নিকাহ্‌র তৃতীয় দিন মদ হারাম ছিল না এ নিয়ে তার সঙ্গে দীর্ঘ বিতর্ক হয়। সে তখন আমাকে বিভিন্ন আয়াত এবং হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে জানায় যে, মদ সম্পূর্ণ হারাম ছিল। আমি তার সকল উদ্ধৃতি বাতিল করে দিয়ে শেষমেশ জানাই যে, এটা বাস্তব সত্য যে, ইয়াজিদ উমাইয়া ও আব্বাসিয় খলীফারা মদ পান করতেন। তারা সবাই কি দুষ্ট লোক ছিলেন আর আপনিই একমাত্র সঠিক পথের অনুসারী?" তারা সন্দেহাতীত ভাবে কোরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে আপনার চাইতে ভালো জ্ঞান রাখতেন। তারা কোরআন আল করিম এবং সুন্নাহ থেকে এই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, মদ হারাম নয়, মকরুহ। ইহুদি ও খৃস্টিয় বই-পুস্তকে মদ পানকে মুবাহ (অনুমতি) বলা হয়েছে। সকল ধর্মই আল্লাহর নির্দেশিত। একটি বর্ণনা মতে

www.nagorikpathagar.org

বাস্তব সত্য হচ্ছে উমর নিজেকে নিজে শাস্তি দিয়েছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যতদিন না তাকে শাস্তি দেননি ততোদিন মদ হালাল ছিল।"

সত্য হচ্ছে যে, উমর (রঃ) হারাম না হওয়া পর্যন্ত মদ পান করতেন। নিষেধাজ্ঞা জারির পর তিনি আর কখনো মদ পান করেন নি। কিছু উমাইয়া ও আব্বাসিয় খলিফা মদ পান করতেন বলে এটা ভাবার কোন অবকাশ নেই যে মদ মকরুহ। এটা প্রমাণ করে যে, তারা হারাম কাজ করে অপরাধী হয়েছিলেন। গোয়েন্দা কর্তৃক উদ্ধৃত আয়াত আল করিমা ও অন্যান্য আয়াতে এবং হাদিস শরীফে দেখা যায়, মদ পান হারাম। "রিয়াদ-উন-নাসিহিন-এ বর্ণিত আছে, "আগে মদ খাওয়ার অনুমতি ছিল। হযরত উমর, সাদ ইবনে ওয়াক্কাস ও অন্যান্য সাহাবীরা মদ পান করতেন। পরে বাকারা সুরায় ২১৯ তম আয়াতে মদ পান নীতি বিগর্হিত কাজ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কিছু কাল পরে সুরা নিসার ৪২ তম আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে মদ পান করে নামায আদায় না করার জন্য। অবশেষে মাইদা সুরার ৯৩ তম আয়াতে মদ সম্পূর্ণ হারাম করা হয়েছে। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে; কম অথবা বেশি পরিমাণে নেশা জাতীয় কোন কিছু গ্রহণ করা হারাম এবং মদ হচ্ছে কবরের মাটি এবং যারা মদপান করে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না। তার জানাযায় অংশ নিও না। তার সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করো না। মদ পান আল্লাহকে অমান্য করার শামিল। আল্লাহু তায়ালা মদ্যপায়ী, মদ বিক্রেতা, প্রস্তুতকারী ও প্রদানকারীকে অভিশাপ দিয়ে থাকেন।"

নজদের মুহাম্মদ বলেন, "কয়েকটি বর্ণনা মতে উমর পানির সাথে মিশিয়ে মদ পান করতেন এবং বলতেন নেশার ভাব না থাকলে এটা হারাম নয়। উমরের অভিমত সঠিক ছিল। কারণ কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে যে, শয়তান তোমাদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি, আল্লাহর জিকির ও নামায থেকে তোমাদের বিরত রাখার জন্য মদ পান ও জুয়া খেলায় উৎসাহ দেয়। এটা এখনই তোমার পরিত্যাগ করা উচিত নয়?" মদ আয়াতে বর্ণিত কবরের মাটির মতো নয় যদি এতে নেশা জাতীয় ভাব না থাকে। সুতরাং নেশার প্রতিক্রিয়া না থাকলে মদ হারাম নয়।

আমি মদ নিয়ে বিতর্কের বিষয়টি সাফিয়াকে জানালাম এবং নজদের মুহাম্মদকে কড়া মদ পরিবেশনের জন্য তাকে (সাফিয়াকে) পরামর্শ দিলাম। পরে সাফিয়া আমাকে জানাল যে, তোমার কথা মতো আমি তাকে অত্যন্ত কড়া মদ পরিবেশন করেছি। সে পান করেছে। সে রাতে সে আমার সঙ্গে নেচেছে এবং বেশ কয়েকবার মিলিত হয়েছে। তখন থেকেই সাফিয়া এবং আমি নজদের মুহাম্মদকে আমাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসি। আমাদের বিদায় অনুষ্ঠানে উপনিবেশসমূহের মন্ত্রী আমাকে বলেন যে, "আমরা মদ ও নারীর সাহায্যে অবিশ্বাসীদের (তার মতে মুসলমান) হাত থেকে স্পেন দখল করে নিয়েছি। এই দুটি বিশাল শক্তি দিয়ে আমাদের হৃত সকল ভূখন্ড ফিরিয়ে আনতে হবে।" আমি জানি মন্ত্রীর বক্তব্য কত সঠিক ছিল।

একদিন আমি নজদের মুহাম্মদের কাছে রোজার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম ঃ কুরআনে বর্ণিত আছে, "রোজা অত্যন্ত ফলদায়ক। কিন্তু সেখানে রোজাকে ফরজ

www.nagorikpathagar.org

হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং ইসলাম ধর্মে রোজাকে ফরজ নয়, সুন্নত করা হয়েছে।" তিনি এর প্রতিবাদ করে বললেন, "তুমি কি আমার বিশ্বাস থেকে আমাকে বিচ্যুত করতে চাও?" আমি উত্তর দিলাম, "একজনের বিশ্বাস তার হৃদয়ের পবিত্র বিষয়, তার আত্মশুদ্ধির বিষয় কিন্তু অন্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা নয়।" রাসুলুল্লাহ কি বলেননি যে, "বিশ্বাসই হচ্ছে ভালোবাসা?" আল্লাহ কি কোরআনে বলেননি, "তোমার মধ্যে যতক্ষণ বিশ্বাস না আসে ততক্ষণ তুমি আল্লাহকে আরাধনা করো না? যখন কেউ আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে শেষ বিচারের দিনে তার হৃদয় হবে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত এবং আমলনামা হবে খাঁটি এবং সেই হবে মানুষের মধ্যে পবিত্রতম ব্যক্তি।" আমার এই কথার উত্তরে তিনি মাথা নাড়লেন।

একদিন আমি তাকে বললাম, "নামায ফরজ নয়।" "এটা কেমন করে ফরজ নয়?" আল্লাহ কোরআনে ঘোষণা করেছেন, "আমাকে স্মরণ করার জন্য নামায পড়।" "সুতরাং নামাযের লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহকে স্মরণ করা। তাই তুমি নামায না পড়েও আল্লাহকে স্মরণ করতে পারো।"

তিনি বললেন, "হ্যাঁ আমি শুনেছি কিছু লোক নামায না পড়ে আল্লাহ্‌র জিকির করে।" আমি তার এই কথা শুনে অত্যন্ত খুশি হলাম। এ ধারণাকে জোড়দার করে আমি তার হৃদয় জয়ের আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম। পরে জেনে ছিলাম তিনি নামাযের প্রতি ততটা গুরুত্ব দিতেন না এবং মাঝে মাঝে নামায পড়তেন। বিশেষ করে ফজরের নামাযের প্রতি তিনি অবহেলা করতেন। এ কারণে আমি তাকে মধ্যরাত পর্যন্ত গল্প গুজবে ব্যস্ত রাখতাম। ক্লান্ত থাকার কারণে ফজরের নামাযের সময় তার ঘুম ভাঙ্গতো না।

আমি নজদের মুহাম্মদের ঘাঁড় থেকে ধীরে ধীরে বিশ্বাসের বিষয়টি নামিয়ে আনলাম। একদিন আমি রাসুলুল্লাহ্‌কে নিয়ে তার সঙ্গে বিতর্ক জুড়ে দেই। তখন তিনি বললেন, "তুমি যদি ভবিষ্যতে এ বিষয় নিয়ে কোন কথা বলো তা হলে আমাদের বন্ধুত্বের এখানেই ইতি ঘটবে।" এরপর থেকে আমি আমার সকল প্রচেষ্টা বিনষ্টের হাত থেকে রক্ষাকল্পে রাসুলুল্লাহ সম্পর্কে কোন কথা বলা থেকে বিরত থাকি।

আমি তাকে শিয়া ও সুন্নিদের বাইরে ব্যতিক্রমধর্মী এক নতুন ধারণা উদ্ভাবনের পরামর্শ দেই। তিনি আমার পরামর্শ সমর্থন করেন। তিনি একজন দাম্ভিক ব্যক্তি ছিলেন। সাফিয়াকে ধন্যবাদ, আমি তার (মুহাম্মদ) গতিরোধ করতে পেরেছি।

একদিন আমি তাকে বললাম, "আমি শুনেছি রাসুলুল্লাহ আসহাবকে একে অপরের সঙ্গে ভাই-এর সম্পর্কে তৈরি করে দিয়েছেন; এটা কি সত্য?" তার নেতিবাচক উত্তরের প্রেক্ষিতে আমি জানতে চাইলাম, এই ইসলামিক নীতিমালাটি কি স্থায়ী না অস্থায়ী। তিনি ব্যাখ্যা করে বললেন, "এটা স্থায়ী। পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত হযরত মুহাম্মদের অনুসৃত হালাল হালালই এবং হারাম হারামই। এখন আমি তাকে ভাই বানানোর প্রস্তাব দিলাম। সুতরাং আমরা একে অন্যের ভাই হয়ে গেলাম।

ঐ দিনের পর থেকে আমি আর কখনো তাকে একা থাকতে দেইনি। আমরা একত্রে থাকতাম, এমনকি সফরে গেলেও। তিনি আমার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

www.nagorikpathagar.org

ব্যক্তি ছিলেন। আমার রোপিত চাড়াগাছ এখন বাড়ন্ত, আমার যৌবনের মূল্যবান দিনগুলো কাটিয়েছি। সেই গাছে এখন ফল ধরতে শুরু করেছে।

আমি লন্ডনে উপনিবেশসমূহের মন্ত্রণালয়ে মাসিক রিপোর্ট পাঠাতাম। উত্তরসমূহ ছিল আমার জন্য অত্যন্ত প্রেরণাদায়ক, পূর্ণ নিশ্চয়তা সম্পন্ন। নজদের মুহাম্মদ আমার তৈরি পথে চলতে শুরু করেছেন। আমার কাজ ছিল তাকে স্বাধীন মতামত প্রকাশ, স্বাধীনচেতা ও সন্দেহবাদ সম্পর্কে অনুপ্রাণিত করে বলতাম তার জন্য এক উজ্জ্বল ভবিষ্যত অপেক্ষা করছে।

একদিন আমি তাকে নিম্নোক্ত স্বপ্নটি বানিয়ে বললাম। "গত রাতে আমি আমাদের নবী রাসুলুল্লাহকে স্বপ্নে দেখেছি। হোজ্জা থেকে শেখা ভাষায় তাকে আমি সম্বোধন করি। তিনি একটি ডায়াসে (মঞ্চে) উপবিষ্ট ছিলেন। তাকে ঘিরে ছিলেন মনীষীরা, যাদের আমি চিনি না। এমন সময় আপনি সেখানে প্রবেশ করলেন। আপনার মুখমন্ডল জ্যোতির্লোকের আলোয় উদ্ভাসিত। আপনি রাসুলুল্লাহর দিকে হেঁটে যাচ্ছেন। তাঁর কাছাকাছি পৌছলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং আপনার দুচোখের মধ্যবর্ত্তী স্থানে চুম্বন করলেন। তিনি বললেন, "আমার নামে তোমার নাম, তুমি আমার জ্ঞানের উত্তরাধিকারী, পার্থিব ও ধর্মীয় বিষয়ে তুমি আমার সহকারী।" আপনি বললেন, "হে আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ আমি আমার জ্ঞান মানুষের মধ্যে ব্যাখ্যা করতে ভয় পাচ্ছি। আপনি মহান। রাসুলুল্লাহ উত্তর দিলেন ভয় পেয়োনা।" মুহাম্মদ বিন আবদ-উল-ওয়াহাব এই স্বপ্নের কথা শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন যে, তিনি বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন আমি তাকে যা বলছি তা কি সত্যি। এ ব্যাপারে তিনি আমার কাছে বারবার ইতিবাচক উত্তর জানতে চাইলেন। পরিশেষে তিনি নিশ্চিত হলেন যে, আমি তাকে সত্য বলেছি।

এরপর থেকে তিনি মানুষের মধ্যে একটি নতুন ধারণা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমার অনুপ্রেরণায় এগিয়ে চললেন।

www.nagorikpathagar.org

পরিচ্ছেদ-এক.

পর্ব-পাঁচ.

নজদের মুহাম্মদ ও আমি যখন ঘনিষ্ঠ বন্ধু সে সময়ের কথা। লন্ডন থেকে বার্তা এলো, আমাকে কারবালা ও নাজাফে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ দুটি শহর হচ্ছে জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতায় সমৃদ্ধ দুটি জনপ্রিয় শিয়া কেন্দ্র। সুতরাং নজদের মুহাম্মদের সান্নিধ্য ছেড়ে আমাকে বসরা ত্যাগ করতে হলো। তবু আমি নিজেকে অত্যন্ত সুখী ভাবতাম এটা মনে করে যে, এই অজ্ঞ ও নীতিভ্রষ্ট লোকটি একটি নতুন ধর্ম সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে, যা প্রকারান্তরে ইসলামকে ধ্বংস করবে এবং আমিই হচ্ছি এই নতুন ধর্ম সম্প্রদায় সৃষ্টির কারিগর। সুন্নিদের মতে চতুর্থ ও শিয়াদের মতে প্রথম খলিফা আলীকে নাজাফে সমাহিত করা হয়। আলীর খিলাফত কুফার দূরত্ব হচ্ছে নাজাফ ছেড়ে ক্রোস বা এক ঘণ্টার হাঁটার পথ। আলীর ইন্তেকালের পর তার পুত্র হাসান ও হুসেইন কুফার বাইরে তাকে সমাহিত করেন। যা এখন নাজাফ নামে পরিচিত। কালক্রমে নাজাফ বর্ধিষ্ণু নগর হিসেবে গড়ে ওঠে এবং কুফা ম্লান হয়ে যায়। শিয়ারা নাজাফে একত্রিত হয় এবং সেখানে আবাসিক এলাকা, বাজার, মাদ্রাসা, স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে।

নিম্ন বর্ণিত কারণে ইস্তামবুলে খলিফা তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন ঃ

১. ইরানের শিয়া প্রশাসন শিয়াদের সমর্থন করতেন। তাদের সঙ্গে খলিফাদের যোগসাজস ছিল, যে কারণে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে যায়।
২. নাজাফের অধিবাসীরা শিয়াদের সমর্থনকারী হিসেবে একাধিক সশস্ত্র উপজাতীয় দল গঠন করে। তথাপিও সমরাস্ত্র ও সংগঠনের তাৎপর্য সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল সীমিত। তাদের সঙ্গে বিবাদ বাঁধানো খলিফার জন্য ছিল অবিবেচনাপ্রসূত।
৩. সারা বিশ্বের বিশেষ করে আফ্রিকা ও ভারতীয় শিয়াদের উপর নাজাফের শিয়াদের ব্যাপক প্রভাব ছিল।

ফাতেমার পুত্র মহানবীর পৌত্র হুসেইন বিন আলী কারবালায় শহীদ হন। ইরাকের লোকজন হুসেইনকে ইরাকে এসে খলিফা হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। হুসেইন

www.nagorikpathagar.org

তার পরিবার পরিজন নিয়ে কারবালা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। ইরাকীরা তাদের আগের অভিপ্রায় প্রত্যাহার করে এবং দামেস্কে অবস্থানরত উমাইয়া খলিফা ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার হুসেইনকে গ্রেফতারের আদেশ পালনে তৎপর হয়। হুসেইন ও তার পরিবার ইরাকী বাহিনীর সঙ্গে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। তাদের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং ইরাকী বাহিনীর বিজয় হয়। ঐ দিন থেকে শিয়ারা কারবালাকে তাদের আধ্যাত্মিক কেন্দ্র হিসেবে মান্য করে। সমগ্র বিশ্ব থেকে বিপুল সংখ্যায় শিয়ারা এখানে আসে। আমাদের খৃস্ট ধর্ম এই বিপুল সংখ্যক লোকের সমাগমকে ভালো চোখে দেখে না।

শিয়া নগরী কারবালায় রয়েছে শিয়া মাদ্রাসা। এ নগরী ও নাজাফ একে অপরকে সমর্থন করে। এই দুটি শহরে যাওয়ার নির্দেশ পেয়ে আমি বাগদাদের উদ্দেশ্যে বসরা ত্যাগ করে ইউফ্রেটিস নদীর তীরবর্তী হুল্লা নামক নগরে পৌছলাম।

টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদী তুরস্ক থেকে এসে ইরাক হয়ে পারস্য উপসাগরে গিয়ে মিশেছে। এই দুটি নদীর উপরই ইরাকের কৃষি ও কল্যাণ নির্ভরশীল।

আমি লন্ডনে ফিরে উপনিবেশসমূহের মন্ত্রণালয়ে এই দুটি নদীবক্ষ পরিবর্তনের জন্য একটি প্রস্তাব পেশ করি এবং ইরাককে আমাদের প্রস্তাব গ্রহণের ব্যবস্থা করতে বলি। নদী দুটির পানি বন্টন হলে ইরাক আমাদের দাবি মেটাতে আগ্রহী হবে।

হুল্লা থেকে নাজাফে ভ্রমণকালে আমি একজন আজারবাইযানি বণিকের ছদ্মবেশ ধারণ করি। সেসব জায়গায় আমি শিয়া লোকজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে তুলি এবং বিপথগামী করা শুরু করি। আমি তাদের ধর্মীয় নির্দেশনা প্রদানকারী সমাজের সাথে মিলিত হই। আমি দেখলাম তারা সুন্নিদের মতো বিজ্ঞান পাঠ করে না। এছাড়া সুন্নিদের মতো সুন্দর নৈতিক গুণাবলীও তাদের নেই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়ঃ-

১. তারা চরমভাবে অটোমান রাষ্ট্রের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন। কারণ তারা শিয়া আর তুর্কিরা সুন্নি। তারা বলে, সুন্নিরা অবিশ্বাসী।
২. শিয়া মনীষীরা পরিপূর্ণভাবে ধর্মীয় কৌশলের উপর নির্ভরশীল। তাদের পার্থিব জ্ঞানও সামান্য। এটা আমাদের ইতিহাসে অচলাবস্থাকালীন যাজকদের অবস্থার মতো।
৩. ইসলামের অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য ও মহানুভবতা সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ অসচেতন। এ ছাড়া তাদের সময়োচিত বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি উৎকর্ষের অভাব ছিল।

আমি নিজেকেই নিজে বলতামঃ শিয়ারা কি দীনহীন মানুষ। সারা বিশ্ব যখন জেগে আছে তখন তারা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। একদিন বন্যা এসে তাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

www.nagorikpathagar.org

বহুবার আমি তাদের খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার উস্কানি দিয়েছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে, একজনও আমার কথা শোনেনি। তাদের কেউ কেউ আমার কথা শুনে এমন হাসি হাসলো যেন আমি তাদের পৃথিবী ধ্বংসের জন্য বলছি। তারা খলিফাকে দুর্গের মতো মনে করতো যা দখল করা দুঃসাধ্য। তাদের মতে একমাত্র ইমাম মেহদীই খিলাফতকে উৎখাত করতে সক্ষম।

তাদের মতে মেহেদী হচ্ছেন তাদের ইমাম এবং তিনি হচ্ছেন ইসলামের নবী রাসুলুল্লাহর একজন বংশধর। তিনি ২৫৫ হিজরিতে অন্তর্ধান হয়ে যান। তাদের বিশ্বাস তিনি এখনো জীবিত এবং একদিন পৃথিবী থেকে সকল অত্যাচার, অনাচার ও অন্যায় দূর করে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন। এটা বিস্ময়কর। শিয়ারা কি করে এই কুসংস্কারে বিশ্বাস করে। আমাদের খৃস্ট ধর্ম মতে পৃথিবী থেকে অন্যায় মুক্ত করার জন্য যিশু খৃস্টের পুনরাবির্ভাব যেমন কুসংস্কার এটাও তেমনি।

একদিন আমি তাদের একজনকে বললাম, "ইসলামের নবী যেমন অন্যায় প্রতিহত করতেন তেমনি অন্যায় প্রতিহত করা কি তোমাদের জন্য জায়েয নয়? তার উত্তর ছিল ঃ "তিনি অন্যায় প্রতিরোধ করতে সক্ষম, কারণ আল্লাহ্ তার সহায়।" আমি যখন বললাম, এটা কোরআনে লিপিবদ্ধ আছে যে, যদি তুমি আল্লাহর ধর্মকে সহায়তা কর তা হলে বিনিময়ে তিনিও তোমাকে সহায়তা করবেন। "তুমি যদি তোমাদের শাহ'র অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কর তাহলে আল্লাহ্ তোমাকে সাহায্য করবেন।" সে উত্তর দিল, "তুমি একজন বণিক। এগুলো বৈজ্ঞানিক বিষয়। তুমি এসব বুঝবে না।"

আমির-উল-মুমেনিন হযরত আলীর সমাধি জমকালোভাবে সজ্জিত থাকতো। এর একটি উজ্জ্বল চত্বর ও স্বর্ণখচিত গম্বুজ ও দুটি উচুঁ মিনার রয়েছে। প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক শিয়া এই সমাধি জিয়ারত করে। তারা সেখানে জামাতে নামায পড়ে। প্রত্যেক জিয়ারতকারী প্রথমে প্রবেশ দ্বারের কাছে থেমে সেখানে চুম্বন করে এবং সমাধি স্থলে প্রবেশ করে। তারা অনুমতি নেয়ার পর ভেতরে যায়। সমাধি ক্ষেত্রের রয়েছে বিশাল এক চত্বর। এতে ধর্মীয় লোকজন ও পর্যটকদের জন্য বেশ কিছু কক্ষও রয়েছে। কারবালায় আলীর সমাধির অনুরূপ আরো দুটি সমাধি রয়েছে। একটি হচ্ছে হুসেইন ও অপরটি কারবালায় শহীদ হওয়া তার ভাই আব্বাসের। শিয়ারা নাজাফে যা করে কারবালাতেও তার পুনরাবৃত্তি করে। নাজাফের চাইতে কারবালার জলবায়ু ভালো। এটা নয়নাভিরাম ফলের বাগান ও ছোট নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত।

ইরাকে আমার দায়িত্ব পালন করার সময় আমি এমন একটি দৃশ্য দেখেছি যা আমার হৃদয়কে উৎফুল্ল করেছে। কিছু ঘটনা অটোমান সম্রাটের মৃত্যু ঘণ্টা বাজিয়ে দেয়। একটা হলো ইস্তামবুলে প্রশাসন কর্তৃক নিযুক্ত গভর্ণর একজন অশিক্ষিত ও রগচটা লোক ছিলেন। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতেন। মানুষ তাকে পছন্দ করতো না। সুন্নিদের স্বাধীনতা খর্ব করায় তারা গভর্ণরের প্রতি বিরূপ ছিল। আর তাছাড়া

www.nagorikpathagar.org

তিনি তাদের মূল্যও দিতেন না। শিয়ারা নাখোশ ছিল এই কারণে যে গভর্ণর পদের জন্য রাসুলের বংশধর সৈয়দ, শরীফদের মধ্যে উপযুক্ত লোক থাকা সত্ত্বেও একজন তুর্কিকে গভর্ণর করা হয়েছে।

শিয়ারা ছিল মহাসংকটময় অবস্থায়। তারা নোংরা ও অপরিচ্ছন্ন পবিবেশে বসবাস করতো। রাস্তা-ঘাটও নিরাপদ ছিল না। মহাসড়কে মরুভূমির পথযাত্রীরা প্রায়ই লুটেরাদের আক্রমণের শিকার হতো। এ কারণে সরকারি সৈন্যের প্রহরা ছাড়া গাড়িবহর চলতো না।

শিয়া উপজাতিদের বেশির ভাগই নিজেদের মধ্যে কলহে লিপ্ত থাকতো। তারা প্রতিদিন একজনকে না একজনকে খুন করতো। তারা গাফিলতি ও অশিক্ষায় পরিপূর্ণ ছিল। নাজাফ ও কারবালার কিছু ধর্মীয় নেতা ও স্বল্পসংখ্যক লোক ছাড়া এক হাজার শিয়ার মধ্যে একজনও লেখাপড়া জানতো না।

অর্থনীতি সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়েছিল এবং লোকজন অত্যন্ত দরিদ্র ছিল। প্রশাসনিক ব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে পড়েছিল। শিয়ারা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। রাষ্ট্র ও জনগণ একে অপরের প্রতি সন্দিহান হয়ে পড়ে। ফলে তাদের মধ্যে সমঝোতার কোন কিছু ছিল না। শিয়া নেতারা জ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধর্মীয় চিন্তা-চেতনায় তাদের ছাড়িয়ে যাওয়া সুন্নিদের সবসময় অবজ্ঞা করতো।

আমি কারবালা ও নাজাফে ৪ মাস ছিলাম। আমি নাজাফে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ি। আমার অবস্থা এতই খারাপ হয়েছিল যে, সুস্থ হওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। ৩ সপ্তাহ অসুস্থ ছিলাম। আমি একজন ডাক্তারের কাছে গেলাম। তিনি আমাকে ব্যবস্থাপত্র দিলেন। ওষুধ খেয়ে সুস্থ হলাম। আমার অসুখের সময় আমি ভূতলের একটি কক্ষে থাকতাম। আমি অসুস্থ থাকায় আমার মেজবান এক তাৎপর্যপূর্ণ অর্থের বিনিময়ে আমাকে খাদ্য ও ওষুধ সরবরাহ করতেন এবং তিনি আমার কাজ করে দেওয়ার জন্য বড় কিছু পাওয়ার আশা করতেন। ডাক্তার আমাকে প্রথম কয়েকদিন মুরগীর সুরুয়া খাওয়ার পরামর্শ দেন। এরপর থেকে আমি আগের মতোই মুরগী খেতে পারতাম। তৃতীয় সপ্তাহ থেকে আমি ভাতের স্যুপ (মাড়) খেতাম। সুস্থ হওয়ার পর আমি পুনরায় বাগদাদের উদ্দেশ্যে রওনা দেই।

আমি নাজাফ, হুল্লা, বাগদাদ ও আমার ভ্রমণকালীন অন্যান্য জায়গা সম্পর্কে ১০০ পৃষ্ঠার একটি রিপোর্ট তৈরি করি। আমি উপনিবেশসমূহের মন্ত্রণালয়ের বাগদাদ প্রতিনিধির কাছে আমার রিপোর্টটি পেশ করি। ইত্যবসরে আমি কি বাগদাদে থাকবো না লন্ডনে ফিরে যাব সে ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশের অপেক্ষায় থাকি।

আমার ইচ্ছা হলো লন্ডনে ফিরে যাওয়ার। কারণ দীর্ঘদিন থেকে আমি বিদেশে রয়েছি। আমি আমার মাতৃভূমি ও আমার পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন। বিশেষ করে আমার ছেলে রাসপুতিনকে দেখার জন্য। কারণ আমি দেশ ছেড়ে চলে আসার পর ওর জন্ম হয়। এই কারণে আমি রিপোর্টের সঙ্গে একটি দরখাস্ত দেই। অল্পদিনের

www.nagorikpathagar.org

জন্য হলেও যেন আমাকে লন্ডনে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। আমি ইরাকে আমার ৩ বছরের অবস্থানকালীন বিষয় সম্পর্কে একটি মৌখিক রিপোর্ট দিতে মনস্থ করি এবং ঐ সময় কিছু বিশ্রাম নেওয়ার কথা ভাবি।

ইরাকে নিযুক্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি আমাকে ঘন ঘন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করার পরামর্শ দেন। তা হলে আমি সন্দেহভাজন লোক হিসেবে চিহ্নিত হবো। তিনি আমাকে টাইগ্রিসের তীরবর্তী কোন সরাইখানায় একটি কক্ষ ভাড়া নেওয়ার পরামর্শ দিয়ে বলেন, আমরা লন্ডন থেকে ডাক (বার্তা) পাওয়ার পর আমি তোমাকে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত জানাবো। আমার বাগদাদে অবস্থানকালীন আমি খিলাফতের রাজধানী ইস্তামবুলের সঙ্গে বাগদাদের ব্যাপক আধ্যাত্মিক দূরত্ব লক্ষ্য করি।

অতঃপর আমি বসরা ও নাজাফের পথে কারবালা ত্যাগ করি। আমি নজদের মুহাম্মদের ব্যাপারে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়ি, তাকে দেওয়া আমার পরামর্শ থেকে সে সরে আসে কি না? কারণ সে অত্যন্ত দোদুল্যমান ও দুর্বল প্রকৃতির লোক ছিল। আমার ভয় ছিল যে লক্ষ্য আমি স্থির করেছি তা কিনা আবার ভেস্তে যায়।

আমি যখন তাকে ছেড়ে আসি সে তখন ইস্তামবুলে যাওয়ার চিন্তা-ভাবনা করছিল। আমি তার বিশ্বাস থেকে দূরে সরানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। আমি তাকে বললাম, "তুমি ওখানে গিয়ে যখন একটি বক্তব্য দেবে তখন ওরা তোমাকে ধর্মদ্রোহী আখ্যা দিয়ে হত্যা করবে।"

কিন্তু আমার ধারণা সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে ঘুরপাক খাচ্ছিল। আমি চিন্তিত ছিলাম এই ভেবে যে, সে ওখানে যাওয়ার পর সুন্নি মনীষীরা তাকে তার চিন্তা-ভাবনাকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করে তাকে সুন্নিতে পরিণত করবে এবং তা হলেও আমার সব স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। কারণ ইস্তামবুলে ইসলামের সুন্দর নৈতিক মূল্যবোধ ও জ্ঞানের বিকাশ হয়েছিল। যখন আমি বুঝতে পারলাম নজদের মুহাম্মদ আর বসরায় অবস্থান করতে চাইছে না তখন আমি তাকে ইস্পাহান ও সিরাজে যাওয়ার সুপারিশ করলাম। কারণ এ দুটি শহর ছিল অত্যন্ত মনোরম। এখানকার অধিবাসীরা ছিল শিয়া। শিয়ারা অপর্যাপ্ত জ্ঞান ও যুক্তি দিয়ে নজদের মুহাম্মদকে প্রভাবিত করতে পারবে না। এরপরই আমি নিশ্চিত হলাম যে কাজটির নকশা আমি তাকে এঁকে দিয়েছি তা সে আর পরিবর্তন করতে পারবে না।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি কি তাকওয়ায় বিশ্বাস করো?" সে বললো, "হ্যাঁ করি।" অবিশ্বাসীরা একজন সাহাবাকে নিপীড়ন করে এবং তার পিতামাতাকে হত্যা করে। এই বিষয়টি নিয়ে সে তাকওয়া করে প্রকাশ্যে বলে যে, "সে একজন বহু ঈশ্বরবাদী। (সে যখন ফিরে এসে কি ঘটেছিল তা জানালো) নবী মোটেও তার নিন্দা করলেন না। আমি তাকে পরামর্শ দিলাম তুমি যখন শিয়াদের সঙ্গে থাকবে তখন তাকওয়া করবে। তোমার প্রতি তারা যত খারাপ আচরণই করুক না কেন তুমি যে সুন্নি কখনো সে কথা তাদের বলবে না।" তাদের দেশ ও মনীষীদের ব্যবহার করো। তাদের প্রথা ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জানো। কারণ তারা হচ্ছে, অজ্ঞ ও জেদী প্রকৃতির লোক।"

www.nagorikpathagar.org

তাকে ছেড়ে আসার সময় আমি তাকে জাকাত হিসেবে কিছু অর্থ দেই। জাকাত হচ্ছে এক ধরনের ইসলামী কর যা গরীব মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এছাড়া আমি তাকে উপহার হিসেবে জিন সহ একটি পশু দেই।

রওনা হওয়ার পর তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এটা আমাকে অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় ফেলে। আমরা যখন একত্রিত হই তখন সিদ্ধান্ত নেই যে, আমরা উভয়ই বসরায় ফিরবো। যে প্রথম আসবে এবং অন্য দলকে পাবে না তখন তারা একটি চিঠি লিখবে এবং তা আবদ উর রিজার কাছে রাখবে।

www.nagorikpathagar.org

পরিচ্ছেদ-এক.

পর্ব-ছয়.

কিছুদিনের জন্য আমি বাগদাদে অবস্থান করি। পরে লন্ডনে ফিরে যাওয়ার সংবাদ পাই এবং লন্ডনের উদ্দেশ্যে রওনা হই। আমি মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ কয়েকজন কর্মকর্তার সাথে কথা বলি। আমি তাদের আমার দীর্ঘ মিশনে আমার কর্মকান্ড ও পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে বলি। ইরাক সম্পর্কে আমর দেওয়া তথ্য তাদের আনন্দিত করে। তারা খুশি হয়েছেন বলে জানান। অন্যদিকে নজদের মুহাম্মদের বান্ধবী সাফিয়া আমার রিপোর্টের অনুরূপ একটি রিপোর্ট প্রেরণ করে। আমি এটাও জানতে পারি যে, আমার মিশনের কার্যকালীন সময়ে মন্ত্রণালয়ের লোক আমাকে অনুসরণ করতো। ঐ ব্যক্তিও আমার রিপোর্টের অনুরূপ রিপোর্ট পাঠায়। সচিব মন্ত্রীর সঙ্গে আমার একটি সাক্ষাৎকারের সময় নির্ধারণ করেন। আমি যখন মন্ত্রীর সাক্ষাৎ লাভ করি তিনি তখন আমার সঙ্গে এমন সৌজন্য প্রদর্শন করেন যা ইস্তামবুল থেকে আসার পর তিনি করেন নি। আমি জানি এখন থেকে আমি তার হৃদয়ে একটি বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছি।

নজদের মুহাম্মদকে করায়াত্ত করেছি জেনে মন্ত্রী খুব খুশি হয়ে বললেন, সে একটি অস্ত্র, আমাদের মন্ত্রণালয় তার দিকে তাকিয়ে আছে। তাকে সকল ধরনের প্রতিশ্রুতি দাও। তিনি বললেন, তাকে নতুন ধারণার বিষয়ে তুমি তার জন্য তোমার সব সময় ব্যয় করলে তা বিরাট ফল আনবে। যখন আমি বললাম, "আমি নজদের মুহাম্মদের বিষয়ে চিন্তিত। সে তার মনোভাব পরিবর্তন করতে পারে। তিনি উত্তর দিলেন, "চিন্তা করোনা। তুমি তাকে ছেড়ে আসার সময় তো সে একথা বলেনি।" আমাদের মন্ত্রণালয়ের গোয়েন্দারা তার সঙ্গে ইস্পাহানে মিলিত হয়েছে এবং জানিয়েছে যে, তার (মুহাম্মদ নজদ) কোন পরিবর্তন হয়নি। আমি নিজেকেই বললাম, কিভাবে নজদের মুহাম্মদ একজন আগুন্তকের কাছে তার মনের কথা গোপন করবে। আমি মন্ত্রীকে এ কথা জিজ্ঞেস করতে সাহস পেলাম না। যাই হোক আমি যখন পরে নজদের মুহাম্মদের সাথে সাক্ষাৎ করি তখন আমি জানতে পারলাম যে, ইস্পাহানে আবদ-উল-করিম নামে একজন লোক নিজেকে আমি শেখ মুহাম্মদের ভাই (অর্থাৎ আমি) বলে পরিচয় দিয়ে নজদের মুহাম্মদের কাছ থেকে

www.nagorikpathagar.org

সকল তথ্য হাতিয়ে নেয়। তিনি আমাকে বলেছেন যে, তোমার সম্পর্কে সে সব কিছু জানে।

নজদের মুহাম্মদ আমাকে জানায়, "সাফিয়া আমার সঙ্গে ইস্পাহান গিয়েছিল এবং আমরা আরো দুমাসের জন্য মুতা নিকাহ্ করি। আবদ-উল-করিম আমার সঙ্গে সিরাজে গমন করে এবং সাফিয়ার চাইতেও সুন্দরী ও আকর্ষণীয় আয়েশা নামে এক রমনির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। আমি ঐ রমনির সাথে মুতা নিকাহ্ করি। তার সঙ্গে আমি জীবনের সবচেয়ে রঙ্গিন দিনগুলো অতিবাহিত করি।

আমি পরে জানতে পারি যে, আবদ-উল-করিম একজন খৃস্টান এজেন্ট ছিল এবং মন্ত্রণালয়ের পক্ষে ইস্পাহান জেলার জেলফায় কর্মরত ছিল এবং আয়েশা ছিল একজন ইহুদি এবং সিরাজে বসবাস করতো সেও মন্ত্রণালয়ের জন্য কাজ করতো। আমরা চারজনই সমন্বিতভাবে নজদের মুহাম্মদকে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দিতাম যাতে সে ভবিষ্যতে আমরা যেমনটি চাই তেমন সুন্দরভাবে কাজ করতে পারে।

আমি যখন মন্ত্রী সচিব ও অন্য দুই অপরিচিত ব্যক্তির সামনে এই বিষয়গুলো উত্থাপন করলাম তখন মন্ত্রী আমাকে বললেন, "তুমি মন্ত্রণালয়ের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেতে যাচ্ছ।" কারণ তুমিই হচ্ছো মন্ত্রণালয়ের সবচাইতে সেরা এজেন্ট। সচিব তোমাকে কিছু রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য জানাবে, যা তোমার মিশনের কাজে লাগবে।

অতঃপর তারা আমাকে পরিবার-পরিজনের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য দশ দিনের ছুটি মঞ্জুর করেন। সুতরাং আমি বাড়ি গেলাম এবং আমার ছেলে, যে নাকি সব সময় আমার কথা মনে করতো তার সঙ্গে কিছু মধুর সময় অতিবাহিত করি। আমার ছেলে আধো আধো কথা বলতো এবং এমন ভঙ্গিমায় হাটতো যে আমি অনুভব করতাম সে আমার শরীরেরই একটি অংশ। আমি এই দশ দিন ছুটি যথেষ্ট উল্লাস ও সুখের সঙ্গে কাটালাম। আমার মনে হতো আমি আনন্দের বন্যায় ভাসছি। বাড়িতে ফিরে পরিবারের সঙ্গে মিলিত হতে পেরে আমি মহানন্দে ছিলাম। দশ দিনের ছুটিকালীন আমি আমার ফুফুর সাথে দেখা করি। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। সেই সময় আমার ফুফুর সাথে দেখা করা যথোপযুক্ত হয়েছিল। কারণ আমার তৃতীয় মিশনে চলে যাওয়ার পর তিনি পরলোকগমন করেন। তার মৃত্যুর সংবাদ শুনে আমি মুষড়ে পড়েছিলাম।

এই উল্লাসমুখর দশদিন সময় এক ঘন্টারও চাইতেও দ্রুত অতিবাহিত হয়ে যায়। অথচ দুঃখ কষ্টের দিন কাটতে মনে হয় শতাব্দীর পর শতাব্দী লেগে যায়। নাজাফে অসুস্থ হয়ে পড়লে এই দিনগুলির কথা আমার মনে পড়তো। ঐ সময়টা মনে হতো একটা বছরের মতো।

আমি নতুন নির্দেশ গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়ে গিয়ে হাস্যোজ্জ্বল মুখে এবং বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি আমার সঙ্গে এমন উষ্ণ করমর্দন করলেন যেন মনে হলো তার সব ভালোবাসা তিনি আমার জন্য উজাড় করে দিয়েছেন।

www.nagorikpathagar.org

তিনি আমাকে বললেন, মন্ত্রী ও উপনিবেশসমূহের কমিটি ইনচার্জের নির্দেশ মতো আমি তোমাকে দুটি রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য দিচ্ছি। পরবর্তী সময়ে তুমি এই দুটো গোপন তথ্যের দ্বারা উপকৃত হবে। গুটিকয়েক বিশ্বস্ত লোক ছাড়া অন্য কেউ এই গোপন তথ্য সম্পর্কে কিছু জানতো না।

তিনি আমার হাত ধরে আমাকে মন্ত্রণালয়ের একটি কক্ষে নিয়ে গেলেন। আমি কক্ষটিতে প্রবেশ করে বেশ কিছু আকর্ষণীয় জিনিস দেখলাম। দশজন লোক একটি গোল টেবিলে বসে আছে। প্রথম ব্যক্তি অটোমান সম্রাটের প্রতিকৃতির। তিনি ইংরেজী ও তুর্কি ভাষায় কথা বলছেন। দ্বিতীয় জন ইস্তামবুলের শাইখ-উল-ইসলাম (ইসলাম বিষয়ক প্রধান)-এর পোশাক পরিহিত। তৃতীয় জন ইরানের শাহ্-এর বেশভূষাধারী। চতুর্থ জন ইরানের প্রাসাদের Vizier পঞ্চম জন নাজাফের শিয়াদের নেতৃত্বদানকারী মহান শিয়া মনীষী। শেষোক্ত তিনজন ইংরেজী ও ফারসি ভাষায় কথা বলছিলেন। এই পাঁচজনের প্রত্যেকের পাশে একজন করে কেরানি উপবিষ্ট ছিল এবং তারা যা বলছিলেন কেরানিরা তা লিখছিল। এই কেরানিরা ইস্তামবুলে গুপ্তচরদের মূলকাজের বিষয়ে সংগৃহীত তথ্যাদি উক্ত পাঁচ জনকে জ্ঞাত করছিল।

সচিব বললেন, "এই পাঁচজন লোক সেখানে পাঁচ জনের প্রতিনিধিত্ব করছে। এ ছাড়া মূল কাজের বিষয়ে তাদের চিন্তা- ভাবনা সম্পর্কে জানার জন্য আমরা এই লোকদের দায়িত্ব প্রাপ্তদের অনুরূপভাবে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। ইস্তামবুলে তেহরান ও নাজাফে তাদের প্রকৃত অবস্থার সাথে প্রাপ্ত তথ্য আমরা খতিয়ে দেখছি এবং এই লোকরা ঐ স্থানগুলোতে তাদের প্রকৃত দায়িত্ব প্রাপ্তদের অবস্থা অনুধাবনের চেষ্টা করছে। পরে আমরা তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করবো এবং তারা উত্তর দেবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই লোকদের দেওয়া উত্তর আসল দায়িত্ব প্রাপ্তদের উত্তরের সঙ্গে শতকরা ৭০ ভাগই মিলে যাবে।

"তুমি যদি ইচ্ছা করো তাহলে তাদের কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারো। তুমি তো ইতিমধ্যে নাজাফের মনীষীদের সঙ্গে কথা বলেছ।" আমি হ্যাঁ সূচক উত্তর দিয়ে বললাম, নাজাফের বড় শিয়া মনীষীকে আমি কিছু বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছি। এখন আমি তার অবিকল নকলকে জিজ্ঞাসা করলাম, প্রিয় ওস্তাদ, সুন্নি ও ধর্মান্ধ সরকারের বিরুদ্ধে কি যুদ্ধ ঘোষণা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে?" তিনি এক মুহূর্তে বললেন, "না সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ তারা সুন্নি। মুসলমানরা ভাই ভাই। আমরা তাদের (সুন্নি মুসলমান) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারি তখনই যখন তারা উম্মতের (মুসলমান) বিরুদ্ধে উন্মত্ততা ও ধর্ম বিশ্বাসের জন্য নিপীড়ন চালায়। এমনকি এই ক্ষেত্রে আমরা অমর-ই-বিই-এল মারুফ ও নাহি-ই-আনি-এল মুনকার-এর নীতি পর্যবেক্ষণ করবো। যথাশিগগির তারা নিপীড়ন বন্ধ করবে আমরাও হস্তক্ষেপ বন্ধ করবো।"

আমি বললাম, "প্রিয় ওস্তাদ, ইহুদি ও খৃস্টানরা কলুষিত এ ব্যাপারে আপনার অভিমত জানতে চাই।" তিনি বললেন, "হ্যাঁ তারা কলুষিত।" "তাদের কাছ থেকে

www.nagorikpathagar.org

দূরে থাকা উচিত।" এর কারণ জানতে চাইলে তিনি উত্তর দিলেন, "এটা হয়েছে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অবমাননার জন্য। কারণ তারা আমাদেরকে অবিশ্বাসী বলে মনে করে এবং আমার নবী মুহাম্মদ আলাহিস সাল্লামকে তারা অস্বীকার করে। সুতরাং এ কারণে আমরা প্রতিশোধপরায়ণ।" আমি তাকে বললাম প্রিয় ওস্তাদ, পরিচ্ছন্নতা কি ঈমানের ক্ষেত্রে অঙ্গ নয়? তথাপি সত্য হচ্ছে, সান-ই-শরীফ (হযরত আলীর সমাধি ক্ষেত্র এলাকা) এর সড়ক ও মহাসড়ক পরিচ্ছন্ন নয়। এমনকি জ্ঞানের পীঠ স্থান মাদ্রাসাগুলোও পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য বলা হয় না।" তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ এটা সত্য যে, পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। তবুও এটা সহায়ক নয়। কারণ শিয়ারা পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে উদাসীন।"

মন্ত্রণালয়ের এই লোকটির উত্তর ও নাজাফে শিয়া মনীষীর কাছ থেকে প্রাপ্ত উত্তর ছিল একই রকম। এই লোক এবং নাজাফের শিয়া মনীষীর একই ধরণের উত্তর আমাকে বিস্ময়াবিভূত করলো? এ ছাড়া এই লোকটি ফারসি বলতে পারতো।

সচিব বললেন, "তুমি যদি অন্য চার জন লোকের প্রতিকৃতির সঙ্গে কথা বলো, তা হলে দেখবে যে আসল লোকের সঙ্গে হুবহু মিল রয়েছে। আমি যখন বললাম, সাইখ-উল-ইসলাম কিভাবে চিন্তা করেন আমি তা জানি। ইস্তামবুলে আমার হোজা আহমদ এফেনদি আমাকে সাইখ-উল-ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছেন। সচিব বললেন, তাহলে তুমি এগিয়ে যাও এবং তার মডেল প্রতিকৃতির সঙ্গে কথা বলো।"

আমি সাইখ-উল-ইসলাম মডেল এর দিকে এগিয়ে গেলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম,"খলিফাকে অমান্য করা কি ফরজ"? তিনি উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ এটা ওয়াজিব। এটা ওয়াজিব কিন্তু আল্লাহ ও রাসুলকে মান্য করা ফরজ। যখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম এর সম্পর্কে কি প্রমাণ আছে তুমি আল্লাহর জনাব-ই-আল্লাহ আয়াত শোননি, যেখানে বলা হয়েছে আল্লাহ ও রাসুলকে মান্য কর এবং তোমাদের মধ্য থেকে উলুল অমর কে"? আমি বললাম, "এতে কি তাই মনে হয় যে, আল্লাহ আমাদেরকে খলিফা ইয়াজিদকে মান্য করতে নির্দেশ দিয়েছেন?" "যে ব্যক্তিটি মদিনাকে সেনাবাহিনী দিয়ে লন্ড ভন্ড করেছে, যে রাসুলের দৌহিত্র হুসেইনকে এবং ওয়ালিদকে হত্যা করেছে, আর সে ছিল মদ্যপ?" তার উত্তর ছিল এরকম,"হে আমার পুত্র, ইয়াজিদ আল্লাহর অনুমতিতে আমিরুল মোমেনিন হয়েছে। সে হুসেইনকে হত্যার নির্দেশ দেয়নি। শিয়াদের মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করোনা। ভালো করে বই পুস্তক পাঠ কর। তিনি একটা ভুল করেছিলেন। এর জন্য তিনি তওবা করেছিলেন। তিনি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। মদিনা-ই-মুনাওয়ারা লন্ড ভন্ড করতে নির্দেশ দেওয়া তার জন্য সঠিক ছিল। মদিনার অধিবাসীদের অবস্থা ছিল লাগামহীন অবিশ্বস্ততায় ভরপুর। ওয়ালিদের জন্য কি; হ্যাঁ সে একজন পাপী ছিল। খলিফাকে অনুকরণ না করা ওয়াজিব। কিন্তু তার নির্দেশসমূহ মান্য করা শরীয়ত সম্মত।" আমি এই একই প্রশ্ন আমার হোজা আহমেদ এফেনদিকে জিজ্ঞেস

www.nagorikpathagar.org

করেছিলাম, এবং সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া একই ধরনের পরিচিতিমূলক উত্তর পেয়েছিলাম।

অতঃপর আমি সচিবকে জিজ্ঞেস করেছিলাম,"এই মডেল সমূহের প্রস্তুতের বিকল্প কি কারণ রয়েছে?" তিনি বললেন, "আমরা এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে (অটোমান) সুলতান এবং শিয়া অথবা সুন্নি মনীষীদের মানসিক ক্ষমতা যাচাই করছি। এই পদক্ষেপ তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আমাদের কাজে লাগবে। উদাহরণ স্বরুপ বলা যায়, তুমি যদি শত্রু সৈন্যদের নির্দেশসমূহ জানতে পারো তাহলে সে অনুযায়ী তুমি প্রস্তুতি নিতে পারবে। সৈন্যদের সুবিধাজনক স্থানে রাখতে পারবে এবং শত্রুর মূলোৎপাটনে সক্ষম হবে। অপরদিকে তুমি যদি শত্রু সৈন্যর নির্দেশনাসমূহ সম্পর্কে কিছু না জানো তাহলে তোমার সৈন্যরা এখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত এবং বিশৃঙ্খলভাবে থাকবে এবং তোমাকে পরাজয় বরণ করতে হবে। একইভাবে তুমি যদি মুসলমানদের বিশ্বাস, তাদের মাজহাব সম্পর্কে প্রামাণ্য স্বাক্ষ্য লাভ করো তাহলে তোমার পক্ষে প্রতিস্বাক্ষ্য তৈরি করা সম্ভব এবং তোমার এই প্রতিস্বাক্ষ্যের সাহায্যে তুমি তাদের মিথ্যা প্রমাণিত করতে পারবে। তারপর তিনি আমাকে এক হাজার পৃষ্ঠার একটি বই দিলেন যাতে উক্ত পাঁচ গোয়েন্দার বিষয়, এলাকার সামরিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও ধর্ম সম্পর্কে সংগৃহীত পর্যবেক্ষণ ফলাফল ও বিভিন্ন প্রকল্পের বিবরণ লিপিবদ্ধ ছিল। তিনি বললেন, "দয়া করে বইটি পড়ো এবং আমাদের নিকট ফেরত দিও।" আমি বইটি বাড়িতে নিয়ে গেলাম। আমার তিন সপ্তাহের অবকাশকালীন সময়ে আমি মনোযোগ দিয়ে বইটি পড়লাম। এটি একটি চমৎকার বই। গুরুত্বপূর্ণ উত্তর এবং সপর্শকাতর পর্যবেক্ষণ থাকায় এটি ছিল যথার্থই একটি ভালো বই। আমি ধারনা করলাম এবং ৫ জন মডেল-এর উত্তর প্রকৃত মূল ব্যক্তিদের প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে শতকরা ৭০ ভাগ মিল রয়েছে। এখন আমার রাষ্ট্রের প্রতি আমি অধিকমাত্রায় আস্থাশীল। আমি নিশ্চিত ভাবেই জানতাম আটোমান সম্রাটকে এক শতাব্দীর কম সময়ে ধুলিসাৎ করার জন্য ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। সচিব আরো বললেন, "একই ধরনের অন্য কক্ষে বিভিন্ন দেশের জন্য আমাদের পরিচিতিমূলক টেবিল রয়েছে ও উপনিবেশ হবে এমন সব দেশর জন্য।

অতঃপর আমি সচিবকে জিজ্ঞেস করলাম, তারা কোথায় মেধাসম্পন্ন লোক পাবেন। তিনি উত্তর দিলেন, "সারা বিশ্বে থেকে আমাদের এজেন্টরা গোয়েন্দা রিপোর্ট পাঠাচ্ছে। তুমি দেখাতে পাবে এই প্রতিনিধিরা তাদের কাজে অত্যন্ত দক্ষ। স্বাভাবিকভাবেই তুমি যদি এই সকল তথ্যসমূহ একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে পাও তা হলে তুমিও তার মতো চিন্তা করতে পারবে এবং তার মতোই মিশনটি চালাতে পারবে। তুমি এখন তার বিকল্প হতে পারবে।"

সচিব চলে যাওয়ার সময় বললেন, " সুতরাং এটাই ছিল তোমার জন্য প্রথম গোপন বিষয় যা জানাতে আমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়েছিলাম।"

www.nagorikpathagar.org

"তুমি যখন এক মাস পর এই এক হাজার পৃষ্ঠার বইটি ফেরত দিবে তখন আমি তোমাকে দ্বিতীয় গোপন বিষয়টি জানাবো।"

বইয়ে বর্ণিত মুসলমানদের দূর্বল দিকসমূহ নিম্নরূপঃ

১. শিয়া-সুন্নি বিতর্ক; সার্বভৌম মানুষের বিতর্ক; তুর্কি-ইরানী বিতর্ক; উপজাতি বিতর্ক; এবং মনীষীদের রাষ্ট্রের বিতর্ক;

২. খুব অল্প সংখ্যক ব্যতিক্রম ছাড়া মুসলমানরা অজ্ঞ এবং মুর্খ।

৩. আধ্যাত্মিকতার জ্ঞান ও বিবেকের অভাব।

৪. তারা সম্পূর্ণভাবে বিশ্ব ব্যবসা থেকে বিচ্ছিন্ন এবং আজে-বাজে বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত।

৫. সম্রাটরা ক্রুদ্ধ একনায়ক।

৬. রাস্তাসমূহ অনিরাপদ, পরিবহন এবং পর্যটন বিক্ষিপ্ত।

৭. মহামারী, বিশেষ করে প্লেগ ও কলেরার বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেই। ফলে প্রতি বছর হাজার হাজার লোক মারা যায়।

৮. নগরসমূহ বিদ্ধস্ত। পানি সরবরাহের কোন ব্যবস্থা নেই।

৯. প্রশাসন বিদ্রোহী ও সশস্ত্র লোকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ। সর্বত্র একটি সাধারণ অচলাবস্থা। তাদের গর্বের বিষয় কোরআনের অনুশাসন মোটেই তারা অনুশীলন করে না।

১০. অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা, দারিদ্র এবং গুনের অভাব।

১১. তাদের নিয়মতান্ত্রিক সেনাবাহিনী অথবা যথেষ্ট অস্ত্র-শস্ত্র নেই এবং অস্ত্রসমূহের মজুদ কম এবং ভঙ্গুর।

১২. নারী অধিকার অমান্য।

১৩. পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার অভাব। মুসলমানদের দুরাবস্থার কারণসমূহ উপরোক্ত অনুচ্ছেদসমূহে বিবৃত হয়েছে। এই পুস্তকে মুসলমানদের তাদের ধর্ম ইসলামের বিশ্বাস অনুযায়ী বস্তুগত ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে তারা এখনো বিস্মৃতিপরায়ণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। বইটি ইসলাম সম্পর্কে নিম্নোক্ত তথ্য প্রদান করছে ঃ

১. ইসলাম ঐক্য ও সহযোগিতার কথা বলে এবং অনৈক্যকে নিষিদ্ধ করেছে। কোরআনে বলা হয়েছে, "আল্লাহর রজ্জু সকলে মিলে টেনে ধরো।"

২. ইসলাম শিক্ষা ও সচেতন হওয়ার কথা বলে। কোরআনে বলা হয়েছে, পৃথিবীতে ভ্রমণ করো।

৩. ইসলাম জ্ঞান আহরণের কথা বলে। হাদিসে বর্ণিত আছে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে জ্ঞান আহরণ করা-প্রতিটি মুসলমানের জন্য ফরজ।

www.nagorikpathagar.org

৪. ইসলাম বিশ্বের জন্য কাজ করার নির্দেশনা দিয়েছে। কোরআনে বলা হয়েছে, "তাদের মধ্যে কয়েকজন ঃ হে আল্লাহ্ আমাদের জন্য পৃথিবীতে এবং এই জীবনের পর যা কিছু সুন্দর বরাদ্দ করো।"

৫. ইসলাম আলোচনার কথা বলে। কোরআনে বলা হয়েছে ঃ "তাদের কার্যসমূহ সম্পাদিত হয়েছে তাদের মধ্যে আলোচনার পর।"

৬. ইসলামে সড়ক নির্মাণের জন্য নির্দেশনা রয়েছে। কোরআনে বলা হয়েছে, "মাটির উপর দিয়ে হাটো।"

৭. ইসলাম মুসলমানদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বলেছে।

হাদিসে বর্ণিত আছে ঃ জ্ঞানের চারটি অংশ রয়েছে।

১। বিশ্বাসকে ধরে রাখার জন্য ফিকাহ্ সম্পর্কে জ্ঞান; ২। স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ওষুধ সম্পর্কে জ্ঞান; ৩। ভাষার জন্য শরফ ও নাহ্ (আরবী ব্যাকারণ) সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে; ৪। সময় সম্পর্কে সচেতন থাকার জন্য জ্যোতির্বিদ্যার জ্ঞান অর্জন।

৮. ইসলাম উন্নয়নের কথা বলে। কোরআনে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ পৃথিবীর সকল কিছু তোমার জন্য সৃষ্টি করেছেন।

৯. ইসলাম সুশৃঙ্খলার নির্দেশনা দেয়। কোরআনে বলা হয়েছে ঃ সবকিছুই হিসাব নিকাশের আদেশের উপর নির্ভরশীল।

১০. ইসলাম কঠোর মিতব্যায়ী হওয়ার নির্দেশ দেয়। হাদিসে বর্ণিত আছে ঃ তোমার নিজের জন্য কাজ করো, তাহলে তোমার মৃত্যু নেই এবং পরকালের জন্য কাজ করো আগামী কাল তোমার মৃত্যুর কথা চিন্তা করে।

১১. ইসলাম শক্তিশালী অস্ত্রসম্পন্ন একটি সেনাবাহিনী প্রতিষ্ঠার জন্য নির্দেশনা দিয়েছে। কোরআনে বলা হয়েছে ঃ অনেক সৈন্যের মতো নিজেকে প্রস্তুত করো কারণ তুমি তাদের বিরুদ্ধে।

১২. ইসলাম নারীর অধিকার ও তাদের মূল্যায়ন করতে নির্দেশনা দিয়েছে। কোরআনে বলা হয়েছে, নারীর প্রতি পুরুষের যেমন অধিকার তেমনি পুরুষের প্রতিও নারীর অধিকার রয়েছে।

১৩. ইসলাম পরিচ্ছন্নতার প্রতি নির্দেশনা দিয়েছে। হাদিসে বর্ণিত আছে ঃ "পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ।"

এই বইটি নিম্নোক্ত শক্তির উৎসসমূহকে অধঃপতন ও ক্ষতিকর বলে সুপারিশ করেছে।

১. ইসলাম বর্ণ ও লিঙ্গ বৈষম্য ঐতিহ্যগত প্রথা এবং জাত্যাভিমানকে নেতিবাচক বলে আখ্যায়িত করেছে।

২. সুদ, ঘুষ, ব্যাভিচার, মদ ও শুকর নিষিদ্ধ।

৩. মুসলমানরা উলেমাদের (ধর্মীয় মনীষী) অনুগত।

www.nagorikpathagar.org

৪. অধিকাংশ সুন্নি মুসলমান খলিফাকে রাসুলুল্লাহর প্রতিনিধি মনে করেন। তাদের বিশ্বাস আল্লাহ ও তার রাসূলের মতো তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ফরজ।

৫. জিহাদ করা ফরজ।

৬. শিয়াদের মতে সকল অমুসলমান ও সুন্নি মুসলমান কলুষিত লোক।

৭. সকল মুসলমানের বিশ্বাস ইসলাম হচ্ছে একমাত্র সত্য ধর্ম।

৮. অধিকাংশ মুসলমান বিশ্বাস করে যে, আরব উপদ্বীপ থেকে ইহুদি ও খৃস্টানদের বিতাড়িত করা ফরজ।

৯. তারা তাদের ধর্মীয় আচার (যেমন ঃ নামায, রোজা, হজ্জ) অত্যন্ত সুন্দরভাবে পালন করে।

১০. শিয়া মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, মুসলমানদের দেশে চার্চ নির্মাণ হারাম।

১১. ইসলামী বিশ্বাস মতে মুসলমানরা রোজা পালন করে।

১২. মুসলমানরা তাদের ছেলে-মেয়েদের তাদের পূর্ব-পুরুষদের অনুসরণে শিক্ষা দিয়ে থাকে।

১৩. মুসলমান রমণীরা তাদের দেহ এমনভাবে আবৃত করে রাখেন যেন কারো নজর তার উপর না পড়ে।

১৪. মুসলমানরা পাঁচ ওয়াক্ত জামাতে নামায পড়ে।

১৫. মুসলমানরা রাসুলুল্লাহ, আলী ও অন্যান্য ধার্মিক লোকজনের সমাধিতে সমবেত হয়।

১৬. রাসুলুল্লাহর উত্তরাধিকারীরা (সৈয়দ ও শরীফ) মুসলমানদের মনে সব সময় তাকে জাগরিত রাখেন।

১৭. যখন মুসলমানরা সমবেত হয় তখন ইমাম ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে তাদের উদ্বুদ্ধ করেন।

১৮. আমর-ই-বাই-আল-মারুফ এবং নাহি-ই-আনই-আল-মুনকারকে মান্য করা ফরজ।

১৯. মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য একাধিক মহিলাকে বিবাহ করা সুন্নত।

২০. সারা বিশ্ব দখল করার চাইতে একজন লোককে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা অনেক বেশি মূল্যবান।

২১. হাদিসে আছে, যদি কোন লোক একটি শুভ পথ দেখায় তাহলে তিনি লোকের তাওয়াব পান যারা সেই পথ অনুসরণ করে তারা তাওয়াব লাভ করে।

২২. মুসলমানরা কোরআন ও হাদিসকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। তাদের বিশ্বাস এগুলোই বেহেসতে যাওয়ার একমাত্র পথ।

মুসলমানদের দুঃস্থ অবস্থানসমূহকে কাজে লাগানোর জন্য নিম্নোক্ত **পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করার পরামর্শ ঃ**

www.nagorikpathagar.org

১. বিতর্কিত গ্রুপসমূহের মধ্যে শত্রুতা চিরস্থায়ী করার ও অবিশ্বাস করার জন্য সাময়িকী প্রকাশ।

২. স্কুল এবং প্রকাশনা বাধাগ্রস্ত করা এবং যখন সম্ভব হয় সাময়িকীতে অগ্নি সংযোগ করা। মুসলমান পিতা-মাতাদের তাদের ছেলে-মেয়েদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে পাঠদান প্রতিরোধ করা।

৩-৪. তাদের উপস্থিতিতে বেহেসতের প্রশংসা করা এবং তারা যাতে পার্থিব জগতের জন্য কাজ না করে সে ব্যাপারে তাদের রাজি করানো। তাসাউফের পরিধিকে বর্ধিত করা। তাদেরকে গাজ্জালী, মসনবী এবং মওলানা লিখিত ইয়াহ্-উল-উলুম-ই-দ্বীন ও মুহিউদ্দিন লিখিত বিভিন্ন পুস্তক পাঠে উৎসাহ প্রদান।

৫. সম্রাটকে উন্মত্ততা ও একনায়কতন্ত্রকে উজ্জীবিত করার জন্য জননায়কোচিত বক্তব্য প্রদানে রাজি করানো এই বলে যে, আপনি হচ্ছেন পৃথিবীতে আল্লাহর ছায়া।

প্রকৃতপক্ষে আবু বকর, উমর, ওসমান ও আলী, উমাইয়া এবং আব্বাসিয়রা শক্তি ও অস্ত্রের জোরে ক্ষমতা করায়াত্ব করেন এবং তারা প্রত্যেকেই ছিলেন সার্বভৌম। উদাহরণ হচ্ছে; আবু বকর উমরের তরবারির জোরে এবং বিরোধীদের ঘর-বাড়িতে এমনকি ফাতেমার বাড়িতে অগ্নি সংযোগ করে ক্ষমতায় আসেন। উমর খলিফা হন আবু বকরের সমর্থনে। অপরদিকে ওসমান খলিফা হন উমরের আদেশ বলে। এদিকে আলী খলিফা হন দস্যুদের মধ্যে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে। মুয়াবিয়া খলিফা হন তরবারির জোরে। উমাইয়াদের আমলে সার্বভৌমত্ব ঘুরে দাঁড়ায় বংশানুক্রমে পৌত্রিক সূত্রে। একই অবস্থা ছিল আব্বাসিয়দের ক্ষেত্রেও। ইসলামে সার্বভৌম ক্ষমতা কি করে, একনায়কতন্ত্রে রূপ নেয় এগুলো হচ্ছে তার সাক্ষ্য।

৬. দন্ড বিধি আইন থেকে হত্যার শাস্তি মৃত্যু দন্ড রদ করা হয়। দস্যুতা ও হত্যাকান্ডের একমাত্র প্রতিরোধ হচ্ছে মৃত্যুদন্ড। মৃত্যুদন্ড ছাড়া নৈরাজ্য ও দস্যুতা দমন সম্ভব নয়। ডাকাত ও মহাসড়কের দস্যুদের শাস্তির হাত প্রশাসনকে বিরত রাখা। তাদের সমর্থন ও অস্ত্র সরবরাহ করে যাতায়াত নিরাপত্তাহীন করা।

৭. নিম্নোক্ত কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা তাদের একটি অস্বাস্থ্যকর জীবন যাপনে বাধ্য করতে পারি। সবকিছুই আল্লাহ্র কৃপার উপর নির্ভরশীল। স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে চিকিৎসার কোন ভূমিকা নেই। আল্লাহ কি কোরআনে বলেননি, "আমার রব (আল্লাহ) আমাকে খাবার এবং পানি দেন।" আমি অসুস্থ হলে তিনি আমাকে সুস্থ করেন। তিনি আমাকে মেরে ফেলবেন এবং পুনর্জীবন দান করবেন। আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেউ অসুস্থতা ও মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে না।

www.nagorikpathagar.org

৮. উন্মত্ততাকে উৎসাহ প্রদানের জন্য নিম্নোক্ত বিবৃতিটি তৈরি করো ঃ ইসলাম হচ্ছে যুদ্ধ বিগ্রহের ধর্ম। রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে এর কোন আগ্রহ নেই। সুতরাং মুহাম্মদ এবং খলিফাগণের কোন মন্ত্রী অথবা আইন নেই।

৯. ক্ষতিকর কাজের স্বাভাবিক ফল হচ্ছে অর্থনৈতিক পতন। আমরা ফসল ধ্বংস, বাণিজ্যিক নৌ-বহর ডুবিয়ে দেওয়া, বাজার এলাকায় অগ্নি সংযোগ, বাঁধ,ব্যারেজ ধ্বংস করে কৃষি ও শিল্প কেন্দ সমূহ প্লাবিত এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে পানি দূষিত করতে পারি।

১০. রাষ্ট্রনায়কদের যৌনতা, খেলাধূলা, মদ, জুয়া ও দুর্নীতিতে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। যাতে তারা এসব ব্যক্তিগত কাজে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যয় করে। সরকারি কর্মচারীদেরও এসব কাজে অভ্যস্ত করতে হবে এবং যারা এসব কাজে আমাদের সহায়তা করবে তাদের পুরস্কৃত করতে হবে। অতঃপর পুস্ত কটিতে নিম্নোক্ত পরামর্শ সংযুক্ত করার কথা বলা হয়; বৃটিশ গোয়েন্দারা এ কাজটি করবে অবশ্যই গোপনে অথবা প্রকাশ্যে এবং মুসলমানদের হাতে বন্দি কাউকে উদ্ধারের জন্য কোন খরচপত্র করা হবে না।

১১. সকল ধরণের সুদকে জনপ্রিয় করে তুলতে হবে। সুদ শুধু জাতীয় অর্থনীতিকেই ধ্বংস করে না বরং তা মুসলমানদের কোরআনের বিধান মানতে বাধা দেয়। একদিন যদি একজন লোক কোন একটি বিধান অমান্য করে তাহলে তার জন্য অন্য বিধানগুলো লঙ্ঘন করাও সহজ হয়। তারা অবশ্যই বলে যে, "সুদ হারাম যখন এটা বহুগুণ হয়। সুদ সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে ঃ বহুগুণে সুদ খেয়ো না। সুতরাং সবধরণের সুদ হারাম নয়। ঋণ পরিশোধের সময় তা অবশ্যই অগ্রিম হিসেবে দেওয়া যাবে না। যেকোন অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের সম্মতি (ঋণ গ্রহণের সময়) হচ্ছে সুদ। এই ধরণের সুদ হচ্ছে কবরের পাপ। অতিরিক্ত অর্থের শর্ত হতে পারে মাত্র এক দিরহাম। যদি শর্ত থাকে যে, একই পরিমাণ অর্থ (ঋণকৃত) একটি নির্দিষ্ট সময় পরে অবশ্যই পরিশোধ করা হবে, হানাফি মাজহাবের মতে এটাই হচ্ছে সুদ। বাকীতে বিক্রির ক্ষেত্রে অর্থ পরিশোধের সময় ঠিক করে নিতে হবে, তবুও ঋণ গ্রহীতা যদি সময়মতো ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়, এক্ষেত্রে সময় বিলম্বিত হলে এবং একটি অতিরিক্ত অর্থের চুক্তি হলে এ ধরণের সুদকে মুদাফ বলা হয়। আয়াত করিমায় ব্যবসায় এধরণের সুদের কথা বলা হয়েছে।

১২. মনীষীদের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুরতা ও মিথ্যা অপবাদ ছড়িয়ে দিতে হবে। তাদের বিরুদ্ধে নোংরা, মিথ্যা দুর্নাম রটানো হলে তারা মুসলমানদের নিকট হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। আমরা আমাদের কিছু গোয়েন্দাকে তাদের মতো ছদ্মবেশ ধারণ করাবো। পরে তাদের দিয়ে হীন কাজ করাবো। তখন তারা মনীষীদের বিরুদ্ধে সন্দিহান হয়ে পড়বে এবং প্রত্যেক মনীষীকে সন্দেহের

www.nagorikpathagar.org

চোখে দেখবে। আল আজহার, ইস্তামবুল নাজাফ ও কারবালায় গোয়েন্দাদের অবশ্যই অনুপ্রবেশ করাতে হবে। মুসলমানদের মনীষীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য আমাদের স্কুল, কলেজ খুলতে হবে। এ সব স্কুলে আমরা বাইজেন্টাইন, গ্রীক ও আমেরিকান শিশুদের শিক্ষা দেব এবং তাদের মুসলমানদের শত্রু হিসেবে গড়ে তুলবো। মুসলমান শিশুদের আমরা অনুপ্রাণিত করবো এই বলে যে, তাদের পূর্বপুরুষরা অশিক্ষিত ছিল। এই সব শিশুদের খলিফা,মনীষী ও রাষ্ট্রনায়কদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে হবে। আমরা তাদের নৈতিক অপরাধ সম্পর্কে বলবো এবং খলিফারা উপপত্নী নিয়ে আমোদ-ফুর্তিতে রত, তারা জনগণের সম্পর্কে অপব্যবহার করছে, তারা যা কিছু করছে তাতে তারা নবীকেই অমান্য করছে।

১৩. ইসলাম মহিলাদের অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখে এই মিথ্যা অপবাদটি ছড়িয়ে দিতে হবে। আমরা এই আয়াতটি উদ্ধৃত করবো ঃ "পুরুষদের আধিপত্য মহিলাদের উপর এবং হাদিসে বলা হয়েছে, মহিলারা সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিকর।"

১৪. অপরিচ্ছন্নতা পানির অভাবের কারণ। সুতরাং আমরা বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় পানির সরবরাহ বাধাগ্রস্ত করবো।

মুসলমানদের সুরক্ষিত বিষয়সমূহ ধ্বংসের জন্য এই পুস্তকে নিম্নোক্ত পরামর্শ দেওয়া গেল ঃ

১. মুসলমানদের মধ্যে উগ্র স্বাদেশিকতা যেমন ঃ বর্ণবাদ ও জাতীয়তাবাদ জাগিয়ে তুলতে হবে যাতে তাদের ইসলামপূর্ব বীরত্বের দিকে মনযোগ আকৃষ্ট হয়। মিসরের ফারাহ যুগ, ইরানের ম্যাগী যুগ, ইরাকের ব্যাবিলনীয় যুগ, ও অটোমানদের আত্তিলা ও ঘেনজিজ যুগকে নতুনভাবে ফিরিয়ে আনতে হবে।

২. নিম্নোক্ত খারাপ কাজসমূহ গোপনে বা প্রকাশ্যে করতে হবে ঃ মদ পান, জুয়া খেলা ও শুকর খাওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান এবং ক্রীড়া ক্লাবে গোলযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এগুলো করার সময় বিভিন্ন মুসলমান দেশে খৃস্টান, ইহুদি, পারসিক ও অমুসলমানদের ব্যাপকহারে কাজে লাগাতে হবে এবং এ কাজে যাদের নিয়োগ করা হবে তাদের কমনওয়েলথ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ থেকে পুরস্কৃত অথবা উচ্চ বেতন দেওয়া হবে।

৩. তাদের মধ্যে জিহাদ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করতে হবে ঃ তাদের বোঝাতে হবে জিহাদ হচ্ছে অস্থায়ী বিষয় এবং তা সেকেলে।

৪. "অবিশ্বাসীরা ঘৃণিত" শিয়াদের মন থেকে এই ধারণাটি দূর করতে হবে। কোরআনের আয়াত উদ্ধৃত করো ঃ "খাদ্য হিসেবে যা দেওয়া হয়েছে একটি (স্বর্গীয়) গ্রন্থে তা তোমার জন্য হালাল। সুতরাং তোমার খাদ্যও তাদের জন্য হালাল এবং তাদের বলে দাও যে, সাফিয়া নামে এক ইহুদি এবং

www.nagorikpathagar.org

মারিয়া নামে এক খৃস্টান মহিলা নবীর পত্নী ছিলেন। সুতরাং নবীর পত্নীরা মোটেও ঘৃণিত নয়।

৫. এই বিশ্বাসের সঙ্গে মুসলমানদের অনুপ্রাণিত করো যে, "ইসলাম বলতে নবী বুঝিয়েছেন ইসলাম হচ্ছে 'সঠিক ধর্ম' এবং তারপর ধর্ম হচ্ছে ইহুদি ও খৃস্টবাদ। এটাকে সংগতিপূর্ণ করতে হবে নিম্নোক্ত কারণসমূহের মাধ্যমে ঃ কোরআন মুসলমান নামটি দিয়েছে সকল ধর্মের অনুসারীদের নিকট। উদাহরণ হচ্ছে ঃ এটা জোসেফ (ইউসুফ আলাইহিওয়াসাল্লাম) নবীকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে , তিনি প্রার্থনা করেছেন "আমাকে একজন মুসলমান হিসেবে হত্যা করো।" ইব্রাহিম ও ইসমাইল নবী প্রার্থনা করেছেন, "হে আমার রব (আল্লাহ) তোমার জন্য আমাদের মুসলমান বানাও এবং মুসলমান বানাও তোমার জন্য আমাদের বংশধরদের মধ্য থেকে।" ইয়াকুব নবী তাঁর পুত্রদের বলেছিলেন, "মারা যাও একমাত্র একজন মুসলমান হিসেবে।"

৬. পুনপুন সবসময় ঘোষণা কর যে, গীর্জা নির্মাণ হারাম নয়। কারণ নবী ও তার খলিফারা গীর্জা ধ্বংস করেন নি। তারা এগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন কারণ, কোরআনে বলা হয়েছে ঃ যদি আল্লাহ কিছু লোককে অন্যদের দ্বারা দূর করতেন তাহলে মঠ, গীর্জা, সিনাগগ (ইহুদিদের ধর্ম মন্দির) ও মসজিদ যেখানে সবসময় আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় সেগুলো ধ্বংস হয়ে যেত। সে জন্য ইসলাম মন্দিরকে সম্মান করে এবং তা ধ্বংস করে না এবং যারা এগুলো ধ্বংস করতে চায় তাদের হাত থেকে রক্ষা করে।

৭. এই হাদিসটি সম্পর্কে মুসলমানদের সন্দেহ প্রবণ করতে হবে যে, "আরব উপদ্বীপ থেকে ইহুদিদের বিতারিত করো, এবং আরব উপদ্বীপে একই সঙ্গে দুটি ধর্মের সহাবস্থান হতে পারে না, "এ সম্পর্কে বলতে হবে যে, এই দুটি হাদিস সত্য নয়, কারণ তাহলে নবীর ইহুদি ও খৃস্টান পত্নী থাকতো না। অথবা তিনি নজরানের খৃস্টানদের সাথে চুক্তি করতেন না।

৮. মুসলমানদের ধর্মীয় আচারকে কলুষিত করো এবং পালনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাদের বিপথগামী করতে হবে। মানুষের আচারকে আল্লাহ চান না। তাদের হজ্জ থেকে বিরত রাখতে হবে। এ ছাড়া যে কোন ধরণের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান থেকে তাদের বিরত রাখতে হবে যাতে তারা ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে। মসজিদ, সমাধি ও মাদ্রাসা নির্মাণ এবং কাবা পুণঃ স্থাপনে বাঁধার প্রাচীর তৈরি করতে হবে।

৯. শত্রুর নিকট থেকে প্রাপ্ত গণিমতের মালের এক পঞ্চমাংশ উলামাদের প্রদান সম্পর্কে শিয়াদের হতবুদ্ধি করে ব্যাখ্যা করতে হবে যে, দারু-উল-হার্ব থেকে গৃহীত উক্ত গণিমতের এক পঞ্চমাংশ মালের বাণিজ্যিক আয়ের সঙ্গে

www.nagorikpathagar.org

কোন কিছু করা যাবে না। তারপর যোগ কর যে, উক্ত এক পঞ্চমাংশ নবীকে অথবা খলিফাকে দিতে হবে, উলেমাদেরকে নয়। কারণ উলেমারা, বাড়ি, প্রাসাদ, পশু এবং ফলের বাগান পেয়ে থাকে। সুতরাং তাদের উক্ত গণিমতের এক পঞ্চমাংশ দেওয়ার বিধান নেই।

১০. মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে ভিন্নমতের প্রসার ঘটিয়ে ইসলামকে সন্ত্রাসের ধর্ম হিসেবে প্রচার করতে হবে। মুসলিম দেশসমূহ পশ্চাৎপদ ও তাদের দূরাবস্থার শিকার এ কারণে ইসলামের প্রতি তাদের আনুগত্য দুর্বল। (অপরদিকে মুসলমানরা বিশ্বে সবচেয়ে বড় ও সুসভ্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে।) ইসলামের প্রতি তাদের আনুগত্য কমে গেছে।

১১. অত্যাধিক ও গুরুত্বপূর্ণ ঃ পিতার নিকট থেকে পৃথক শিশুরা তাদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। আমরা তাদের শিক্ষা দেব। আর পিতার সঙ্গে বসবাসকারী শিশুরা তাদের পিতার নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। এর মধ্যে তাদের বিশ্বাস, ধর্ম ও মনীষীদের সঙ্গে যোগাযোগ করার কোন সম্ভাবনা নেই।

১২. মহিলাদের ঐতিহ্যগত অবগুন্টন থেকে মুক্তির জন্য উত্তেজিত করতে হবে। মিথ্যা বর্ণনা দিতে হবে যে, অবগুন্টন যথার্থ ইসলামী দিক নির্দেশনা নয়। এটা একটা ঐতিহ্য যা আব্বাসিয়দের আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়। নবীর পত্নীগণ ও অন্যান্য রমণীগণ সকল ধরণের সামাজিক কাজে অংশ নিয়েছেন। মহিলাদের অবগুন্টনের মধ্যে আনার পর যুবকরা তাদের প্রতি খারাপ দৃষ্টিতে তাকায় ফলে উভয়ের মধ্যে একটি খারাপ অবস্থার সৃষ্টি হয়। এটি ইসলামকে ধ্বংস করার একটি কার্যকর পদ্ধতি। এই কাজের জন্য প্রথমে অমুসলিম রমণীদের ব্যবহার করতে হবে। সময়মতো মুসলমান রমণীরা আপনা আপনি তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে।

১৩. জামাতে নামায পড়া বন্ধ করার জন্য সকল সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। মসজিদের বিরুদ্ধে মিথ্যা দুর্নাম রটাতে হবে। তাদের ভুল ধরিয়ে দিয়ে জামাতীদের (মুসল্লি) তার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে হবে।

১৪. সকল সমাধিক্ষেত্র মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। কারণ নবীর সময় এ ধরণের কিছু ছিল না। এ ছাড়া কবর জিয়ারত সম্পর্কে বিভিন্ন সন্দেহের সৃষ্টি করে মুসলমানদের মধ্যে নবীদের, খলিফাদের ও ধার্মিক মুসলমানদের কবর জিয়ারতে বাধা প্রদান করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলতে হবে, নবীকে তার মায়ের পাশে কবর দেওয়া হয়েছে, আবু বকর ও উমরকে 'বাকি গোরস্থানে কবর দেওয়া হয়েছে। উসমানের কবর অজ্ঞাত। হুসেনের মস্তক কবর দেওয়া হয়েছে হানাননায়। তার দেহ কোথায় কবর দেওয়া হয়েছে তা অজানা। কাজিমিয়ায় দুজন খলিফাকে কবর দেওয়া হয়েছে। তারা নবীর দুই উত্তরাধিকার কাজিম ও জাওয়াদের সঙ্গে সম্পর্কিত নন। তুস নগরীতে হচ্ছে হারুনের কবর, রিজার নয়, তিনি হচ্ছেন আহল-আল বায়াত (নবীর

www.nagorikpathagar.org

পরিবার) এর সদস্য। সামেরার কবরসমূহ আব্বাসিয়দের। তারা হাদি, আশকরি ও মাহদীর, তারা আহল-আল-বায়াত-এর সদস্য নন। মুসলিম দেশে সকল সমাধি ও গম্বুজ গুড়িয়ে দেওয়া যায়েজ। অতএব 'বাকি গোরস্থান' বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দেওয়া আবশ্যক।

১৫. সৈয়দগণ নবীর উত্তরাধিকার এ সত্য সম্পর্কে জনমনে সন্দেহের সৃষ্টি করতে হবে। অন্য লোকদের সঙ্গে সৈয়দদের মিশ্রণ অসৈয়দে পরিণত হয় এরা কালো এবং সবুজ পাগড়ি পড়ে। এটা শোনার পর মানুষ সৈয়দদের অবিশ্বাস করবে। ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ ও সৈয়দদের তাদের পাগড়ির বিষয় সম্পর্কে মুখোশ উন্মোচন করে দিতে হবে, ফলে তাদের নবী বংশের পরিচয় মুছে যাবে এবং ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ আর কখনো সম্মান পাবে না।

১৬. শিয়াদের সকল শহীদীস্থান গুড়িয়ে দিতে হবে। কারণ এই স্থানগুলো হচ্ছে প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে নৈতিক অবনতির স্থান। মানুষকে এই সব স্থান পরিদর্শনে বাধা দিতে হবে। তা হলে ধর্ম প্রচারকদের সংখ্যা কমবে এবং শহীদী স্থানসমূহে করসমূহ রহিত হবে।

১৭. ভালোবাসা ও স্বাধীনতার ছলে সকল মুসলমানকে বিশ্বাস করানো যে, প্রত্যেকেই যার যা খুশি করতে পারে। আমর-ই-বাই-ইল-মারুফ ও নাহে-ই-আনিল-মুনকার অথবা ইসলামী নীতিমালা শিক্ষা দেওয়া। প্রক্ষান্তরে পড়া ও ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া ফরজ। এটা মুসলমানদের জন্য প্রথম কাজ। এ ছাড়া তাদের এই দৃঢ় বিশ্বাসে অনুপ্রানিত কর যে, খৃস্টানরা তাদের এই নিজস্ব বিশ্বাসে (খৃস্টবাদ) এবং ইহুদিরা তাদের এই ইহুদিবাদ দ্বারা পরিচালিত। কেউ কারো হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারে না। আমর-ই-বাই-ইল-মারুফ ও নাহে-ই-আনিল-মুনকার হচ্ছে খলিফাদের কাজ।

১৮. মুসলমানদের সংখ্যা কমানোর জন্য অবশ্যই জন্ম নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং এর জন্য বহু বিবাহ নিষিদ্ধ করতে হবে। বিশেষ প্রয়োজনে বিয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে হবে। উদাহরণ স্বরুপ এটা অবশ্যই বলা যায় যে, একজন আরব একজন ইরানীকে, একজন ইরানী একজন আরবকে এবং একজন তূর্কি একজন আরবকে বিয়ে করতে পারবে না।

১৯. ইসলামের জন্য ইসলামী প্রচারের প্রয়োগ বন্ধ করার বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে। এই অভিমত প্রচার করতে হবে যে, ইসলাম হচ্ছে আরবদের নিজস্ব ধর্ম। এর প্রমাণ স্বরূপ কোরআনের আয়াত উদ্ধৃত করতে হবে, "This is a Dhikr for thee and thine people."

২০। ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মশালার কর্তৃত্ব একচেটিয়াভাবে রাষ্ট্রের উপর ন্যাস্ত হবে। ব্যক্তি বিশেষ মাদ্রাসা অথবা অন্য কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পারবে না।

www.nagorikpathagar.org

২১. মুসলমানদের মনে কোরআনের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগরিত করা; বিনাশসহ কোরআনের অনুবাদ, সংস্করণ, মেকী রচনা করে বলতে হবে, "কোরআনকে অপবিত্র করা হয়েছে। এর কপি সমূহ বেখাপ্পা। একটি আয়াতের সঙ্গে আর একটির মিল নেই। ইহুদি, খৃস্টান ও অন্যান্য অমুসলিমদের এবং যারা জিহাদের ডাক দিয়েছেন আমর-ই-বাই-ইল-মারুফ ও নাহে-ই-আনিল-মুনকার অসম্মান করে বিনাশ সাধন করা হয়েছে। আরবের বাইরে আরবী ভাষায় কোরআন শিক্ষা ও পাঠ প্রতিরোধের জন্য তুর্কি, ফারসি ও ভারতীয় ভাষায় কোরআনের অনুবাদ করতে হবে এবং এরপর আরব দেশের বাইরে আরবীতে আযান, নামায ও দোয়া করা প্রতিরোধ করতে হবে।

একইভাবে হাদিস সম্পর্কেও মুসলমানদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করতে হবে। কোরআনের অনুবাদ, সংস্করণ ও মেকী রচনার পরিকল্পনা হাদিসের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতে হবে।

'আমার কিভাবে ইসলামকে ধ্বংস করতে পারি' শিরোনামের বইটি আমি পাঠ করে চমৎকৃত হই। এটা হচ্ছে দৃষ্টিহীনের জন্য এক পথ নির্দেশনা, যার দায়িত্ব আমার উপর ন্যাস্ত। আমি যখন বইটি সচিবের নিকট ফেরৎ দিয়ে বললাম যে, বইটি আমাকে অত্যন্ত আনন্দ দিয়েছে। তিনি বললেন, তুমি এখন নিশ্চিত থাকতে পারো যে, এই কাজে এখন তুমি একা নও। তোমার মতো আমাদের বহু লোক একই কাজে লিপ্ত রয়েছে। এই মিশনে আমাদের মন্ত্রণালয় পাঁচ হাজার লোক নিযুক্ত করেছে। মন্ত্রণালয় এই সংখ্যা এক লাখে উন্নীত করার কথা বিবেচনা করছে। যখন আমরা এই সংখ্যায় পৌঁছতে পারবে তখন সকল মুসলমান আমাদের কর্তৃত্বে চলে আসবে এবং সব মুসলিম দেশ হবে আমাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।"

কিছুক্ষণ পর সচিব বললেন, তোমার জন্য শুভ সংবাদ। আমাদের এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে আমাদের মন্ত্রণালয়ের এক শতাব্দী সময় লাগবে। আমরা হয়ত সেই সুখী দিনগুলোতে বেঁচে থাকবো না। কিন্তু আমাদের ছেলে-মেয়েরা থাকবে। কি চমৎকার কথা ঃ "আমি যা খেলাম অন্যরা তা বপন করেছিল। যখন বৃটিশরা এটা সংগঠিত করতে সক্ষম হবে তখন তারা সমগ্র খৃস্টান জগতকে খুশি করতে এবং তাদের ১২ শতাব্দীর পুরনো উৎপাতের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে।"

সচিব নিম্নোক্ত কথাগুলো বলে চললেন, "শতাব্দী ধরে পরিচালিত ধর্মযুদ্ধে কোন লাভ হয়নি। মোঙ্গলরা (চেঙ্গিসের সেনাদল) বলতে পারো ইসলামের মূলোৎপাটনের জন্য কিছু করেছে। তাদের কাজ ছিল আকস্মিক, অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ভিত্তিহীন। তারা তাদের শত্রুতা সাধনে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছে মাত্র। ফলে তারা অল্প সময়ের মধ্যেই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু এখন আমাদের বিজ্ঞ প্রশাসকরা ইসলামকে ধ্বংসের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী উপযুক্ত পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন। আমরা সামরিক শক্তির প্রয়োগ করবো। আমাদের চূড়ান্ত পর্যায় হচ্ছে

www.nagorikpathagar.org

ইসলামকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসের পর আমরা সকল পর্যায়ে আঘাত করবো এবং একে এমন এক দেশে পাঠাবো যেখান থেকে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আর উঠে আসতে পারবে না।"

সচিবের শেষ কথা ছিল ঃ ইস্তামবুলে আমাদের পদস্থ কর্মকর্তারা অত্যন্ত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান। তারা আমাদের পরিকল্পনা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পরিচালনা করছেন। তারা কি করেছেন? তারা মুসলমানদের সঙ্গে মিলে মিশে তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য মাদ্রাসা খুলেছেন। গীর্জা নির্মাণ করেছেন। তারা অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে মদ, জুয়া ও অশ্লীলতাকে জনপ্রিয় করে তুলেছেন এবং তাদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করেছেন। তারা মুসলমান যুবকদের মনে সন্দেহবাদ ঢুকিয়ে দিয়েছেন। তারা ওদের সরকারের মধ্যে বিতর্ক ও বিরোধিতা ঢুকিয়ে দিয়েছে। তারা প্রশাসক, পরিচালক ও রাষ্ট্রনায়কদের বাসভবন খৃস্টান রমণীদের দিয়ে ভরে ফেলেছেন। এসব কাজ করে তারা তাদের মনোবল ভেঙ্গে দিয়েছে, তাদের আনুগত্যে চিড় ধরিয়েছে। তাদের নৈতিকভাবে দুর্নীতিপরায়ণ করেছে এবং একতা ও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। এখন সময় হয়েছে একটি অতর্কিত যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে ইসলামের ধ্বংস সাধন করা।

www.nagorikpathagar.org

অনুচ্ছেদ-এক.

পর্ব-সাত.

প্রথম গোপন বিষয় জানার পর আমি দ্বিতীয় গোপন বিষয় জানার অপেক্ষায় ছিলাম। অবশেষে একদিন সচিব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দ্বিতীয় গোপন বিষয় ব্যাখ্যা করলেন। দ্বিতীয় গোপন বিষয় ছিল ৫০ পৃষ্ঠার একটি পরিকল্পনা। ইসলামকে এক শতাব্দীর মধ্যে ধ্বংসের কাজে জড়িত মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা এটি প্রণয়ন করেছিলেন। পরিকল্পনাটিতে ১৪টি বিষয় অন্তর্ভূক্ত ছিল। পরিকল্পনাটি মুসলমানদের হাতে পড়তে পারে এই ভয়ে কঠোর নিরাপত্তা অবলম্বন করা হয়। পরিকল্পনার বিষয়সমূহ নিম্নরূপঃ

১. আমরা রাশিয়ার জার-এর সঙ্গে বুখারা, তাজিকিস্তান, আর্মেনিয়া, খোরাশান ও এর প্রতিবেশী দেশসমূহে অভিযান চালানোর জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য একটি সুদৃঢ় মৈত্রী ও চুক্তি করবো। পুনরায় তুরস্কে অভিযান পরিচালনার জন্য অবশ্যই রাশিয়ানদের সঙ্গে একটি গোপন চুক্তি করতে হবে।

২. ইসলামী বিশ্বকে ধ্বংসের জন্য আমাদের অবশ্যই ফ্রান্সের সঙ্গে সহযোগিতার ক্ষেত্র স্থাপন করতে হবে।

৩. আমাদের অবশ্যই তুর্কি ও ইরানী সরকারের মধ্যে বিতর্কের ব্যাপারে অতি আগ্রহ দেখাতে হবে এবং উভয়পক্ষের নিকট জাতীয়তাবাদী ও বর্ণবাদী মনোভাবে চাঙ্গা করে তুলতে হবে। এ ছাড়া সকল মুসলমান উপজাতি, জাতি, দেশ, প্রতিবেশী সমূহকে একে অপরের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে হবে। বিলুপ্তসহ সকল ধর্মীয় উপদলকে জাগিয়ে তুলতে হবে এবং একের বিরুদ্ধে অন্যকে ব্যবহার করতে হবে।

৪. মুসলিম দেশের অংশ অবশ্যই অমুসলিম দেশের কাছে হস্তান্তর করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ মদিনা ইহুদিদের, আলেকজান্দ্রিয়া খৃস্টানদের হাতে ইমারা সাইবা এবং কেরমানশা নুসাইরিয়া গ্রুপের কাছে যারা আলীকে বিভক্ত করেছে, মউসুল ইয়াজিদের কাছে, পারস্য উপসাগর হিন্দুদের কাছে,

www.nagorikpathagar.org

ত্রিপোলী ড্রুজদের, কারস আলউসদের এবং মাসকাট খারিজী গ্রুপের হাতে দিয়ে দিতে হবে। পরবর্তী পদক্ষেপ হবে এই সব গ্রুপকে অস্ত্র দিতে হবে যাতে তারা ইসলামের শরীরে কাটা ফোটাতে পারে। তাদের এলাকাসমূহকে অবশ্যই সম্প্রসারিত করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলাম ভেঙ্গে না পড়ে।

৫. মুসলমান ও অটোমান রাষ্ট্রসমূহকে যথাসম্ভব ছোট ছোট খন্ডে ভেঙ্গে ফেলার জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা নিতে হবে। কারণ ছোট রাষ্ট্রসমূহ সবসময় বিবাদে লিপ্ত থাকে। এর একটি উদাহরণ হচ্ছে বর্তমানের ভারত। নিম্নোক্ত মতবাদটি হচ্ছে সাধারণ ঃ "ভেঙ্গে ফেল এবং প্রভূত্ব বিস্তার করো।"

৬. ইসলামের অস্তিত্ব মুছে ফেলার জন্য মেকী রচনা এবং বিভিন্ন উপদল সৃষ্টি করা জরুরী। যে ধর্ম মতটি আমরা উদ্ভাবন করতে যাচ্ছি এবং তা যাদের মধ্যে আমরা প্রচার করতে যাচ্ছি তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে। আমরা শিয়া অধ্যুষিত দেশসমূহের জন্য ৪টি পৃথক ধর্ম প্রবর্তন করবো। (১) একটি ধর্মমত যা হযরত হুসেইনকে বিভক্তির মধ্যে ফেলবে। (২) একটি ধর্ম যা জাফর সাদিককে বিভক্ত করবে। (৩) মাহ্‌দিকে বিভক্ত করবে। (৪) একটি ধর্ম আলী রিজাকে বিভক্ত করবে। প্রথমটি কারবালার জন্য ভালো হবে, দ্বিতীয়টি ইস্পাহান, তৃতীয়টি সামারা ও চতুর্থটি খোরাশানের জন্য। ইতিমধ্যে আমরা প্রচলিত ৪টি সুন্নি মাজহাবকে ৪টি স্বয়ংসম্পূর্ণ ধর্মে পরিণত করবো। এগুলো করার পর আমরা নাজাফে একটি নতুন ইসলামিক কেন্দ্র স্থাপন করবো এবং তারপর সকল গ্রুপের মধ্যে রক্তাক্ত বিরোধ বাধিয়ে দেবো। আমরা ৪টি মাজহাবের জন্য রচিত পুস্ত কসমূহ ধ্বংস করে ফেলব, যাতে প্রতিটি গ্রুপই নিজেদের সাচ্চা মুসলমান গ্রুপ বলে দাবি করবে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপকে ঘায়েল করবে।

৭. মুসলিম দেশসমূহে অনিষ্ট ও ক্ষতিকর বীজ যেমন মদ, জুয়া ইত্যাদি মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। ঐসব দেশে বসবাসকারী অমুসলমানদের এই কাজে ব্যবহার করা হবে। এ কাজের লক্ষ্য অর্জনে একটি গণ বাহিনী তৈরি করা হবে।

৮. মুসলিম দেশসমূহে আমরা নেতা ও দুধর্ষ কোন কমান্ডারকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার কোন পদক্ষেপ নেব না। তারা ক্ষমতায় গিয়ে শরিয়তের পক্ষে অনুগত না থাকার আইন-কানুন প্রণয়ন করবে। আমরা তাদের মন্ত্রণালয় নির্দেশিত পথে চূড়ান্ত ভাবে ব্যবহার করবো। তাদের মাধ্যমে আমরা মুসলমান ও মুসলিম দেশসমূহে আমাদের ইচ্ছাকে কাজে লাগাতে পারব। আমরা এমন একটি সামাজিক জীবন প্রতিষ্ঠা করতে চাই যেখানে শরিয়তের প্রতি অনুগত থাকা অপরাধ বলে গণ্য হবে এবং ধর্মীয় আচার পালনকে নৈতিক অবনতি হিসেবে দেখা হবে। আমরা মুসলমানদের কৌশলে অমুসলমানদের তাদের নেতা হিসেবে নির্বাচিত করার চেষ্টা

www.nagorikpathagar.org

করবো। এ কাজে আমরা ইসলামী কর্তৃপক্ষের মধ্যে আমাদের ছদ্মবেশী এজেন্টদের ঢুকিয়ে দেব এবং তাদেরকে উচ্চপদে আসীন করাবো যাতে তারা আমাদের ইচ্ছাসমূহ বাস্তবায়ন করতে পারে।

৯. আরবী পাঠ প্রতিরোধের জন্য সকল প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। আরবী ভাষা ছাড়া ফারসি, কুর্দি ও পশতু ভাষাকে জনপ্রিয় করতে হবে। আরব দেশসমূহে বিদেশী ভাষার প্রচলন করতে হবে এবং কোরআন ও সুন্নাহ্‌র ভাষা আরবী, সাহিত্য ও বাগ্মীতা ধ্বংসের জন্য প্রাদেশিক ভাষাকে জনপ্রিয় করতে হবে।

১০. রাষ্ট্রনায়কদের পাশে আমাদের লোক বসাতে হবে, ক্রমান্বয়ে তাদের রাষ্ট্রনায়কদের সচিবে পরিণত করতে হবে এবং তাদের মাধ্যমে আমরা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশসমূহ বাস্তবায়ন করবো। দাস ব্যবসার মাধ্যমে এটা সহজেই করা যাবে। প্রথমে আমরা আমাদের গোয়েন্দাদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেব এবং পরে তাদের দাস ও উপপত্নী হিসেবে মুসলমান রাষ্ট্রনায়কদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের নিকট বিক্রি করা হবে। উদাহরণ স্বরূপ তাদেরকে রাষ্ট্রনায়কদের আত্মীয়-স্বজনের, সন্তান, পত্নী অথবা পছন্দের ও সম্মানিত লোক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হবে। আমরা তাদের বিক্রির পর এই দাসরা ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্রনায়কদের কাছাকাছি অবস্থান গ্রহণ করবে। তাদের মা ও গভর্ণেস হওয়ার পর তারা মুসলিম রাষ্ট্র নায়কদের হাতের ব্রেসলেটের মতো সেটে থাকবে।

১১. সকল সামাজিক শ্রেণী, কারিগরি কেন্দ্র বিশেষ করে মেডিসিন, ইঞ্জিনিয়ারিং ও হিসাব বিজ্ঞানের পেশার সঙ্গে মিশনারি এলাকাকে সম্প্রসারিত করতে হবে। আমরা ইসলামী দেশসমূহের নিকট ও দূরবর্ত্তী স্থানসমূহে প্রচার ও প্রকাশনার কাজ চালানোর জন্য গীর্জা, স্কুল, হাসপাতাল, গ্রন্থাগার ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানের নামে বিভিন্ন কেন্দ্র চালু করবো। আমরা খৃস্টবাদ সম্পর্কিত লাখ লাখ বই বিনামূল্যে বিতরণ করবো। আমরা ইসলামের ইতিহাসের পাশে খৃস্টিয় ইতিহাস এবং আন্তঃসরকার আইন প্রকাশ করবো। আমরা আমাদের গোয়েন্দাদের ছদ্মবেশে পুরোহিত ও সন্নাসী হিসেবে বিভিন্ন গীর্জা ও মঠে পাঠাবো এবং আমরা তাদের খৃস্টিয় আন্দোলনের নেতা হিসেবে ব্যবহার করবো। এই সব লোক একই সময়ে ইসলামী বিশ্বের আন্দোলন এবং তাদের লক্ষ্য সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের কাছে রিপোর্ট পাঠাবে। আমরা খৃস্টানদের একটি সেনা বাহিনী গঠন করবো অধ্যাপক, বিজ্ঞানী, গবেষক ইত্যাদি ছদ্ম নামে। তারা ইসলামের ইতিহাসকে বিকৃত ও কলুষিত করে প্রচার করবে। তারা মুসলমানদের, পথ, আচার-ব্যবহার ধর্মীয় রীতিনীতি সম্পর্কে পড়াশোনা করবে। তারপর তাদের সকল বই-পুস্তক ধ্বংস করবে এবং ইসলামী কলা-কৌশলের উচ্ছেদ ঘটাবে।

www.nagorikpathagar.org

১২. আমরা ইসলাম সম্পর্কে মুসলমান যুবক-যুবতী ও ছেলে-মেয়েদের মনে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সৃষ্টি করবো। আমরা অবশ্যই সম্পূর্ণভাবে তাদের নৈতিক মূল্যবোধ অর্থাৎ স্কুল, বই-পুস্তক, সাময়িকী, ক্রীড়া ক্লাব, প্রকাশনা, চলচ্চিত্রের মাধ্যমে উপড়ে ফেলবো। আমাদের নিজস্ব এজেন্টদের এ কাজ করার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে পূর্বাহ্নে ইহুদি, খৃস্টান ও অন্যান্য অমুসলমান যুবক-যুবতীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য গোপন সমিতি গড়ে তোলা হবে। এরা মুসলমান যুবক-যুবতীদের ফাঁদে ফেলে বিপথগামী করবে।

১৩. অবশ্যই গৃহ যুদ্ধ ও বিদ্রোহের উস্কানি দিতে হবে। মুসলমানদের একে অন্যের এমনকি অমুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত করাতে হবে যাতে তাদের শক্তিক্ষয় হয় এবং তারা উন্নত ও একতাবদ্ধ হতে না পারে। তাদের মানসিক দৃঢ়তা ও অর্থের উৎসসমূহ ধ্বংস করে দিতে হবে। এর ফলে যুবক ও করিৎকর্মা লোকজন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তারা সন্ত্রাস ও স্বেচ্ছাচারিতায় ডুবে যাবে।

১৪. সকল অঞ্চলে তাদের অর্থনীতিকে দুর্বল করার জন্য, তাদের আয়ের উৎস কৃষি এলাকাকে ধ্বংস করতে হবে, সেচ ব্যবস্থা, বিপর্যস্ত এবং নদীর প্রবাহ বন্ধ করতে হবে। জনগণকে নামায ও কাজ থেকে বিরত রাখতে হবে এবং যতদূর সম্ভব তাদের অলস করে দিতে হবে। অলস লোকদের জন্য অবশ্যই খেলার মাঠ তৈরি করতে হবে। মদ, গাঁজা ও নেশাজাতীয় দ্রব্য সহজলভ্য করতে হবে।

(আমরা উপরে বর্ণিত বিষয়গুলি বিভিন্ন ম্যাপ, ছবি ও চার্টের মাধ্যমে অত্যন্ত সহজভাবে ব্যাখ্যা করেছি।)

এই তাৎপর্যপূর্ণ দলিলের একটি কপি দেওয়ার জন্য আমি সচিবকে ধন্যবাদ জানাই।

লন্ডনে একমাস অবস্থানের পর আমাকে নজদের মুহাম্মদের সঙ্গে পুনরায় দেখা করার জন্য মন্ত্রণালয় থেকে ইরাক গমনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। আমার মিশনে যাওয়ার প্রাক্কালে সচিব আমাকে বললেন, নজদের মুহাম্মদের বিষয়ে কোন গাফিলতি করো না। এ পর্যন্ত আমাদের গোয়েন্দাদের পাঠানো রিপোর্টে নজদের মুহাম্মদকে একটি আহাম্মকের প্রতিভূ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা আমাদের কাজের জন্য আদর্শস্বরূপ।

"নজদের মুহাম্মদের সঙ্গে খোলামেলাভাবে কথা বলো। ইস্পাহানে আমাদের এজেন্ট তার সঙ্গে খোলামেলা কথা বলেছে। সে শর্ত সাপেক্ষে আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করেছে।

শর্তসমূহ হচ্ছে ঃ তার মতাদর্শ প্রচারের সময় তার উপর রাষ্ট্র ও মনীষীদের নিশ্চিত হামলা আমরা প্রচুর সম্পদ ও অস্ত্রের সাহায্যে মোকাবিলা করব। ছোট

www.nagorikpathagar.org

হলেও তার দেশে একটি নীতিমালা প্রতিষ্ঠিত হবে। মন্ত্রণালয় এই শর্তসমূহ গ্রহণ করেছে। এই কথা শোনার পর আমার মনে হলো আনন্দের আতিসয্যে আমি যেন উড়ে চলেছি। আমি সচিবকে জিজ্ঞাসা করলাম আমাকে কি করতে হবে। তার উত্তর ছিল ঃ মন্ত্রণালয় নজদের মুহাম্মদের বিষয়ে নিম্নোক্ত কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে।

১. সে সকল মুসলমানকে অবিশ্বাসী হিসেবে ঘোষণা করে বলবে যে, তাদের হত্যা করা হালাল, তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত; সংশোধনের জন্য শাস্তি, তাদের লোকজনকে দাস ও মহিলাদের উপপত্নীতে পরিণত এবং বাজারে দাস হিসেবে বিক্রি করা যাবে।
২. সে কাবাকে দেবমূর্তি হিসেবে বর্ণনা করবে এবং তারপর এটা ধ্বংস করা হবে। হজ্বের মতো ধর্মীয় আচারকে বাতিল করার জন্য সে উপজাতিদের দ্বারা হাজীদের দলকে ঘেরাও করে তাদের হত্যা করতে বলবে।
৩. সে খলিফাকে অমান্যের জন্য মুসলমানদের নির্দেশ দেবে। সে খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার জন্য উস্কানি দেবে। এই লক্ষ্য সাধনে সে সেনাবাহিনী গঠনের প্রস্তুতি নেবে। সে হেজাযের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের যুদ্ধ করার সকল সুযোগ কাজে লাগাবে।
৪. সে অভিযোগ উত্থাপন করবে যে, মুসলমান দেশসমূহে সমাধিক্ষেত্র, গম্বুজ এবং পবিত্র স্থানসমূহ হচ্ছে দেবমূর্তি এবং বহুদেববাদীর প্রতীক এবং এগুলো ধ্বংস করতে হবে। সে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), তাঁর খলিফাবৃন্দ ও মাজহাবের প্রখ্যাত মনীষীদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করবে।
৫. মুসলিম দেশসমূহে সে বিদ্রোহ নিপীড়ন ও স্বেচ্ছাচারিতার উস্কানি দেবে।
৬. সে একটি মেকী রচনাসম্বলিত কোরআন-এর কপি তৈরি করবে এবং হাদিসের ক্ষেত্রেও তাই করবে।

এই ছয়টি অনুচ্ছেদ সম্বলিত পরিকল্পনা ব্যাখ্যার পর সচিব আরো উল্লেখ করলেন, "এই বিশাল কর্মসূচি নিয়ে বিচলিত হয়ো না। কারণ আমাদের কাজ হচ্ছে ইসলামের বীজ ধ্বংস করা। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই কাজ শেষ করবে। বৃটিশ সরকার এটা ধৈর্যের সঙ্গে একের পর এক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণয়ন করেছে। ইসলামী বিপ্লবের রূপকার হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কি একজন রক্ত-মাংশের মানুষ ছিলেন না? এবং আমাদের নজদের মুহাম্মদ এই বিপ্লব সাধনে তার নবীর মতো আমাদের কাছেও প্রতিশ্রুতি বদ্ধ।"

কয়েকদিন পর আমি মন্ত্রী, সচিব, আমার পরিবার এবং বন্ধু-বান্ধবদের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে বসরার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। আমি বাড়ি ছাড়ার সময় অমার ছোট ছেলে বললো, বাবা তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।" আমার চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। আমি আমার দুঃখ স্ত্রীর কাছে লুকাতে পারলাম না। একটি ক্লান্তিকর

www.nagorikpathagar.org

ভ্রমণের পর আমি রাতে বসরা পৌঁছলাম। আমি আবদ-উর-রেজার বাড়িতে গেলাম। তিনি ঘুমাচ্ছিলেন। ঘুম থেকে জেগে তিনি আমাকে দেখে খুশি হলেন। তিনি আমার প্রতি উষ্ণ আতিথেয়তা দেখালেন। আমি সেখানেই রাত কাটালাম। পরদিন ভোরে তিনি আমাকে জানালেন যে, "নজদের মুহাম্মদ আমার কাছে এসেছিল এবং তোমাকে এই চিঠিটা দিয়ে চলে গেছে।" আমি চিঠিটি খুললাম। সে লিখেছে সে তার দেশে চলে যাচ্ছে, নজদ, চিঠিতে তার ঠিকানা দিয়েছে। আমি তৎক্ষণাৎ সেখানে যাওয়ার জন্য রওনা দিলাম। একটি ক্লান্তিকর ভ্রমণের পর আমি তার বাড়িতে পৌঁছলাম। আমি নজদের মুহাম্মদকে বাড়িতেই পেলাম। সে অত্যন্ত কৃশ হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে আমি তাকে কিছু বললাম না। পরে জানলাম সে বিয়ে করেছে।

আমরা নিজেদের মধ্যে ঠিক করলাম যে, সে লোকজনকে বলবে যে আমি তার দাস ছিলাম। সে আমাকে বিভিন্ন স্থানে কাজে পাঠানোর পর আমি সদ্য ফিরেছি। সে আমাকে সেভাবেই পরিচয় দিত। আমি নজদের মুহাম্মদের সঙ্গে দুবছর ছিলাম। আমরা তার ঘোষণার কর্মসূচি তৈরি করলাম। অবশেষে আমি তার প্রস্তাবসমূহ ১১৪৩ হিজরিতে (১৭৩০ সালে) উস্কে দেই।

তার সমর্থকরা, বিশেষ করে যারা তার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল তাদের কাছে সে গোপন বিবৃতির মাধ্যমে তার মতামত প্রচার করে। অতঃপর দিন দিন সে তার বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে থাকে। তার শত্রুদের হাত থেকে তাকে রক্ষার জন্য আমি প্রহরীর ব্যবস্থা করি। আমি তাদের দাবিকৃত অর্থের চাইতেও বেশি অর্থ ও সম্পদ প্রদান করি। যখন নজদের মুহাম্মদের কোন শত্রু তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হতো আমি তখন প্রহরীদের অনুপ্রানিত করতাম। তার বক্তব্য ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার পর তার বিরুদ্ধবাদীর সংখ্যাও বাড়তে লাগলো। কখনো কখনো সে তার বক্তব্য প্রত্যাহার করার কথা ভাবতো। বিশেষ করে সে যখন বহু লোকের আক্রমণের শিকার হতো। তথাপিও আমি তাকে একা ছেড়ে দেইনি এবং সবসময় তাকে সাহস যোগাতাম। আমি তাকে বলতাম, "ও মুহাম্মদ তোমার চাইতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করেছেন। তুমি জানো এটা হচ্ছে সম্মানের পথ। অন্য যেকোন বিপ্লবীর মতো তোমাকেও কষ্ট ভোগ করতে হবে।"

যে কোন মুহূর্তে শত্রুর আক্রমণের ভয় ছিল। অতঃপর আমি তার বিরুদ্ধবাদীদের উপর নজর রাখার জন্য কিছু গোয়েন্দা ভাড়া করলাম। যখনি তার শত্রুরা তার ক্ষতি করতে চাইতো তখনি গোয়েন্দারা আমাকে রিপোর্ট করতো যাতে আমি তাকে ক্ষতিকর অবস্থা থেকে মুক্ত করতে পারি। একবার আমি খবর পেলাম যে, শত্রুরা তাকে হত্যা করবে। আমি সাথে সাথে সাবধানতা অবলম্বন করলাম। যখন জনতা (মুহাম্মদের সমর্থকরা) তাদের শত্রুদের এই হত্যা পরিকল্পনার কথা জানতে পারলো তখন থেকে তারা তাদের ঘৃণা করতে শুরু করলো। তারা তাদের পাতা ফাঁদে পা দিল।

www.nagorikpathagar.org

নজদের মুহাম্মদ আমাকে উক্ত ছয়টি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বললো ঃ "কিছুদিনের জন্য আমি এগুলো আংশিকভাবে বাস্তবায়ন করবো।" তার এই কথা সঠিক ছিল। ঐ সময় তার পক্ষে সব বিষয় বাস্তবায়ন করা কঠিন ছিল।

কাবা ধ্বংস তার কাছে অসম্ভব মনে হলো এবং সে কাবাকে ইতিপূর্বে দেবমূর্তি সংক্রান্ত যে ঘোষণা দিয়েছিল তা প্রত্যাহার করে নিল। এছাড়া সে কোরআনের একটি মেকি কপি প্রকাশ করতেও অস্বীকার করলো। এ ব্যাপারে তার সবচেয়ে বড় ভয় ছিল মক্কা শরীফ ও ইস্তামবুল সরকারকে। সে আমাকে বললো, আমরা যদি এই দুটি বিষয় ঘোষণা করি তাহলে শক্তিশালী সেনাবাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হবো। আমি তার অক্ষমতার কথা মেনে নিলাম। কারণ সে সঠিক ছিল। ঐ বিষয় দুটি আদৌ অনুকূল ছিল না।

কয়েকবার পর কমনওয়েলথ মন্ত্রণালয় দিরিয়ার আমির মুহাম্মদ বিন সউদকে আমাদের লাইনে ভেরাতে সক্ষম হয়। তারা আমার নিকট এ খবর জানানোর জন্য একজন বার্তাবাহক পাঠায়। আমাকে দুই মুহাম্মদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সহযোগিতা স্থাপনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। মুসলমানদের বিশ্বাস ও হৃদয় জয় করার জন্য আমরা ধর্মীয়ভাবে আমাদের নজদের মুহাম্মদকে এবং রাজনৈতিকভাবে কার্য সিদ্ধির জন্য মুহাম্মদ বিন সউদকে ব্যবহার করি।

অতঃপর আমরা ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠি। আমরা দিরিয়া নগরীকে আমাদের রাজধানী করি। আমরা আমাদের নতুন ধর্মমতকে **ওয়াহাবি** ধর্ম নামকরণ করি।

মন্ত্রণালয় ভেতরে ভেতরে ওয়াহাবি সরকারকে সমর্থন জানায় এবং তাদের শক্তিবৃদ্ধিতে সহায়তা করে। নতুন সরকার আরবী ভাষা ও মরুযুদ্ধ বিশেষজ্ঞ হিসেবে পারদর্শী এগারোজন বৃটিশ কর্মকর্তাকে নিয়ে আসে দাসের ছদ্মবেশে। আমরা এইসব কর্মকর্তার সঙ্গে সহযোগিতা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করি। উভয় মুহাম্মদ আমাদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেন। যখন আমরা মন্ত্রণালয় থেকে কোন নির্দেশ পেতাম না তখন নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতাম।

আমরা সবাই উপজাতিদের মধ্য থেকে বিয়ে করলাম। আমরা স্বামীর প্রতি নিবেদিত প্রাণ মুসলমান স্ত্রীর আনন্দ ভোগ করতাম। অতঃপর উপজাতিদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। এখন সব কিছু ভালোভাবেই চলছে। আমাদের কেন্দ্রীয়করণ দিন দিন শক্তিশালী হচ্ছিল। যদি কোন অপ্রত্যাশিত বিপর্যয় না হয় তবে আমরা যে গাছ লাগিয়েছি তার ফল আমরা খেতে পারবো। কারণ যা প্রয়োজন আমরা তাই করেছি এবং বীজ রোপন করেছি।

ডায়রির এখানেই শেষ। তবে Hizmet Books-এর বক্তব্য অনুযায়ী ওয়াহাবি মতবাদটি ইসলামকে ধ্বংসের জন্য বৃটিশ অবিশ্বাসীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। আমরা জেনেছি যে, প্রতিটি দেশে প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধবাদী ওয়াহাবিবাদ প্রচারের চেষ্টা

www.nagorikpathagar.org

করা হচ্ছে। অনেক লোক আছে যারা বলছে যে, হ্যামফার-এর স্বীকারোক্তিটি বানোয়াট এবং অন্য কারো দ্বারা রচিত। কিন্তু তারা তাদের বক্তব্যের সমর্থনে কোন স্বাক্ষ্য প্রমাণ দিতে পারেনি।

যারা ওয়াহাবিদের বই-পুস্তক পাঠ করে তারা বুঝতে পারবে যে, এই স্বীকারোক্তিটি সত্য। ওয়াহাবিরা ইসলামকে ধ্বংসের জন্য সাহায্যকারী। অবশ্য তাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তারা আহলে-আস সুন্নতকে ধ্বংস করতে পারেনি। ওয়াহাবিরা নিজেরাই ধ্বংস হয়ে গেছে।

www.nagorikpathagar.org

সহায়ক গ্রন্থসমূহ

১. *Islam: A Short History by Karen Armstrong.*

২. মহানবী ড. ওসমান গনি।

3. *Muhammad: A Biography of the Prophet by Karen Armstrong.*

4. *A History of God: The 4000-Year Quest of Judaism, Christianity, and Islam by Karen Armstrong.*

5. *A Battle for God by Karen Armstrong* (Ballantine Books, New York, USA, 2000).

৬. ইসলামের ইতিহাস হাসান আলী চৌধুরী

৭. আরব জাতির ইতিহাস ফিলিপ কে হিট্টি

৮. পরহেজগারীর আড়ালে ওরা কারা। কাজী মোঃ বেনজীর হক চিশতী

www.nagorikpathagar.org

সোফির জগৎ

মূল: ইয়স্তেন গার্ডার

অনুবাদঃ জি এইচ হাবীব

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস নিয়ে একটি চমকপ্রদ, অভাবনীয় উপন্যাস!

সোফি অ্যামুন্ডসেন। চোদ্দ বছর বয়েসী এই নরওয়েজিয় বালিকা একদিন তাদের বাসার ডাকবাক্সে উঁকি মেরে দেখতে পায় সেখানে কে যেন অবাক-করার মতো দু'টুকরো কাগজ ফেলে রেখে গেছে। কাগজ দুটোয় স্রেফ দুটো প্রশ্ন লেখা: "তুমি কে?" আর "এই পৃথিবীটা কোথা থেকে এল?"

অ্যালবার্টো নক্স নামের এক রহস্যময় দার্শনিকের লেখা সেই রহস্যময় চিরকূট দুটোর সেই কৌতূহল উস্কে দেয়া প্রশ্ন দুখানিই সূত্রপাত ঘটিয়ে দিল প্রাক-সক্রেটিস যুগ থেকে সার্ত্রে পর্যন্ত পাশ্চাত্য দর্শনের রাজ্যে এক অসাধারণ অভিযাত্রার। পরপর বেশ কিছু অসাধারণ চিঠিতে আর তারপর সশরীরে, পোষা কুকুর হার্মেসকে সঙ্গে নিয়ে, অ্যালবার্টো নক্স সোফি-র কৌতূহলী মনের সামনে দিনের পর দিন একের পর এক তুলে ধরলেন সেই সব মৌলিক প্রশ্ন সভ্যতার উষা লগ্ন থেকে যেসব প্রশ্নের জবাব খুঁজে ফিরছেন বিভিন্ন দার্শনিক আর চিন্তাশীল মানুষ।

কিন্তু সোফি যখন এই চোখ ধাঁধানো আর উত্তেজনায় ভরা আশ্চর্য জগতে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে শুরু করেছে, ঠিক তখনই সে আর অ্যালবার্টো নক্স এমন এক ষড়যন্ত্রের জালে নিজেদেরকে বাঁধা পড়তে দেখল যে খোদ সেটাকেই এক যারপরনাই হতবুদ্ধিকর দর্শনগত ধাঁধাঁ ছাড়া অন্য কিছু বলা সাজে না।

অসাধারণ... তিন হাজার বছরের চিন্তার ইতিহাসকে ইয়স্তেন গার্ডার চারশ পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ করে ফেলেছেন; সহজ-সরল ভাষায় বর্ণনা করেছেন অত্যন্ত জটিল সব বিতর্কিত বিষয়কে, অথচ সেগুলোর গুরুত্ব ক্ষুণ্ন হয়নি এতটুকু।...সোফির জগৎ এক অসাধারণ কীর্তি।

-সানডে টাইমস

[illegible]র নিকটস্থ বইদোকানে খোঁজ করুন

www.nagorikpathagar.org

ইসলাম পূর্ব যুগ থেকে রাসুলের অন্তর্ধানের অব্যবহিত পর ইসলাম থেকে গণতন্ত্র এবং মানবতাবোধ কিভাবে দূর করা হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে বইটির প্রথম অধ্যায়ে। মুসলমানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত, ষড়যন্ত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিষয়বস্তুর পুরোটাই ইতিহাস নির্ভর। বই-এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে ওয়াহাবি মতবাদ সম্পর্কে বৃটিশ নাগরিক ও গোয়েন্দা হ্যামফার-এর ডায়রির অনুবাদ।

ISBN 978 984 7210 34 6
9 789847 210346